উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- গলাচিপা, জেলা- পটুয়াখালী

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা, পটুয়াখালী

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid · European Union · Norwegian Embassy · Sweden · Australian Aid · UNDP

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), টর্নেডো (ঘূর্ণিঝড়), খরা/অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার বহু লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এ ছাড়াও মানব সৃষ্ট ও শিল্প কারখানা জনিত বিভিন্ন ধরণের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে রাখে। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদুর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত দূর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দূর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য মহাদেবপুর উপজেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদুর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রনয়ণে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কমিটির (UDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত 'সুশীলন' এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তবসম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যাবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যাবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জানমাল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারনসমূহ চিহ্নিতকরণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরুপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপি'র সহায়তায় প্রনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রণয়নে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও ব্যাক্তিবর্গ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গলাচিপা উপজেলায় প্রনীত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

সদস্য সচিব	সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	উপজেলা চেয়ারম্যান
গলাচিপা উপজেলা	গলাচিপা উপজেলা
পটুয়াখালি জেলা	**পটুয়াখালি জেলা**

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i
সূচিপত্র	ii
টেবিলের তালিকা	iv
চিত্রের তালিকা	v
গ্রাফচিত্রের তালিকা	v
মানচিত্রের তালিকা	v
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**১-২২**
১.১ পটভূমি	১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	২
১.৩ গলাচিপা উপজেলার পরিচিতি	২
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৩
১.৩.২ আয়তন	৩
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৪
১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো	৪
১.৪.১ অবকাঠামো	৫
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১২
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৭
১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	**২৩-৩৯**
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	২৩
২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ	২৪
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র	২৫
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৬
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৮
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	৩০
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	৩২
২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি মানচিত্র	৩২
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩৫
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩৬
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩৬
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৩৬
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩৭
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	**৪০-৫৩**
৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৪০
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৪২
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪৫
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪৬
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪৬
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি	৪৮
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি	৫১

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদী ৫২

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান **৫৪-৭৬**

৪.১ জরুরী সাড়া প্রদান (EOC) ৫৪

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৫৪

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৫৫

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৫৬

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ৫৭

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৫৭

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান ৫৭

৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন ৫৭

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৫৭

৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ ৫৮

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৫৮

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৫৮

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৫৮

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৫৮

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৫৯

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ ৫৯

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৫৯

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৬৭

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৭৩

৪.৬ অর্থায়ন ৭৩

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৭৪

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা **৭৭-৯৬**

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৭৭

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার ৭৮

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৭৮

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার ৭৯

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৭৯

৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা ৭৯

সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৮০

সংযুক্তি ২ :উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৮২

সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৮৪

সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৮৫

সংযুক্তি ৫: এক নজরে গলাচিপা উপজেলা ৯৩

সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৯৪

সংযুক্তি ৭: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময়/শেয়ারিং এবং শুপারিশ সমুহ ৯৫

সংযুক্তি ৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম,আবস্থান,শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৬

সংযুক্তি ৯: আপদের মানচিত্র (সাইক্লোন) ১০৬

সংযুক্তি ১০: আপদের মানচিত্র (গুড়িগুড়ি বৃষ্টি) ১০৭

সংযুক্তি ১১: আপদের মানচিত্র (বন্যা) ১০৮

সংযুক্তি ১২: আপদের মানচিত্র (অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত) ১০৯

সংযুক্তি ১৩: আপদের মানচিত্র (অতিরিক্ত জোয়ার) ১১০

সংযুক্তি ১৪: আপদ (**নদী ভাঙ্গন**) ১১১
সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (**জলচ্ছাস**) ১১২
সংযুক্তি ১৬: আপদ মানচিত্র (**টর্নেডো**) ১১৩
সংযুক্তি **১৭**: আপদ মানচিত্র (খরা) ১১৪
সংযুক্তি **১৮**: ঝুঁকির মানচিত্র (সাইক্লোন) ১১৫
সংযুক্তি **১৯**: ঝুঁকির মানচিত্র (গুড়িগুড়ি বৃষ্টি) ১১৬
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা) ১১৭
সংযুক্তি **২১**: ঝুঁকির মানচিত্র (অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত) ১১৮
সংযুক্তি **২২**: ঝুঁকির মানচিত্র (অতিরিক্ত জোয়ার) ১১৯
সংযুক্তি **২৩**: ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙ্গন) ১২০
সংযুক্তি **২৪**: ঝুঁকির মানচিত্র (জলচ্ছাস) ১২১

টেবিলের তালিকা পৃষ্ঠা

টেবিল ১.১: উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম। ৩
টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা। ৪
টেবিল ১.৩: এলজিডি এর তথ্য মতে এক নজরে গলাচিপা উপজেলার রাস্তা। ১২
টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ। ২৪
টেবিল ২.২ উপজেলার আপদ সমুহ ২৪
টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। ২৭
টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা। ২৯
টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়। ৩০
টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি। ৩৫
টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩৬
টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা। ৩৬
টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি। ৩৭
টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব। ৩৮
টেবিল ৩.১: গলাচিপা উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ। ৪০
টেবিল ৩.২: গলাচিপা উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়। ৪২
টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪৫
টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৬
টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৮
টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৫১
টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৫২
টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টার কমিটির সদস্য তালিকা ৫৪
টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক। ৫৫
টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫৯
টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৬৮
টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার অবকাঠামো/ সম্পদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৭৩
টেবিল ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা। ৭৫
টেবিল ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা। ৭৫
টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। ৭৭
টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা। ৭৮
টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা। ৭৯
টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা। ৭৯
টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা। ৭৯

চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: গ্রাম রক্ষাকারী বাঁধ গোলখালী ইউনিয়ন ৫
চিত্রঃ ১.২ স্লুইচ গেট,গলাচিপা ৫
চিত্র ১.৩: উপজেলার ব্রীজ ও কালভার্ট ৬
চিত্র ১.৪: ব্রীজ ও কালভার্ট ৬
চিত্রঃ ১.৫ উপজেলা পাঁকারাস্তা ৭
চিত্রঃ ১.৬: উচু টিউবয়েল,গলাচিপা ১৩
চিত্রঃ ১.৭: সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ১৪
চিত্রঃ ১.৮: চরবাংলা স্কুল কাম সেল্টার ১৫
চিত্রঃ ১.৮.১: গলাচিপা মডেল মাধ্যঃ বিদ্যাঃ কাম শেল্টার ১৫
চিত্রঃ ১.৯ গুবিন্দা এক গম্বুজ মসজিদ ১৬
চিত্রঃ ১.১০: উপ-সাস্থ্য কেন্দ্র,গলাচিপা ১৬
চিত্রঃ ১.১১. সোনার চর অভয়ারন্য চরমোন্তাজ, ১৯
চিত্রঃ ১.১২ উপজেলার একটি কৃষিক্ষেত ,গলাচিপা ১৯
চিত্রঃ ১.১৩ আগুনমুখা নদী, গলাচিপা ২০
চিত্রঃ ১.১৪ বোয়ালিয়া খাল ২০
চিত্রঃ ১.১৫ পুকুরে মৎস্য চাষ ২০
চিত্রঃ ২.১ উপজেলা দুর্যোগের সামগ্রিক ইতিহাস ২৩
চিত্রঃ ২.২: ঘূর্ণি ঝড়ে বিদ্ধস্ত উপজেলার একটি গ্রাম। ২৫
চিত্রঃ২.৩: জলোচ্ছাসে প্লাবিত উপজেলার একটি গ্রাম। ২৫
চিত্রঃ ২.৪: বন্যা প্লাবিত গ্রামবাসির দুর্ভোগ ২৫
চিত্রঃ ২.৫: ভয়াবহ কালবৈশাখী ঝড়ে বিধস্ত এলাকা। ২৫
চিত্রঃ ২.৬: নদী ভাঙ্গন ২৬
চিত্রঃ ২.৭ উপজেলার খরা চিত্র। ২৬

গ্রাফ চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ঘরবাড়ির অবস্থান ১৩
চিত্র ১.২: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ হার ১৪
চিত্র ১.৩: বিভিন্ন পদ্ধতির পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ পরিসংখ্যান ১৫

	মানচিত্রের তালিকা		পৃষ্ঠা
	প্রশাসনিক মানচিত্র		২২
	সামাজিক মানচিত্র		৩৩
	আপদের মানচিত্র		৩৪
	সংযুক্তি ৯: আপ**দের** মানচিত্র (**সাইক্লোন**)		১০৬
	সংযুক্তি ১০: আপদের মানচিত্র (গুড়িগুড়ি বৃষ্ঠি)		১০৭
	সংযুক্তি ১১: আপদের মানচিত্র (বন্যা)		১০৮
	সংযুক্তি ১২: আপদের মানচিত্র (অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত)		১০৯
	সংযুক্তি ১৩: আপদের মানচিত্র (অতিরিক্ত জোয়ার)		১১০

	সংযুক্তি ১৪: আপদ (**নদী ভাঙ্গন**)		১১১
	সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (**জলচ্ছাস**)		১১২
	সংযুক্তি ১৬: আপদ মানচিত্র (**টর্নেডো**)		১১৩
	সংযুক্তি ১৭: আপদ মানচিত্র (খরা)		১১৪
	সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (সাইক্লোন)		১১৫
	সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (গুড়িগুড়ি বৃষ্ঠি)		১১৬
	সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)		১১৭
	সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত)		১১৮
	সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (অতিরিক্ত জোয়ার)		১১৯
	সংযুক্তি ২৩: ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙ্গন)		১২০
	সংযুক্তি ২৪: ঝুঁকির মানচিত্র (জলচ্ছাস)		১২১

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কাযকারীতা, নিবিড় ও ফলাফলধর্মী কমপদ্ধতি,সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগনের অংশগ্রহণের উপরে নিভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে ।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এদেশে প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলা এর মধ্যে অন্যতম। ২০০২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এ উপজেলায় ঘুর্ণীঝড়,জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, আইলা, সিডর, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, বন্যা, খরা আঘাত হেনেছে। দুর্যোগের ইতিহাস পর্যোবেক্ষন করে দেখা যায় যে "ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী, বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত," এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলায় প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও জেলা পর্যায়ে কোন রকম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলার জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে।

পটুয়াখালী জেলা গঠনকারী এলাকা প্রাচীন রাজত্ব চন্দ্রদীপ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। গলাচিপা উপজেলার কচুয়া এই রাজত্বের রাজধানী ছিল। উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং ঘন ঘন পতুগীজ এবং মগদের আক্রমনে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে রাজধানী বরিশালে মাধবপাশায় স্থানান্তর করা হয়। রাজা টোডারমল, সম্রাট আকবরের মন্ত্রী, ১৫৯৯ সালে কানুনগো জিম্মক খানকে এলাকা জরিপ করতে পাঠান । চন্দ্রদীপ এর বন এলাকা চন্দ্রদীপ থেকে পৃথক হয়ে বাজুহাবা সুরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেলিমাবাদ, বাজুগ উমেদপুর এবং উরানপুরে তিনটি পরগনা এই অঞ্চলে গঠন করা হয়। আরাকান এর বৌদ্ধ রাখাউনরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বর্মী রাজার নৃশংসতার পলান করে গলাচিপা, খেপুপাড়া, কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটা এবং রাঙ্গাবালী বিভিন্ন দীপে বসবাস করা শুরু করে। তারপর থেকে এই অঞ্চলে মানুষের বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপজেলার জনসাধারন প্রকৃতিগতভাবেই উৎসব প্রিয়। এই জনপদের ধর্মীয় ও সমাজিক উৎসবগুলোতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহন লক্ষণীয়। এখানে প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোর পাশাপাশি জগদাত্রীপূজা,নীল পূজা,মনসা পূজা, নাম কীর্তন, পৌষ সংক্রান্তিতে নবান্ন উৎসব উদযাপন করা হয়। সামাজিক উৎসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখ, বৈশাখী মেলা, দয়াময়ীর মেলা প্রধান। এই দলিলের ১ম থেকে ৩য় অধ্যায় উপজেলার সামাজিক ,অর্থনৈতিক ,প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কৌশলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা ,অন্তর্নিহিত কারণগুলোর রূপরেখা ও গলাচিপা উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব ,ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন কৌশলের বিবরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩-৫ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ ,বিশেষত সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী ও উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকিকরনের রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ,জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ,শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ে পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য মাঠ পর্যায়ের যেকোন কার্যকরী সর্বোত্তম উদ্যোগকে জাতীয়ভাবে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উপ্তহাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সার্বিক দুর্যোগ বাবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও হ্রাসকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ এর ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার সমাজ ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্হাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন, অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্নবাসন ব্যবস্হার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সময় এর জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তঃর্জাতিক, এনজিও ও দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩. গলাচিপা উপজেলার পরিচিতি

র্বামা রাজার অত্যাচারে বিতাড়িত রাখাইনদের একটি দল ১৭৮৪ সালে রাঙ্গাবালি দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করে। মূলত এই সময় কাল থেকেই এই অঞ্চল ধীরে ধীরে জনপদে রূপলাভ করে। পটুয়াখালি জেলার উপজেলার মধ্যে দক্ষিন- পূর্বে অবস্হিত গলাচিপা উপজেলা। শুরুতে এ উপজেলাটি ১৭ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ছিল। বড় বাশদিয়া, ছোট বাশদিয়া, রাংগাবালী, চালিতাবুনিয়া, চরমোন্তাজ ইউনিয়ন গলাচিপার অংশ ছিলো। ২০১২ সালে এই ইউনিয়ন গুলি বিভক্ত হয়ে নতুন রাংগাবালী উপজেলা গঠিত হয়। বর্তমানে ১২ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত এই উপজেলায় মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় দুই লক্ষ ঊনষাট হাজার পাঁচশত পনের জন মানুষের বসবাস। এর মোট আয়তন ৯২৫.০৮ বর্গ কি.মি.। জেলা সদর থেকে মাত্র ৩৩ কিমি দূরে অবস্তিত এ উপজেলা। উত্তরে পটুয়াখালী সদর, বাউফল ও দশমিনা উপজেলা, পূর্বে দশমিনা ও চরফ্যাশন উপেজলা, দক্ষিনে রাঙাবালি উপজেলা, পশ্চিমে আমতলী ও কলাপাড়া উপজেলা। উপজেলার জনসাধারন প্রকৃতিগতভাবেই উৎসব প্রিয়। এই জনপদের ধর্মীয় ও সমাজিক উৎসবগুলোতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহন লক্ষণীয়। এখানে প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোর পাশাপাশি জগদাত্রী পূজা, নীল পূজা, মনসা পূজা, নাম কীর্তন, পৌষ সংক্রান্তিতে নবান্ন উৎসব উদযাপন করা হয়। সামাজিক উৎসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখ, বৈশাখী মেলা, দয়াময়ীর মেলা প্রধান। উপজেলার সাথে যোগাযোগের জন্য ৯৫.০৭ কিঃমিঃ ৬টি পাঁকা রাস্তা রয়েছে। ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হল রিক্সা, নছিমন, লেগুনা ও মটর সাইকেল। এ উপজেলার দর্শনীয় স্থান হল রতনদী তালতলী ইউনিয়ন গুরিন্দা এক গম্বুজ মসজিদ ও বদনা তলী খেয়াঘাট তাছাড়া পানপট্টি ইউনিয়নে একটি ১৫ ডোর স্লুইস গেট আছে যা অনেকটা রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই বাধের মত এটি আগুনমুখা নদীর সীমান্তবর্তী এলাকাতে অবস্হিত। সমুদ্র উপকুলীও অঞ্চল হওয়ায় এ উপজেলার আওতায় ঘরবাড়ি সাধারনত মাটি, গাছ, টিন, বাঁশ, ইট, গোলপাতা, খড়, মাটির টালি, ইট, বালি, রড, সিমেন্ট প্রভৃতি ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়। মাটির প্রকৃতি বেলে ও দোয়াশ। এ অঞ্চলে কাঠের তৈরী পাটাতন দোতলা লক্ষ্য করা য়ায়, তাছাড়া এ এলাকায় ইট,বালি,সিমেন্ট,রড় দ্বারা তৈরী দালানকোঠার সংখ্যা খুবই কম।

১.১.৩. উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের দক্ষিন পূর্বে অবস্থিত পটুয়াখালি জেলার ০৮ টি উপজেলার মধ্যে গলাচিপ একটি উপজেলা। পটুয়াখালী বিভাগ থেকে মাত্র ৩৩ কিঃমিঃ দুরে গলাচিপা উপজেলাটি অবস্থিত। ২২.১৬৩৯°+_দক্ষিন এবং ৯০.৪৩০৬°+_পূর্বে গলাচিপা উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান। এর আয়তন ৯২৫.০৮ কি.মি. এর ভুমির প্রকৃতি নিম্নভুমি, এখনে ভুমির উচচতা সমুদ্রস্তর থেকে ৩৩ থেকে ৫০ ফিট। এখানকার বৃষ্টিপাতের গড় ৭৫ মিঃমিঃ। নদীবিধৌত গলাচিপ উপজেলার প্রকৃতি নানা রকম গাছপালায় সমৃদ্ধ ও মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত। এ উপজেলায় নদী-খাল-বিল, বিভিন্ন রকমের ফলজ, বনজ, ঔষধি গাছ ও বিভিন্ন মৌসুমি ফসলের শোভায় সুসজ্জিত। উপজেলার উপর দিয়ে ছোট, বড় ৮ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। ১২টি ইউনিয়নে মোট ১০৯ কিমিঃ বাঁধ সহ অসংখ্য স্লুইজ গেট, কালর্ভাট ও ব্রীজ রয়েছে। এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি বেলে ও দোয়াশ। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম সাইকেল, রিক্সা, মোটর সাইকেল, নছিমন, এছাড়াও নৌকায় করেও বিভিন্ন ইউনিয়নে যাওয়া আসা করা যায়।

১.৩.২ আয়তন

গলাচিপা উপজেলা মোট ১২টি ইউনিয়ন রয়েছে যা মোট ৯২৫.০৮ বর্গ কি.মি. এলাকা নিয়ে গঠিত। গলাচিপা উপজেলার উত্তরে বাউফল ও পটুয়াখালী সদর উপজেলা, পূর্বে দশমিনা ও চরফ্যাশন উপেজলা, দক্ষিণে রাঙাবালি উপজেলা এবং পশ্চিমে আমতলী উপজেলা অবস্থিত। উক্ত উপজেলায় মোট মৌজার সংখ্যা ৮১টি এবং মোট গ্রামের সংখ্যা ২৩৬টি। নিম্নে জিও কোড নম্বর সহ ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম টেবিলে উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল নম্বর ১.১ : উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক মৌজার নাম।

উপজেলার নাম ও জিও কোড নম্বর	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড নম্বর	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
গলাচিপা (৫৭)	আমখোলা (১১)	দড়িবাহেরচর, চরআমখোলা, চিংগুরিয়া, দক্ষিনবলইকাঠী, আমখোলা, বাশবুনিয়া, ছৈলাবুনিয়া, নিজসুহরী, ভাংরা, মুশুরিকাঠী, আলগীতাফালবাড়ীয়া, রামানন্দ, বাউরিয়া কিসমত, বাউরিয়া চারিআনি, খোন্তাখালী, কাঞ্চনবাড়ীয়া। মোট মৌজা সংখ্যা = ১৬ টি।
	গোলখালি (৭২)	গোলখালী, পূর্ব গোলখালী, কালির চর, বড়গাবুয়া, ছোট গাবুয়া, সুহরী, কিসমত হরিদেবপুর। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৭ টি।
	গলাচিপা (৬৭)	বোয়ালিয়া, চর কাড়ফারমা, দক্ষিণ চরখালি, লন্দা, মতিভাঙ্গা, পাকশিয়া, রতনদি, রতনদি কলিকাপুর। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৮ টি।
	পানপট্টি (৭৮)	উত্তর পানপট্টি, গ্রামদ্দন, তুলাতলী, দক্ষিন পানপট্টি। মোট মৌজাসংখ্যা = ০৪ টি
	রতনদি তালতলি (৯৪)	উলানিয়া, উলানিইয়া, রতনদী, রতনদী তালতলী ও মানিকচাদ। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৪ টি।
	ডাকুয়া (৫৫)	আটখালি, বড় চত্রা ছোট চত্রা, ডাকুয়া, হোগলাবুনিয়া, কৃষ্ণাপুর, পার ডাকুয়া, ফুলখালি। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৮ টি।
	চিকনিকান্দি (৫০)	চিকনিকান্দী, পূর্ব সুতাবাড়ীয়া, মাঝগ্রাম, কোটখারী, কচুয়া, পানখালী, কালারাজা। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৭ টি।
	গজালিয়া (৬৯)	বাহির গজালিয়া, চর চন্দাইল, চরখালি, গজালিয়া, হরিদেবপুর, ইছাদিচর, ইছাদি জোয়ার। (মোট মৌজা সংখ্যা = ০৭ টি।
	চর কাজল (৩৯)	বড় চর কাজল, ছোট চর কাজল, বড় শিবের চর, ছোট শিবের চর। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৪ টি।
	চর বিশ্বাস (৩৭)	চর আগশটি, চর হালদার, চর মহিউদ্দিন, দক্ষিণ চর বিশ্বাস, উত্তর চর বিশ্বাস। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৫ টি
	বকুলবাড়িয়া	গুয়াবাড়ীয়া, দোয়ানী পটুয়াখালী, বকুলবাড়ীয়া, লামনা, সৈয়দকাঠী, পাতাবুনিয়া,

উপজেলার নাম ও জিও কোড নম্বর	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড নম্বর	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
	(২২)	ছোনখোলা। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৭ টি।
	কলাগাছিয়া (৭৫)	কলাগাছিয়া, খারিজ্জমা, কল্যান কলস, বাশবাড়ীয়া। মোট মৌজা সংখ্যা = ০৪ টি।

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, গলাচিপা ২০১১

১.৩.৩ উপজেলার জনসংখ্যা

পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলায় মোট লোকসংখ্যা ২,৫৯,৫১৫ (দুই লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশত পনের) জন এর মধ্যে পুরুষ ১,২৭,২৪৯ ও মহিলা ১,৩১,২৬৬ জন এর মধ্যে উপজেলায় মুসলমান ২,৩৮,৩১৩ জন, হিন্দু ২১,২০২ জন, খ্রীষ্টান ১৭জন, বৌদ্ধসংখ্যা ১৯ জন ও অন্যান ১জন, কোন উপজাতি নাই এবং নারী পুরুষের মোট অনুপাত আমখোলা ৯৪, গোলখালি ৯৬, গলাচিপা ৯৯, পানপট্টি ৯৪, রতনদি তালতলি ৯৭, ডাকুয়া ৯৪, চিকনিকান্দি ৯২, গজালিয়া ৮৮, চর কাজল ১০২, চর বিশ্বাস ১০২, বকুলবাড়িয়া ৯৪, কলাগাছিয়া ৯২।নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল নম্বর ১.২: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা।

ইউনিয়ন নম্বর	ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫) %	বৃদ্ধ (৬০+) %	প্রতিবন্ধি %	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
১১	আমখোলা	১৩,১৭২	১৪,০০৬	৩৭.১	১০.১	১.৫	২৭,১৭৮	৬০২৯	১৯,৩২২
৭২	গোলখালি	১৫,৭২০	১৬,৪৪৯	৩৬.৭	৯.১	১.২	৩২,১৬৯	৭১৫৯	২১,৬৭৮
৬৭	গলাচিপা	৯,৪৯০	৯,৫৫৩	৩৬.৮	৮.২	১.৪	১৯০৪৩	৪২৫৯	১২,৩০১
৭৮	পানপট্টি	৭,২১১	৭,৬৮৩	৩৭.৪	৯.৭	২.৬	১৪,৮৯৪	৩৪০৫	৯,৯৪০
৯৪	রতনদি তালতলি	৯,৯১১	১০,১৭৪	৩৬.৪	৮.৬	১.৯	২০,০৮৫	৪৫৫৭	১২,৮৭১
৫৫	ডাকুয়া	৯,৬৮৯	৯,৮৪২	৩৭.৯	৮.৪	১.৭	১৯,৫৩১	৪৩০৭	১৩,১৬৭
৫০	চিকনিকান্দি	৭,৪৮৪	৮,০৯৪	৩৬.১	৯.৬	১.১	১৫,৫৭৮	৩৫৯১	১০,৮৮১
৬৯	গজালিয়া	৫,৮৯৭	৬৬৯৯	৩৮.১	১০.১	১.৮	১২,৫৯৬	২৮৬১	৮,৬৪৪
৩৯	চর কাজল	১২,৭৫৪	১২,৫১৮	৪১.৬	৭.৮	২.৩	২৫,২৭২	৫৩৭৬	১৫,৯৬১
৩৭	চর বিশ্বাস	১০,১৯৬	৯,৯৫৯	৩৯.১	৮.৪	২.৫	২০,১৫৫	৪১৮৮	১৩,১০০
২২	বকুলবাড়িয়া	৭,১৪১	৭,৫৯৩	৩৮.৫	৯.০	২.৯	১৪,৭৩৪	৩২২০	১০,৩৬৮
৭৫	কলাগাছিয়া	৭,৬৯৬	৮,৩৮৪	৩৮.২	৯.১	১.৪	১৬,০৮০	৩৫৪৭	১১,১০৬
২৫	পৌরসভা	১০৮৮৮	১০৩১২	৩০.২	৮.৩		২২,২০০	৪৯২৮	১২,৩৪২
মোট		**১২৭২৪৯**	**১৩১২৬৬**	**৪৮৪.১**	**১১৬.৪**	**১.৭**	**২৫৯৫১৫**	**৫৭৪২৭**	**১৮৪০২৩**

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, গলাচিপা ও আদমশুমারী, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

গলাচিপা মুলতঃ কৃষি প্রধান উপজেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি ও মৎস। তাই এখানে কৃষি ভিত্তিক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। উপজেলার সকল ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। উপজেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থাকলেও কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। এরমধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। এছাড়াও শিল্পো-

কলকারখানা বরফকল, আটাকল, স'মলি ইত্যাদি রয়েছে। অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য বলতে বাঁধ, স্লুইস গেট,রাস্তাঘাট, ব্রীজ ও কালভার্ট ইত্যাদি বোঝায়।

১.৪.১ অবকাঠামো

গলাচিপা উপজেলায় বন্যা ও জোয়ারের পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য নদীওখালের তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট বড় মিলে মোট ৭টি বাধঁ রয়েছে। উক্ত বাঁধ গুলোর সর্বমোট দৈঘ্য প্রায় ১০৯কিমি, নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক বাধেঁর অবস্থান পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো ।

বাঁধ

গলাচিপা উপজেলায় অসংখ্য বাঁধ রয়েছে। গলাচিপা পৌরসভা হইতে বোয়ালিয়া আবাসন পর্যন্ত ১৪ কিঃমিঃ বাঁধ রয়েছে। তাছাড়া পানপট্টি উপজেলাতে বদনাতলি থেকে পানপট্টি পর্যন্ত ৩৫ কিঃমিঃ,ডাকুয়া ইউনিয়নে (৬ফুট উঁচু) ২০কিঃমিঃ বাঁধ, উত্তর হরিদেব পুর থেকে গজালিয়া জেলে বাড়ী পর্যন্ত (৬ফুট উঁচু) ১৫ কিঃমিঃ বাঁধ, মুশুরিকাঠী স্লুইজ হইতে আমখোলা হইয়া দঃ বলইকাঠি পর্যন্ত ৬ ফুট উঁচু ১৫ কিঃমিঃ বাঁধ, বাদুরা বাজার হইতে সৈলাবুনিয়া পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ বাঁধ,ও বাউরিয়া হইতে বউবাজার পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ (৬ফুট উঁচ)বাঁধ রয়েছ। এই বাঁধ গুলি আকস্মিক বন্যা মোকাবেলায় এ উপজেলার জন্য দূর্গ হিসাবে কাজ করে। *(তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ ,গলাচিপা উপজেলা)*

চিত্র ১.১: গ্রাম রক্ষাকারী বাঁধ গোলখালী ইউনিয়ন

স্লুইস গেট:

এল জি ই ডি এর তথ্য মতে গলাচিপা উপজেলায় অসংখ্য স্লুইচগেট রয়েছে। গলাচিপা ইউনিয়নে একটি ১৫ ডোর স্লুইস গেট রয়েছে যা দেখতে অনেকটা রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই বাঁধের মত এটি আগুনমুখা নদীর সীমান্তবর্তী এলাকাতে অবস্থিত। এ ইউনিয়নে আরও ২ ব্যান্ড যুক্ত ০৬ টি স্লুইচ গেট রয়েছে। যার মধ্যে আদশ্য গ্রাম, ইটবাড়ীয়া সামুদাবাদ, গলিচিপায় ১ টি করে স্লুইজ গেট রয়েছে। ডাকুয়া ইউনিয়ন ৪ ব্যন্ড যুক্ত ১ টি ৩ ব্যন্ড যুক্ত ১ টি, ১ ব্যন্ড যুক্ত ৮ টি মোট ১০ টি স্লুইচ গেট রয়েছে। যার মধ্যে ফুলখালীতে ৪ ব্যান্ডের ১ টি, ৩ ব্যান্ডের ঘুনীদা, বাংলাবাজারে ১ টি করে স্লুইচ গেট রয়েছ। গজালিয়া উনিয়নে ২ ব্যান্ড যুক্ত ১ টি ও ১ ব্যান্ড যুক্ত ১ টি ইসহ ২ টি স্লুইচ গেট রয়েছে, যার মধ্যে আদানিবাজার ১ টি, পাতাবুনিয়ায় ১ টি। আমখোলা ইউনিয়নে ২ ব্যান্ড যুক্ত ৫ টি স্লুইচ গেট রয়েছে যার মধ্যে মুশুরিকাঠী ১টি, বাউরীয়ায় ১ টি, আমখোলায় ১টি ,বাদুরাবাজার ১টি, নশাইশীল ১টি চিকনিকান্দি ইউনিয়ন মোট ৩টি স্লুইচ গেট রয়েছ, কচুয়ায় ২ ব্যন্ড যুক্ত ১টি, কালারাজ ১ব্যন্ড যুক্ত ১টি, চিকনিকান্দিতে ১ব্যন্ড যুক্ত ১টি। এই স্লুইচ গেটগুলি বন্যা প্লাবিত গ্রাম গুলির পানি ও জোয়ার ভাটার পানি নিষ্কাশনের পথ হওয়ায় সবগুলো স্লুইচ গেউক্ত নদীওখাল সংলগ্ন এলাকায় অবস্তিত।

চিত্রঃ ১.২ স্লুইচ গেট,গলাচিপা

ব্রীজ ও কালভার্ট:

চিত্রঃ ১.৩ : ব্রীজ ও কালভার্ট

পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলার মধ্যো জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় নদী ও খাল। ব্যাবসা বানিজ্য পরিচালনার জন্য জেলার সাথে উপজেলা,উপজেলার সাথে ইউনিয়নের সরাসরি যোগাযোগের জন্য এ উপজেলাতে ৩৬৯টি ব্রীজ রয়েছে। ছোট বড় ১৩৫ টি কালভার্ট রয়েছে। এই ব্রীজ গুলো লোহা, কংক্রিট ও কাঠের তৈরী। এলজিইডি এর তথ্য মতে উপজেলার মধ্যে ব্রিস্তৃত ব্রীজ, কালভার্ট গুলি হল বাউরিয়া ব্রিজ , তার মধ্যে গজালিয়া ইউনিয়নে ১০টি ঢালাই কালভার্ট, ৫ টি পুল এবং চর কাজল ইউনিয়নে ১৭টি বক্সকালর্ভাট, বড়সিবায় ২টি ব্রীজ রয়েছে। আমখোলা ইউপি থেকে সিহাকাটি হাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ২টি, আমখোলা ইউপি থেকে ফারিদে হাট পর্যন্ত কালভাট রয়েছে ৪টি, আমখোলা ইউপি অফিস থেকে কলাগাছিয়া হাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৩টি,গলাচিপা সদর থেকে গোলখালি গাজিপুর হাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ২টি, বকুলবাড়ীয়া ইউপি থেকে গোলখালি দেলু ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৬ টি,গলাবাড়ীয়া বাজার থেকে কল্যানকলস ইউপি পর্যন্ত রাস্তায় ৩টি কালভাট রয়েছে। চিকনিকান্দী ইউপি থেকে কোটখালি লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ২ টি, চিকনিকান্দী ইউপি থেকে আমখোলা ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৯ টি, গলাচিপা প্রধান সড়ক থেকে পানপট্টি লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ১৪ টি, গলাচিপা প্রধান সড়ক থেকে গলাচিপা উপজেলা হয়ে ওর্য়াপদা পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ১০ টি, গলাচিপা (কালিকাপুর) থেকে পানপট্টি ইউপি হয়ে পানপট্টি লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৮ টি, চালতাবুনিয়া থেকে বড়বাঁশদিয়া হয়ে মৌডুবি মুকারবান্দা সেল্টার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ১১টি, কোড়ালিয়া বাজার থেকে ছোটবাঁশদিয়া পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ১০টি, কাতসিবুনিয়া লঞ্চঘাট থেকে রাংগাবালী হয়ে নেতা বাজার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৭ টি, চরবিশ্বাস হয়ে চর আগস্তি পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৩টি, চরমোন্তাজ থেকে চরবিশ্বাস হয়ে তুলাতলি বাজার উলানিয়া হাট হয়ে পাঙ্গাশীয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৭ টি, পাঙ্গাশিয়া বাজার থেকে ডাকুয়া ইউপি বাজার রাস্তা কালভাট রয়েছে ১ টি, নলুয়াবাগী বাজার রোড এবং প্রধান সড়ক হয়ে ইউপি অফিস পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৬টি, চালতাবুনিয়া ইউপি থেকে গলাচিপা ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৪ টি, গাবুয়া ব্রীজ থেকে চুনখালীমহা সড়ক হয়ে আঠার গাছিয়া ইউপি পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৪ টি, বড়বাশদিয়া ইউপি থেকে রাঙ্গাবালী ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা কালভাট রয়েছে ২ টি, গজালিয়া ইউপি থেকে ডাকুয়া ইউপি হয়ে গজালিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তায় এই রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৭টি, গজালিয়া ইউপি থেকে আমখোলা ইউপি পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ২ টি, চিকনিকান্দী ইউপি থেকে সুতাবাড়ীয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ১ টি, চরকাজল ইউপি থেকে জাহাজমারা স্লুইজ পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ৩ টি, বুড়ীয়া হাট থেকে মোল্লার হাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০১ টি, পাঙ্গাশিয়া ভেরিবাঁধ হয়ে আমিন কাজী পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৪ টি, কালিচর ওয়াপদা থেকে বড়গাবুরা পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০১ টি, সাত্তার মাস্টার বাড়ী থেকে মোস্তফা পেদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় রয়েছে ০২ টি। চরবাদুরা প্রাঃস্কুল থেকে কালাবুনিয়া প্রাঃস্কুল পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০১ টি, গোলখালি ইউপি অফিস থেকে গুশিয়া গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা কালভাট রয়েছে ০৫ টি, দঃ সোনখোলা গালর্স প্রাঃস্কুল থেকে লামনা সঃ মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৪ টি, কালারাজা হাট থেকে হরিদেবপুর হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০১ টি, সুতাবাড়ীয়া কাদের খলিফা থেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০২ টি, চন্দাইল উচ্চ বিদ্যাঃ থেকে চন্দাইলের হাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০১ টি, ফুলখালি হামিদ মৃধারবাড়ী থেকে সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৪টি, আটখালী উচ্চ বিদ্যাঃথেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৩ টি, নিজামুল কাটরা

চিত্রঃ ১.৪ : ব্রীজ ও কালভার্ট

হেলথ অফিস থেকে হাছিম সেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০২ টি,পাংগাশীয়া বাজার থেকে গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় নেহার মল্লিক বাড়ী রাস্তা কালভাট রয়েছে ০২ টি, বড়চত্রা খানকা থেকে কাশেম মাতুব্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কালভাট রয়েছে ০১ টি, গারিন্দা বাড়ী গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় থেকে কাটাখালি গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৩ টি, মোহির আলীগাজীর বাড়ী থেকে রতনন্দীতালতলি হেলথ সেন্টার রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৪টি, নয়া ভাংগনী ওয়াপদা থেকে পঃপানপট্টি রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০২টি, বদনাতলি স্লুইজগেট থেকে গাববুনিয়া রাস্তায় রয়েছে ০১টি, উলানিয়া কাঁচারি বাড়ী থেকে মানিক চাঁদ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ১টি, মানিক চাদ মাদ্রাসা থেকে রতনদীতালতলি পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০২টি, উলানিয়া কাদের দেয়ানের বাড়ী থেকে মীর উদ্দিনের বাড়ী হয়ে ফকিরকান্দা রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০২ টি, আকবর হাওলাদের বাড়ী থেকে আদরাসা গ্রাম রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০২ টি, এন,এস রতনদী প্রাঃবিদ্যাঃআদরাসা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১টি, আকরাম আয়রন ব্রীজ থেকে মুরাদ নগর প্রাঃ বিদ্যাঃ রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, গনি সরদারের বাড়ী থেকে সামুদা বাদ রোড় রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, বোয়ালিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে বোয়ালিয়া হাট রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, গলাচিপা কলেজ থেকে হেলথ অফিস আবু বাকের সিদ্দুকুর বাড়ি রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১টি, বোয়ালিয়া ক্লোজার থেকে নেদুস ফেরী ঘাট রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, তুলাতলি ওয়াপদা থেকে কামাল উদ্দিনের বাড়ী রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, গাব্বুনিয়া আর্তেন কেল্লা থেকে কাটাখালি লঞ্চ ঘাট রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০২ টি, গাইয়াপাড়া লঞ্চঘাট থেকে তুলাতলি লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, চেরাগ আলী খান রোড় থেকে নালবুনিয়া রোড রাস্তায়কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, গহিনখালি থেকে হরিদারাখালি রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০৩টি, খোরশেদ হাওলাদের বাড়ী থেকে মোল্লাহাট রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, মোল্লার হাট থেকে রাজ্জাকুর মেম্বার বাড়ী রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০৩ টি, এ সত্তার হাওলা থেকে চাঁদ চেয়ারম্যানের বাড়ী রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, সারজন মুন্সির বাড়ী থেকে আকবর মোল্লার বাড়ী রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০৩ টি, গাংগীপাড়া প্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে ব্যতালা কাতশিবুনিয়া রাস্তা কালর্ভাট রয়েছে ৩ টি, কাতসীবুনিয়া এফ পি অফিস থেকে পাশিবুনিয়া রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, পুরাতন নেতা তালুকদের বাড়ী থেকে ফয়েজুল হকের বাড়ী রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, পাশিরবুনিয়া মিরাবাড়ী থেকে পোলঘাট রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, চরবিশ্বাস ইউপি অফিস থেকে এইচ/ও আমির গাজী রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০২টি, বেতালা বাজার থেকে রাজ্জাক মোল্লারবাড়ী রাস্তা কালর্ভাট রয়েছে ০৩টি, সোনাখালি বর্ডার থেকে বাউরিয়া ব্রিজ রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, আউলিয়াপুর ইউপি বডার থেকে দরিবাহির চর রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি। সুহরী প্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে গ্রোথ সেন্টার কমিউনিটি রোড রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি। বাবুর্চীবাড়ী থেকে ওয়াপদা রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, জানুকি শিকদারবাড়ী থেকে ফেরী ঘাট রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০২টি, বাহির গজালিয়া থেকে ওয়াপদা রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১টি, (জি,সি,সি,আর,) থেকে হোগলাবুনিয়া রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ২টি। অনন্ত ডাঃ বাড়ী থেকে হারুন মাস্টার বাড়ি রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০২টি। কাদেরমোল্লার বাড়ী থেকে ইব্রাহিম খানের বাড়ী রাস্তায়কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি। গাববুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে কাঁটখালি রোডে কালর্ভাট রয়েছে ০১ টি, ইউসেফখালি বুন্ডা থেকে হাজী তহসীন রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১টি। মৌডুবি থেকে কাজীকান্দা পর্যন্ত রাস্তায় কালর্ভাট রয়েছে ০১টি

রাস্তাঘাট

চিত্রঃ ১.৫ উপজেলা পাঁকারাস্তা

এলজিইডির তথ্য মতে পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলায় মোট ৪৩৯টি রাস্তা ১৭১৬.৭৪ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাকা রাস্তা ১৬৬.৭৯ কিঃমিঃ, কাঁচা রাস্তা ১৫৪৮.২০ কিঃমিঃ, ইটের রাস্তা ৪২.০৯ কিঃমিঃ। গলাচিপা উপজেলার বিভিন্ন ধরনের রাস্তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল। আমখোলা ইউপি থেকে সিহাকাটি হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৮ কিঃমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ৩.৫ কিঃমিঃ কাঁচা ২.৩ কিঃমিঃ, আমখোলা ইউপি থেকে ফারিদে হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১১ কিঃমিঃ, যার মধ্যে পাকা ১কিমিঃ, কাচা ৭.৫৫ কিঃমিঃ। আমখোলা ইউপি অফিস থেকে কলাগাছিয়া হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.১ কিঃমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ কাঁচা ৪.১ কিমি, ইটের রাস্তা ২কিঃমিঃ। গলাচিপা সদর থেকে গোলখালি গাজিপুর হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৭.৪ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ কাচা ৪.১

কিমি। বকুলবাড়ীয়া ইউপি থেকে গোলখালি দেলু ফকির হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ৩.৫ কিমি। গলাবাড়ীয়া বাজার থেকে কল্যানকলস ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৫ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ২কিমিঃ কাচা ৪.৫ কিমি। মোট রাস্তা ৫.৬ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ৩.৬ কিমি, ইটের রাস্তা ২ কিমিঃ। চিকনিকান্দী ইউপি থেকে আমখোলা ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৩ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাকা ৫.৫৫ কিমিঃ কাচা ২.২৫ কিমি। গলাচিপা প্রধান সড়ক থেকে পানপট্টি লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১১.২ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ১১.২ কিমিঃ কাচা ০ কিমি। গলাচিপা প্রধান সড়ক থেকে গলাচিপা উপজেলা হয়ে ওর্য়াপদা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৯৫কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ১.৫কিমিঃ কাচা ৬.৪৫কিমি, ইটের রাস্তা ১ কিমিঃ। গলাচিপা (কালিকাপুর) থেকে পানপট্টি ইউপি হয়ে পানপট্টি লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৫ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ৪ কিমিঃ, কাচা ২.৯কিমি, ইটের রাস্তা ১.৬ কিমিঃ। চালতাবুনিয়া ইউপি থেকে চালতাবুনিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ কাচা ৪ কিমি, ইটের রাস্তা ১কিমি। চালতাবুনিয়া থেকে বড়বাঁশদিয়া হয়ে মৌডুবি মুকারবান্দা সেল্টার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৭.০৫কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ১৭.০৫ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। কোড়ালিয়া বাজার থেকে ছোটবাঁশদিয়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.৭৫ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ২.৯কিমি, ইটের রাস্তা ৪.৮৫কিমি। কাতসিবুনিয়া লঞ্চ ঘাট থেকে রাংগাবালী হয়ে নেতা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.৪১ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ কাচা ৭.১ কিঃমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। চরবিশ্বাস হয়ে চর আগস্তি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.৮৬ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ৫.৪৭ কিমিঃ, কাচা ২.৩৯ কিমি, ইটের রাস্তা ০কিমি। চরমোন্তাজ থেকে চরবিশ্বাস হয়ে তুলাতলি বাজার উলানিয়া হাট হয়ে পাঙ্গাশীয়া বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৬ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ৪ কিমিঃ, কাচা ২.৬ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমি। পাঙ্গাশিয়া বাজার থেকে ডাকুয়া ইউপি বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.২ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ কাচা ৬.২ কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমি। নলুয়াবাগী বাজার রোড এবং প্রধান সড়ক হয়ে ইউপি অফিস পর্যন্ত মোট রাস্তা ১১.৮ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ২ কিমিঃ কাচা ৯.৮ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমি। চালতাবুনিয়া ইউপি থেকে গলাচিপা ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা ১২ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ১২ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমি, কালভাট রয়েছে ৪ টি। গাবুয়া ব্রীজ থেকে চুনখালীমহা সড়ক হয়ে আঠার গাছিয়া ইউপি পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.১ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ৪.১ কিমি, ইটের রাস্ত ০ কিমিঃ। বড়বাশদিয়া ইউপি থেকে রাঙ্গাবালী ইউপি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৮৬ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ৪.৮৬ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমি। গজালিয়া ইউপি থেকে ডাকুয়া ইউপি হয়ে গজালিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ৫.১৫ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ৫.১৫ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমি। গজালিয়া ইউপি থেকে আমখোলা ইউপি পর্যন্ত রাস্তা ২.৩ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা .৯৫ কিমি, ইটের রাস্তা ১.৩৫ কিমি। চিকনিকান্দী ইউপি থেকে সুতাবাড়ীয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ৫.৭ কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ১.২ কিমিঃ, কাচা ৩.৭ কিমি, ইটের রাস্তা ০.৮ কিমি। চরকাজল ইউপি থেকে জাহাজমারা স্লুইজ পর্যন্ত রাস্তা ১১.৬ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাকা ৭ কিমিঃ, কাচা ৪.৬ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমি। ছোটসিবা FRB থেকে বড়সিবা লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা ৭.১কিমিঃ, পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ৭.১কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ।

<u>ভিলেজ রোড-এ মোট=১৯৯টি (৮২৬.৩২ কিঃমিঃ)</u>

বুড়ীয়া হাট থেকে মোল্লার হাট পর্যন্ত রাস্তা ৫.৭ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ৫.৭কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমি পাঙ্গাশিয়া ভেরিবাঁধ হয়ে আমিন কাজী পর্যন্ত ৯.৪ কিমিঃ রাস্তার মধ্যে কাচা ৯.৪ কিমি। নলুয়াবাগী ফেরিঘাট-বোলাইবুনিয়া আদম আলী পর্যন্ত রাস্তা ৫.৯১কিমিঃ কাচা রাস্তা। কালিচর ওয়াপদা থেকে বড়গাবুরা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৬.১কিমিঃ এর মধ্যে কাচা ৬.১কিমি। সাত্তার মাস্টার বাড়ী থেকে মোস্তফা পেদার বাড়ী পর্যন্ত কাচা ৩.৭ কিমি, রাস্তা। চরবাদুরা প্রাঃস্কুল থেকে কালাবুনিয়া প্রাঃস্কুল পর্যন্ত কাচা ৩.৩৬কিমি, রাস্তা। গোলখালি ইউপি অফিস থেকে গুশিয়া গ্রাম পর্যন্ত ৩.৩কিমি,কাচা রাস্তা । বদরপুর ফেরিঘাট থেকে পুঃগোলখালি ওয়াপদা পর্যন্ত কাচা ৬ কিমি, রাস্তা। দঃসোনখোলা গালর্স প্রাঃস্কুল থেকে লামনা সঃ মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫.৮কিমিঃ, যার মধ্যে, কাচা ৩.৮কিঃমিঃও ইটের রাস্তা ২ কিমি। পাতাবুনিয়া মেছের মৃধার বাড়ী থেকে বাশবাড়ীয়া গ্রথসেন্টার কমিউনিটি রোড় পর্যন্ত ৭.৮৩ কিমিঃ কাচা রাস্তা। বাশবাড়ীয়া হেড অফিস থেকে নেকুখান গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় পর্যন্ত রাস্তা কাচা ২.৭৭ কিমি। কল্যানকলস টিলা থেকে যাতাবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা মোট কাচা ৪.১৪ কিমি। কলাগাছিয়া মিয়া বাড়ী থেকে গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট কাচা ৩.২৪ কিঃমিঃ রাস্তা। পাংগাশীয়া খেয়াঘাট থেকে ওয়াপদা মাঝগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৭৭ কিমিঃ কাচা রাস্তা। কালারাজা বাজার থেকে কাঁটাখালী মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.২২ কিমিঃ, কাচা রাস্তা। কালারাজা হাট থেকে হরিদেবপুর হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫৫ কিমিঃ কাচা রাস্তা। মাঝগ্রাম থেকে গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় যোগাযোগ পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.০৫ কিমিঃ কাচা রাস্তা। সুতাবাড়ীয়া কাদের খলিফা থেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৫ কিমিঃ কাচা রাস্তা। সুতাবাড়ীয়া পুঃযদুনাথ থেকে গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় পর্যন্ত ২.৫ কিমিঃ

কাচা রাস্তা। চন্দাইল উচ্চ বিদ্যাঃথেকে চন্দাইলের হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪কিমিঃ, যার মধ্যে পাকা ০.৪কিমিঃ, ইটের রাস্তা ২ কিমিঃ। পাঙ্খালীর হাট থেকে আদানি হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৫কিমিঃ কাচা রাস্তা। ফুলখালি হামিদ মৃধারবাড়ী থেকে সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত রাস্তা মোট ৭.২৫কিমিঃ কাচা রাস্তা। আটখালী উচ্চ বিদ্যাঃথেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৫৭ কিমিঃ কাচা রাস্তা। নিজামুল কাটরা হেলথ অফিস থেকে হাছিম সেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৭৭ কিমিঃ কাচা রাস্তা। পাংগাশীয়া বাজার থেকে গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় নেহার মল্লিক বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২কিমিঃ কাচা রাস্তা। বড়চত্রা খানকা থেকে কাশেম মাতুব্বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫.১কিমিঃ কাচা রাস্তা। গারিন্দা বাড়ী গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় থেকে কাটাখালি গ্রথ সেন্টার কমিউনিটি রোড় পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৮কিমিঃ কাচা রাস্তা। মোহির আলীগাজীর বাড়ী থেকে রতনন্দীতালতলি হেলথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.১ কিমিঃ কাচা রাস্তা। নয়া ভাংগনী ওয়াপদা থেকে পঃ পানপট্টি পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৬কিমিঃ কাচা রাস্তা। বদনাতলি স্লুইজগেট থেকে গাববুনিয়া পর্যন্ত ৪.৩৩কিমিঃ রাস্তার মধ্যে পাকা ০ কিমিঃ, কাচা ৪.৩৩কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। উলানিয়া কাঁচারি বাড়ী থেকে মানিক চাঁদ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ৪.৯কিমিঃ,যার মধ্যে কাচা ৪.৯কিমি। মানিক চাদ মাদ্রাসা থেকে রতনদীতালতলি পর্যন্ত রাস্তা কাচা ২.২কিমি, রাস্তা উলানিয়া কাদের দেয়ানের বাড়ী থেকে মীর উদ্দিনের বাড়ী হয়ে ফকিরকান্দা পর্যন্ত রাস্তা কাচা ২.৪কিমি। আকবর হাওলাদের বাড়ী থেকে আদরাসা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.১১কিমিঃ কাচা রাস্তা। কাসেম ফকিরবাড়ী থেকে রতনদী প্রাঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৫৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাকা০কিমিঃ, কাচা ৩.৫৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। অকিল উদ্দিন পেদারবাড়ী থেকে সামুদাফাত রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ০.৭৩কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ০.৭৩কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। এন,এস রতনদী প্রাঃবিদ্যাঃআদরাসা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৬কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৬কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। এস,এস ইসাক ফকির বাড়ী থেকে বোয়ালিয়া ডি সি রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.২কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.২কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। রহিম গাজী বাড়ী থেকে ডিসি রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৪৫ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৪৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। আকরাম আয়রন ব্রীজ থেকে মুরাদ নগর প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.১কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। এস এস আকরাম ক্যনেল থেকে বোয়ালিয়া নদী পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৬৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৬৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মুরাদ নগর প্রাঃবিদ্যাঃ থেকে আদরাসা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫৯কিমিঃ, যার মধ্যে কাঁচা ২.৫৯কিমি। গনি সরদারের বাড়ী থেকে সামুদা বাদ রোড় পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। এন এস শেরজন হাওলাদের বাড়ী থেকে সামুদাবাদ রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.২৫কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.২৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। বোয়ালিয়া স্লুইজ গেট থেকে দঃলঞ্চ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ১কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ ,কালর্ভাট রয়েছে ০টি। বোয়ালিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে বোয়ালিয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ০.৮২কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ০.৮২ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। গলাচিপা কলেজ থেকে হেলথ অফিস আবু বাকের সিদ্দুকুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫৭ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৫৭কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। বোয়ালিয়া ক্লোজার থেকে নেদুস ফেরী ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.১৫কিমিঃ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ৪.১৫কিমি, ইটের রাস্তা ০কিমিঃ। বোয়ালিয়া ক্লোজার থেকে ডাঃ মফিজুর রাহামান পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৩৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৩৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। তুলাতলি ওয়াপদা থেকে কামাল উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৩কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৩কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। গাব্বুনিয়া আর্তেন কেল্লা থেকে কাটাখালি লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪ কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমি। গাইয়াপাড়া লঞ্চঘাট থেকে তুলাতলি লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪কিমিঃ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। চেরাগ আলী খান রোড় থেকে নালবুনিয়া রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ৪.১কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। গহিনখালি থেকে হরিদারাখালি পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৪ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ ।খোরশেদ হাওলাদের বাড়ী থেকে মোল্লাহাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৪৫ কিমিঃ,যার মধ্যে পাঁকা ০ কিমিঃ, কাঁচা ৩.৪৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ । সেভেনকানি থেকে সত্তার মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৭৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৭৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। বজলুর হক মাস্টার বাড়ী থেকে আলী ফরাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.০৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.০৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মোল্লার হাট থেকে রাজ্জাকুর মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৩কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৩কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। এ সত্তার হাওলা থেকে চাঁদ চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.২কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.২কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। সারজন মুন্সির বাড়ী থেকে আকবর মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৪.৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। গাংগীপাড়া প্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে ব্যতালা কাতশিবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা মোট ৬.৪৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০ কিমিঃ, কাঁচা ৬.৪৫ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ।

কাতসীবুনিয়া এফ পি অফিস থেকে পাশিবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৬২কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৬২কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মাঝনেতা থেকে রাংগাবালী ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৪.৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। উঃ কাজীর হাওলা থেকে জব্বর হাওলাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৪.৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ।আমলিবাড়ীয়া নেদুপেদা থেকে রসুলবাড়ীয়া পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। পুরাতন নেতা তালুকদের বাড়ী থেকে ফয়েজুল হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ০.৬৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ০.৬৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। পাশিরবুনিয়া মিরাবাড়ী থেকে পোলঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৬.৪কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৬.৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ । কলমি খেয়াঘাট থেকে ছোট সিবা আনছার মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ । চর বিশ্বাস ইউপি অফিস থেকে এইচ/ও আমির গাজী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৬৬কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৪.৬৬কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। বেতালা বাজার থেকে রাজ্জাক মোল্লারবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ২.৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ।

<u>ভিলেজ রোড় –বি মোট=২০৪ টি(৫৪৬.৫৩ কিঃমিঃ)</u>

সোনাখালি বর্ডার থেকে বাউরিয়া ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.২৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৪.২৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। আউলিয়াপুর ইউপি বডার থেকে দরিবাহির চর পর্যন্ত রাস্তা ২.৪৩কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪৩কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মাধুরা খাল গোড়া থেকে কলাগাছিয়া খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৬৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৬৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। পল্লী উন্নয়ন প্রাঃবিদ্যাঃ থেকে মল্লিকবাড়ীপ্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৩কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৩কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। সুহরী প্রাঃবিদ্যাঃ থেকে গ্রোথ সেন্টার কমিউনিটি রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৮কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ,কাঁচা ২.৮কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। সোনাখালি হাজীবাড়ী থেকে দিজেনদাড়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.০৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.০৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। নলুয়াবেগী মাটির কেল্লা থেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ । আইজুদ্দিন মাতুব্বরেরবাড়ী থেকে কালাবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.২ মিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ৩.২কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। পুঃবাদুরা সমবায় প্রাঃবিদ্যাঃ থেকে বারেক মেম্বরেরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.০৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.০৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। বাবুর্চীবাড়ী থেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.১কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। চর শুহরী প্রাঃ স্কুল থেকে মোসলেম মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। স্যাটেলাইট স্কুল থেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৭কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৭কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ । মোসলেম ফকিরবাড়ী থেকে হাফেজের ফেরীঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৪ কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। দোয়ানি পটুয়াখালি হাট থেকে লামনা মেছের মৃধারবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫.৮৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৫.৮৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। পাতাবুনিয়া সোমেদ খানের বাড়ী থেকে জয়নাল হাওলাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫.০৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৫.০৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মদনসাধুর বাড়ী থেকে সাইদ কাতিকাঞ্চন আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৯.৫৮কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৯.৫৮কিমি, ইটের রাস্তা ০কিমিঃ। ফয়েজুন্নেছা বাড়ী বাশবুনিয়া GCCR থেকে সায়েদউদ্দিন তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৮কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৮কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ । জানুকি শিকদারবাড়ী থেকে ফেরী ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৪৬কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৪৬কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। GCCRনেহার মোসলেম মাস্টারের বাড়ী থেকে কলাগাছিয়া ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.২৮কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ২.২৮কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। পাতাবুনিয়া আলীরবাড়ী থেকে আলী ব্যেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৬৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৬৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। সুতাবাড়ীয়া সুরেজসোমাদ্দারের বাড়ী থেকে ওয়াপদা কানেকশন পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.১কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। কালারাজ সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ থেকে কালারাজ ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.০৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.০৫কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। বাহির গজালিয়া থেকে চাঁদের হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৬কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৬কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। কোটালি মাদ্রাসা থেকে পঃপাশের ওয়াপদা রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৬কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৬কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। চাঁন্দের হাট থেকে কোটালি মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.১৩কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.১৩কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। জেলে বাড়ী থেকে পানখালি গজালিয়া পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪৪কিমিঃ ,যার মধ্যে

পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। বাহির গজালিয়া থেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৬৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৬৪কিমি, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। উত্তর সুতাবাড়িয়া থেকে পুঃপাশের ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৭কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৭ কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। চন্দাইল উচ্চ বিদ্যাঃ থেকে ওয়াপদা বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা মোট ০.৪৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ০কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০.৪৫ কিমিঃ। কচুয়া মাঃপ্রাঃ বিদ্যাঃথেকে কালারাজা পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.০৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.০৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। কচুয়া ইফরাজ হাওঃবাড়ী থেকেকালারাজা পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৬৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৬৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। পুঃ পারডাকুয়া থেকে ডাকুয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৩৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ২.৩৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। কামলাকান খাল থেকে দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৩৭কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৩৭কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। জি,সি,সি,আর,থেকে হোগলাবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩ কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। ডিসি রোড় থেকে হাতেম মাস্টারেরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ০.৯৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ০.৯৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। কৃষ্ণপুর থেকে কাশেম মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ০.৯১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ০.৯১কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। আল্লাকাউল খাল ব্রীজ থেকে নিজামুল চত্রা পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৩১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৩১কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। নায়েবানগঞ্জ থেকে পানপট্টি ফিডরোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৫কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। হাশেম চৌকিদারের বাড়ী থেকে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৫ কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। অনন্ত ডাঃ বাড়ী থেকে হারুন মাস্টার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.২৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.২৫কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। হিরাগাজীর বাড়ী থেকে কাদের মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩ কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। কাদেরমোল্লার বাড়ী থেকে ইব্রাহিম খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৫কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। জোনাল থেকে কাদের মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.২৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.২৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। বোয়ালিয়া ক্রস ড্যাম্প থেকে জোনাল পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মামুন তক্তি রোলদি থেকে নিয়াম হাওলা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মুরাদ নগর থেকে ইসমাইল ডাঃ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.২৪কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.২৪কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ । ইউপি অফিস থেকে সাওদ হাওলাদের বাড়ীর রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৬কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ২.৬কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ । বাহির হাওলা ওয়াপদা থেকে জহির হকেরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৪কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। পঃপাকিয়া স্লুইজ থেকে ডিসি রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৩৯কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৩৯কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। কোকাইটাবাদ মুন্সিবাড়ী থেকে তুলাতলি ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৪কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। শাহালম মেম্বরের বাড়ী থেকে সওদাগরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.১৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.১৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। হাসেম গাজীর বাড়ী থেকে টিপখালীহাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৪কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। রত্নেসর সওদাগর বাড়ী থেকে কাদেম ফেরিঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৬.৩৭কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ৬.৩৭কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। ইউপি অফিস থেকে আদুপেদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৩কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৩কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। চালতাবুনিয়া খাল গোড়া থেকে জাহাংগীর মুফতির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৪কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁক ০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৪কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। ফজলু মাস্টারের বাড়ী থেকে জাহাংগীর মুফতির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.২৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.২৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। গাববুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে কাঁটখালি রোড পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৮কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১.৮কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। ইউসেফখালি বুন্ডা থেকে হাজীতহসীন পর্যন্ত রাস্তা মোট ২কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মৌডুবি থেকে কাজীকান্দা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। আব্দুল হাকিম হাওঃবাড়ীর পাশদিয়ে কাঁটাখালি বাজার পর্যন্ত রাস্তা মোট ১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা ০কিমিঃ, কাঁচা ১কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। আফসার হাওলাদের বাড়ী থেকে আব্দুল হাকিমের বাড়ীর পাশ পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৭৬কিমিঃ, যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১.৭৬কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মৌডুবী হেলথ সেন্টার থেকে মুখর বান্দা পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৫কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৩.৫কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মধুখালি লঞ্চঘাট থেকে দেলুমাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৩৪কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ২.৩৪কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। মৌডুবি বাজার থেকে রাজীনবাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ১কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ১কিমিঃ ,

ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ। দেনজয় হাওলাদের বাড়ী থেকে নিজকাঁটা লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫.৯৮কিমিঃ ,যার মধ্যে পাঁকা০কিমিঃ, কাঁচা ৫.৯৮কিমিঃ , ইটের রাস্তা ০ কিমিঃ।

টেবিল নম্বর ১.৩ এলজিডি এর তথ্য মতে এক নজরে গলাচিপা উপজেলার রাস্তা।

রাস্তার প্রকার	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	পাকা (কি.মি.)	কাঁচা (কি.মি.)	এইচ বি বি (কি.মি.)
উপজেলা রাস্তা	৬ টি	৯৫.০৭	৫৯.৩২	৩২.৪৯	৩.৮৯
ইউনিয়ন রাস্তা	৩০ টি	২৭৪.০৬	৮০.৭৪	১৭০.৮৭	২২.৪৫
গ্রাম্য রাস্তা এ	১৯৯ টি	৮৩৮.৮৬	২৪.৩৫	৮০০.৯৬	১৩.৫৫
গ্রাম্য রাস্তা বি	২০৪ টি	৫৪৬.৭৩	২.৬৫	৫৪৩.৮৮	২.২
মোট	৪৩৯ টি	১৭৫৭.৪	১৬৭.০৬	১৫৪৮.২	৪২.০৯

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা এল,জি,ই,ডি অফিস, গলাচিপা।

সেচ ব্যবস্থা

মূলত গলাচিপা উপজেলার কৃষি নির্ভর এলাকা হওয়ায় কৃষি কাজ এ অঞ্চলের সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলা ধান, বাদাম, আলু, পান, তরমুজ চাষের জন্য বিখ্যাত। এ জেলায় প্রচুর পরিমানে ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খেসারী, মুগ,তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান প্রভৃতি উৎপাদন হয়।এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজের সেচ ব্যবস্থার জন্য নদী, খাল ও বৃস্টির পানি ব্যবহার করে। পাশাপাশি শুস্ক মৌসুমে এন জি ও কতৃক বসানো গভির নলকূপ ব্যবহার করে থাকে। যদিও বর্তমানে ধান চাষ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, তবুও ধানসহ অন্যান্য চাষের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এ উপজেলাতে সরকারী ভাবে বসানো ৩৬০৫ টি গভীর নলকূপ রয়েছে। গলাচিপা উপজেলাতে কোন বরেন্দ অফিস নেই। কৃষি নির্ভর এ উপজেলায় সেচের আওতাভুক্ত মোট জমি রয়েছে ৩৩৫০০ হেক্টর। শুষ্ক মৌসুমে এ জমিগুলোতে প্রচুর সেচের প্রয়োজন হয়। তাই সেচ কার্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নদী,খাল ও বৃস্টির পানির পাশাপাশি এন জি ও কতৃক বসানো গভিরনলকুপ। যা প্রয়জনের তুলনায় খুবই কম। ইউনিয়ন ভিত্তিক নলকুপ সংখ্যা বিস্তারিতভাবে পানি চ্যাপ্টারে দেওয়া হয়েছে।

হাটবাজার

গলাচিপা উপজেলা কৃষি ও মৎস প্রধান হলেও এখানে কোন বড় ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। তবে এ উপজেলায় বেশ কয়েকটি স-মিল,আটা ময়দার মিল, ঝালাই শিল্প ও ইট ভাটা ইত্যাদি শিল্প রয়েছে। গলাচিপা উপজেলা সামুদ্রীক উপকুলিও অঞ্চল হওয়ায় এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি হাট বাজারে মৎস চাষ,ধরার উপকন পাওয়া যায়। এই কৃষিজ শস্য বাজারজাত করতে উপজেলায় মোট ৯৪টি হাট-বাজার রয়েছে। তার মধ্যে-বাদুরা হাট, আমখোলা হাট, মুদির হাট , সিপাইর হাট, সেরন্নখার হাট, গোলখালী লিটন তাং বধের হাট, দ: বলইবুনিয়া হাট, হরিদেবপুর ফেরীঘাট হাট-বাজা, বড়গাবুয়া আবাসনের হাট, সুহরী ব্রীজ বাজা, নলুয়াবাগী স্লুইজের হাট, বড়গাবুয়া জুলেখার হাট, বোয়ালিয়া হাট,পয়য়া হাট, পানপট্টি সেন্টারের হাট, উলানিয়া হাট-বাজার, কাটাখালী হাট, পাংগাশিয়া হাট, তেতুলতলার হাট, চিকনিকান্দি হাট-বাজার,পানখালী হাট,কালারাজা হাট,কোটখালী হাট, পাতাবুনিয়া হাট, রণুয়ার হাট, মোতাহার হাং হাট। এ সব হাটবাজার থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমানে ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খিসারী, তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। এছাড়াও এ উপজেলায় প্রায় ৩৫ জন স্বর্ণকার, ৪৭ জন কামার, ২১০ জন কুমার, ১৭ জন ঝালাই শ্রমিক রয়েছে। *(তথ্যসূত্রঃউপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, গলাচিপা)*

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

একটি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সম্পদের সমৃদ্ধি সেই এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। গলাচিপা উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রার্থনাস্থান, খেলার মাঠ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ডাকঘর, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বনায়ন প্রভৃতি সামাজিক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। অত্র এলাকায় অবস্থিত এনজিও সমূহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করায় তাদেরকেও সামাজিক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। *(তথ্যসূত্রঃউপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, গলাচিপা)*

ঘরবাড়ি

সমুদ্র উপকুলীও অঞ্চল হওয়ায় এ উপজেলার আওতায় ঘরবাড়ি সাধারনত মাটি, গাছ, টিন, বাঁশ, ইট, গোলপাতা, খড়, মাটির টালি,ইট,বালি,রড,সিমেন্ট প্রভৃতি ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়। মাটির প্রকৃতি বেলে ও দোয়াশ। এ অঞ্চলে কাঠের তৈরী পাটাতন দোতলা লক্ষ্য করা য়ায়, তাছাড়া এ এলাকায় ইট, বালি, সিমেন্ট, রড দ্বারা তৈরী দালানকোঠার সংখ্যা খুবই কম। উৎপাদিত শষ্য সংরক্ষণের জন্য ঘরবাড়িগুলোর কাঠামো পাটাতন ও টপ সিস্টেমের তৈরি করা হয়ে থাকে। গলাচিপা উপজেলায় শতকরা ১.১% পাঁকা, ৩.৭% আধাপাঁকা, ৮৩.৬% কাঁচা এবং ১১.৫% ঝুপড়ি জাতীয় ঘরবাড়ি রয়েছে। *(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো, ২০১১)*

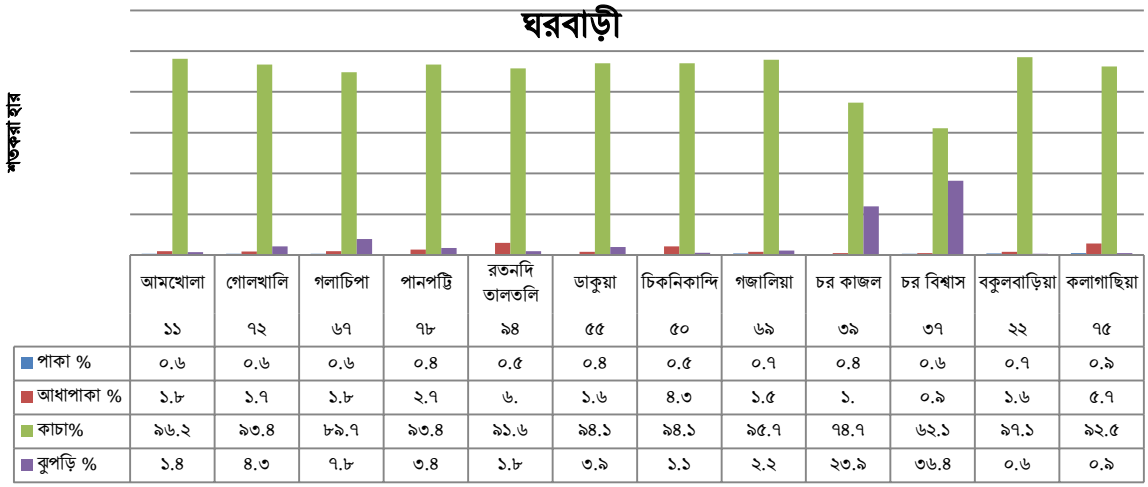

	আমখোলা ১১	গোলখালি ৭২	গলাচিপা ৬৭	পানপট্টি ৭৮	রতনদি তালতলি ৯৪	ডাকুয়া ৫৫	চিকনিকান্দি ৫০	গজালিয়া ৬৯	চর কাজল ৩৯	চর বিশ্বাস ৩৭	বকুলবাড়িয়া ২২	কলাগাছিয়া ৭৫
পাকা %	০.৬	০.৬	০.৬	০.৪	০.৫	০.৪	০.৫	০.৭	০.৪	০.৬	০.৭	০.৯
আধাপাকা %	১.৮	১.৭	১.৮	২.৭	৬.	১.৬	৪.৩	১.৫	১.	০.৯	১.৬	৫.৭
কাচা%	৯৬.২	৯৩.৪	৮৯.৭	৯৩.৪	৯১.৬	৯৪.১	৯৪.১	৯৫.৭	৭৪.৭	৬২.১	৯৭.১	৯২.৫
ঝুপড়ি %	১.৪	৪.৩	৭.৮	৩.৪	১.৮	৩.৯	১.১	২.২	২৩.৯	৩৬.৪	০.৬	০.৯

গ্রাফচিত্র ১.১: বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ঘরবাড়ির অবস্থা। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

পানি

উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গলাচিপা এর তথ্যসুত্র মতে উপজেলার খাওয়ার পানির জন্য ৩,৬০৫টি গভির নলকুপ রয়েছে,যার মধ্যে সরকারি ভাবে বসানো ৩,৩৩০টি অন্যান্ন বেসরকারি সংস্থা কতৃক বসানো ২৭৫ টি। যার মধ্যে ৩৪ টি টিউবওয়েল নস্ট রয়েছে। এ উপজেলার মানুষ শতকরা অনুসারে ০ট্যাপ %৮., ৯৭.১টিউবওয়েল ও %২.৯অন্যান্য % উপজেলার খাওয়ার পানির উৎস হিসাবে ব্যাবহার করে থাকে। -৮৫০পজেলায় পানির বর্তমান স্তর এ উ১০০০ ফিট। পানির বর্তমান স্তর থেকে লেয়ার কম হলে এ আঞ্চলের নলকুপে লবন পানি দেখা যায়। গলাচিপা উপজেলাতে ৭৩ টি উঁচু টিউবওয়েল রয়েছে যা, বন্যা বা জলচ্ছাসের সময় ডুবে যায় না। উপজেলা জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলি অফিসের তথ্য মতে আমখোলাতে-৩৬৩টি টিউবওয়েলের মধ্যে ৩টি নস্ট রয়েছে। গোলখালীতে ৩৫১টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ৪টি নস্ট রয়েছে। গলাচিপাতে ৪০২টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ৭টি নস্ট রয়েছে। রতনদীতালতলিতে ২৭৩টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ৩টি নস্ট রয়েছে। বকুলবাড়িয়াতে ২০৩টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ২টি নস্ট রয়েছে। গজালিয়াতে ১৯৭টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ৩টি নস্ট রয়েছে। চিকনিকান্দিতে ২৫৩টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ২টি নস্ট রয়েছে। ডাকুয়াতে ২৯৫টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ২টি নস্ট রয়েছে। কলাগাছিয়াতে ২৪৯ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১টি নস্ট রয়েছে। পানপট্টিতে ২২৩টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ২টি নস্ট রয়েছ। চর কাজলে ৩৮১টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ২টি নস্ট রয়েছে। চর বিশ্বাসে ২৫০টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ৩টি নস্ট রয়েছে।

চিত্রঃ ১.৬: উচু টিউবয়েল,গলাচিপা

গ্রাফচিত্র ১.২: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ হার। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

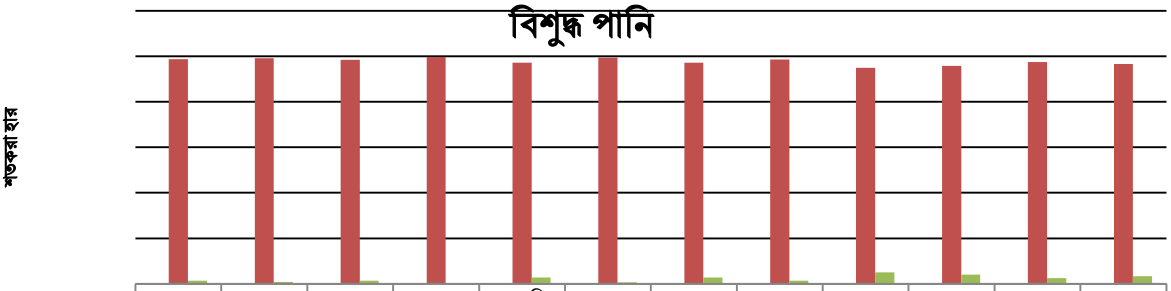

	আমখোলা	গোলখালি	গলাচিপা	পানপট্টি	রতনদি তালতলি	ডাকুয়া	চিকনিকান্দি	গজালিয়া	চর কাজল	চর বিশ্বাস	বকুলবাড়িয়া	কলাগাছিয়া
	১১	৭২	৬৭	৭৮	৯৪	৫৫	৫০	৬৯	৩৯	৩৭	২২	৭৫
ট্যাপ %	০.১	০	০.৩	০	০	০	০	০.১	০.১	০.১	০	০
টিউবওয়েল %	৯৮.৭	৯৯.২	৯৮.৪	৯৯.৭	৯৭.২	৯৯.৪	৯৭.২	৯৮.৬	৯৪.৯	৯৫.৮	৯৭.৫	৯৬.৬
অন্যান্য %	১.৩	০.৮	১.৩	০.২	২.৮	০.৬	২.৮	১.৩	৫.	৪.১	২.৫	৩.৪

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গলাচিপা এর তথ্যসূত্র অনুসারে গলাচিপা উপজেলায় পয়ঃনিস্কাশনের জন্য ব্যবহার করে শতকরা ২০৬.২ ভাগ সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ৫৯৯. ভাগ নন-সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন ৩২৫.৪ ভাগ নন-স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ৬৯.২ ভাগ পরিবারে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা বঞ্চিত। এই উপজেলার সেনিটেশন কভারেজ ৭১.৭১% তাই সঠিক পয়ঃনিস্কাশন ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিশ্চিত করতে গলাচিপা উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিজ খরচে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় সাপেক্ষে নলকুপ মেরামত করে দেয়, সরকার নির্ধারিত মুল্যে স্লাব রিং বিক্রয়/সরবরাহ করে, পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে (সীমিত আকারে), উপজেলা হেড কোয়ার্টারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরির ব্যাপারে জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান করে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সহযোগিতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

চিত্রঃ ১.৭: সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন,

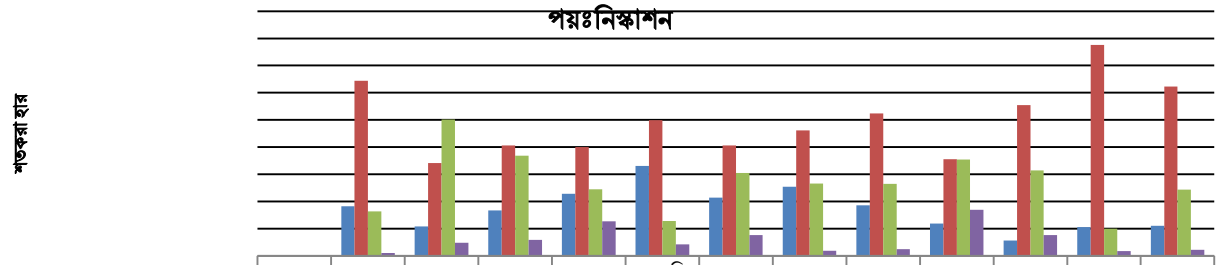

		আমখোলা ১১	গোলখালি ৭২	গলাচিপা ৬৭	পানপট্টি ৭৮	রতনদি তালতলি ৯৪	ডাকুয়া ৫৫	চিকনিকান্দি ৫০	গজালিয়া ৬৯	চর কাজল ৩৯	চর বিশ্বাস ৩৭	বকুলবাড়িয়া ২২	কলাগাছিয়া ৭৫
পয়ঃনিস্কাশন (ওয়াটার সিল্ড) %		১৮.২	১০.৮	১৬.৭	২২.৮	৩৩.১	২১.৪	২৫.৪	১৮.৬	১১.৯	৫.৬	১০.৬	১১.১
পয়ঃনিস্কাশন	0	৬৪.৪	৩৪.১	৪০.৬	৪০.	৪৯.৯	৪০.৬	৪৬.১	৫২.৪	৩৫.৬	৫৫.৪	৭৭.৬	৬২.৩
অস্বাস্থ্যকর %		১৬.৩	৫০.২	৩৬.৮	২৪.৫	১২.৮	৩০.৫	২৬.৬	২৬.৫	৩৫.৪	৩১.৪	১০.	২৪.৪
নাই %		১.	৪.৮	৫.৯	১২.৭	৪.২	৭.৬	১.৯	২.৫	১৭.	৭.৬	১.৮	২.২

গ্রাফচিত্র ১.৩: বিভিন্ন পদ্ধতির পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী পরিবারের পরিসংখ্যান । *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলার প্রায় ৩৪.৮৯% শিক্ষিত। নিম্নে পটুয়াখালি জেলারগলাচিপা উপজেলাতে ১৭৪ টি সরকারি প্রাঃবিদ্যালয়, ৫৮টি সরকারি প্রাঃবিদ্যালয়, ৪৮টিমাদ্রাসা ও ১০টি কলেজ রয়েছে। গলাচিপা উপজেলায় অন্তর্গত ইউনিয়ন সমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকা সংযুক্তি ৮-এ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ ১.৮: চরবাংলা স্কুল কাম সেল্টার

চিত্রঃ ১.৮.১: গলাচিপা মডেল মাধ্যঃ বিদ্যাঃ কাম শেল্টার

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

গলাচিপা উপজেলায় ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের মানুষ বাস করে। এ উপজেলায় মসজিদ ১০০১ টি, মন্দির ৫০ টি, বৌদ্ধ বিহার ১০ টি, প্যাগোডা ১ টি এবং কোন গির্জা নেই। নিম্নে গলাচিপা উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলির কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হলঃ *(তথ্যসূত্রঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন অফিস,গলাচিপা)*

চিত্রঃ ১.৯গুবিন্দা এক গম্বুজ মসজিদ

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্)

গলাচিপা উপজেলাতে ১৯৪ টি ঈদগাঁহ্ রয়েছে। মুসলিম ধর্মের অনুসারিরা বৎসরে ২বার এক সংঘে মিলিত হয় ও জামাতে নামাজ আদায় করে। এই ঈদ গা গুলি সাধারনত কোন নিদ্রিস্ট সন্তানের খোলা ময়দান অথবা মসজিদের জামায়ত মাঠকে ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্) হিসাবে ব্যাবহার করে। নিম্নে গলাচিপা উপজেলার ঈদ গাঁ এর সংখিপ্ত আংশ তুলে ধরা হলঃ

স্বাস্থ্য সেবা

তথ্য সূত্র উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, গলাচিপার মতে এ উপজেলাতে একটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আছে। ইউনিয়ন সাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র আছে ০৯ টি, ইউনিয়ন উপ-সাস্থ্য কেন্দ্র আছে ০৪ টি, এছাড়া ইউনিয়ন ভিত্তিক ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রাম ও দুর্গম চরাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবার জন্য ভালো কোন ব্যবস্থা নেই। গুটি কয়েক পল্লী চিকিৎসক এবং কবিরাজের কাছ থেকে চরের মানুষ স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকে। গলাচিপা উপজেলার চর অঞ্চলে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের বাস। অথচ মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার অভাবে এখানে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার অনেক বেশি। উল্লেখ্য একদিকে যেমন চর অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না, অন্য দিকে তেমনই কবিরাজ, ঝাড়-ফুক, লতা-পাতার উপর চর অঞ্চলের মানুষের অগাধ আস্থা থাকার ফলে গর্ভবতী মহিলা ও অসুস্থ রোগী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনতে আনতে পথেই অনেকের মৃত্যু ঘটে। চরের অধিবাসীদের সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হয়, যা প্রয়োজনের সময় অর্থ ও সময় সাপেক্ষ। এলাকাবাসীর মতে বন্যার সময় ও বর্ষাকালে সাপের কামড়েও অনেক লোক মারা যায়। এছাড়াও গর্ভবতী মায়েরা স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত বিধায় বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম চর অঞ্চলে দেখা যায়।

চিত্র ১.১০: উপ-সাস্থ্য কেন্দ্র,গলাচিপা

ব্যাংক

গলাচিপা উপজেলার উল্লেখযোগ্য ব্যাংকসমূহ হল- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, গ্রামীন ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংক, কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক। এই উপজেলাতে মোট ১৮ টি ব্যাংক রয়েছে। *(তথ্য সূত্র, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, গলাচিপার)*

পোষ্ট অফিস/সাব পোষ্ট অফিস

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ডাক বিভাগেও আধুনিকতার ছোঁয়া বিদ্যমান। গলাচিপা উপজেলাতে পোস্ট অফিস ০১টি ও সাব-পোস্ট অফিস ২৪ টি। *(তথ্য সূত্র, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, গলাচিপার)*

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র/বিনোদন

গলাচিপা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এর তথ্য মতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ২২ টি ক্লাব, ১ টি পাবলিক লাইব্রেরী, ১ টি প্রেস ক্লাব, ২ টি থিয়েটার, ১টি যাত্রা পার্টি, এলাকার মানুষের ৬ টি সিনেমা হল রয়েছে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, গলাচিপা)*

বনায়ন

পটুয়াখালির গলাচিপা উপজেলাটি একটি দূর্যোগ প্রবণ অঞ্চল। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে এখানে বনাঞ্চল প্রতিবছর হ্রাস পাচ্ছে। তবে স্থানীয় লোক প্রশাসন ও এনজিও দের উদ্দ্যোগে সামাজিকভাবে বনভূমি সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। বনভূমি প্রায় শতকরা ১৭ শতাংশ। যা প্রায় ২১,৯৫২ একর। তাছাড়া মৎস অধিদপ্তর গলাচিপা উপজেলার ৩টি ইউনিয়নে ৬টি নার্সারি স্থাপন করেছে।

চিত্রঃ ১.১১. সোনার চর অভয়ারন্য চরমোন্তাজ, গলাচিপা।

এছাড়াও এনজিওদের কর্মতৎপরতার কারনে এলাকার লোকজন এখন স্থানীয় ভাবে সামাজিক বনায়নের উপর যথেষ্ঠ জোর দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবেও বনায়নের কাজ চলছে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন ,গলাচিপা)*

এন জি ও / স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

গলাচিপা উপজেলা দুর্যোগ ঝুকি প্রবন এলাকা হওয়ায় জনসাধারনের জীবনবিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যাত্রার মান উন্নতিকল্পে- এন,জি,ও এখানে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। গলাচিপা উপজেলা পরিষদের তথ্য অনুসারে এদের মধ্যে সিসিডিপি, উল্লেখযোগ্য। পরিবার পরিকল্পনা, মাইক্রোক্রেডিট, শিমু শিক্ষা, নারী নির্যাতন, স্যানিটেশন, মাইক্রোক্রেডিট, স্যানিটেশন, দুস্থদের আইনী সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, চোখের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা, দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, শিশু শিক্ষা। উল্লেখযোগ্য এনজিও গুলি হলঃ গ্রামীন ব্যাংক, আশ, কোডেক, সেভ দি চিলড্রেন, এস ডি এফ, মুসলিম এইড, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, গ্রামীন ব্যাংক, আশ, কোডে, স্যাপ বাংলাদেশ, ও সুশীলন। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন ,গলাচিপা ডিসেম্বর ২০১৩)*

খেলার মাঠ

গলাচিপা উপজেলা পরিষদের তথ্য অনুসারে এ উপজেলাতে ৫২ টি খেলার মাঠ রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে আমখলা ইউনিয়নে ৪টি, গলাচিপা ইউনিয়নে ৭টি, গজালিয়া ইউনিয়নে ৫টি, গোলখালি ইউনিয়নে ৬টি, চিকনিকান্দী ইউনিয়নে ৮টি, রতন্দীতালতিলি ইউনিয়নে ৭টি, কলাগাছিয়া ইউনিয়নে ৫টি, চর কাজল ইউনিয়নে ৭টি চর বিশ্বাস ইউনিয়নে ৩টি এবং পৌরসভায় ৫টি মাঠ রয়েছে। এসকল খেলার মাঠ সমতল। তবে কিছু কিছু মাঠ নিচু অবস্থায় রয়েছে। চর বিশ্বাস, চর কাজল ইউনিয়নের এবং পৌরসভার কিছু কিছু মাঠ যেগুলো অতিবৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে, সেগুলো সংস্কার করে উঁচু করা হলে দুর্যোগের সময় সেগুলো গবাদিপশুর আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন অফিস ,গলাচিপা)*

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

গলাচিপা উপজেলা পরিষদের তথ্য অনুসারে গলাচিপা উপজেলাতে ৩৭ টি কবরস্থান সহ প্রায় প্রত্যেকটি খানায় কবরস্থান রয়েছে এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক শ্মশানঘাট রয়েছে। চিকনিকান্দী, গলাচিপা,আমখোলা, ইউনিয়নের কিছু কিছু কবরস্থান জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়। তবে নদীর তীরবর্তী গ্রাম গুলির কবরস্তান গুলি জোয়ারের পানিতে নিম্নজিত থাকে।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

বরিশাল বিভাগ থেকে পটুয়াখালি জেলার দূরত্ব সড়ক পথে ৪৫কি.মি। পটুয়াখালি জেলা সদর থেকে গলাচিপা উপজেলা দূরত্ব সড়ক পথে ৩০কিমিঃ। গলাচিপা উপজেলার সকল ইউনিয়নেই কিছু কিছু পাকা সড়ক রয়েছে উপজেলা সদর থেকে সকল ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি পাকা রাস্তার সংযোগ রয়েছে। ফলে পথে বাস, রিক্সা, টেম্পু, মহেন্দ্র, মটরসাইকেল, চলাচল করে এবং মালপত্র পরিবহনের জন্য ও ট্রাক্টর, লরি ইত্যাদি চলাচল করে। গলাচিপা উপজেলায় কাঁচ, পাঁকা, ইটের রাস্তা সহ মোট রাস্তা ৪৩৯ টি যার মোট দৈঘ্য ১৭৫৭.৩৫ কি:মি:। তাঁর মধ্যে এ উপজেলায় ০৬ টি উপজেলা রাস্তা রয়েছে যার দৈঘ্য ৯৫.০৭ কিমিঃ,ইউনিয়ন রাস্তা রয়েছে ৩০টি যার দৈর্ঘ্য ২৭৪.০৬ কিঃমিঃ,ভিলেজ রাস্তা (এ) রয়েছ ১৯৯টি যার দৈর্ঘ্য ৮৩৮.৮৬ কি:মি:, ভিলেজ রাস্তা (বি) রয়েছে ২০৪টি যার দৈর্ঘ্য ৫৪৮.৭৩কি:মি:। তাছাড়া এ উপজেলায় ৩৯৬টি ব্রীজ ১৩৫টি কালভার ও ০৫টি নদী রয়েছে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন ,গলাচিপা ডিসেম্বর ২০১৩)*

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

জলবায়ু বলতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট সময়ের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, তুষারপাত, শিশিরপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা ও আর্দ্রতা সম্বলিত গড় আবহাওয়াকে বুঝায়। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পরিমাণ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ ও আবাদি ফসলের ধরণ নির্ধারণ করে। তাই ঋতুভেদে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ুর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখাযায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ উপজেলায়ও ক্রান্তিয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালো ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ বর্ষণ এ সময় হয়। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রকোপ প্রধানত মে-নভেম্বর মাসে বেশী হয়। কোন কোন বছর এ অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল, কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক বর্ষাকাল বলে

গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাস্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে। একে 'কালবৈশাখী' বলা হয়। এ সময় শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

বৃষ্টিপাতের ধারা

বৃষ্টিপাতের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গলাচিপা উপজেলায় ২০১৩ সালে গড় বৃষ্টিপাত হয় ২৮৩০মি.মি.। ২০১৩ সালের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় জুলাই মাসে ৬০০ মি.মি. এবং সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় জানুয়ারি মাসে ১৩ মি.মি.।শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ১১ মিলি মিটার, যা ঐ সময়ের বাস্পীভবনের পরিমাণের চেয়ে কম। দীর্ঘ মেয়াদী পরিসংখ্যানে আরো দেখাযায় যে, বছরে শীত মৌসুমে ৪/৫ মাস প্রায় শুষ্ক থাকে, আবার বর্ষা মৌসুমে কোন মাসে মাত্রাধিক বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫মিঃমিঃ এর কম বিধায় এ মাস গুলোকে শুস্ক মাস বলা চলে। গড় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা যথাক্রমে নীচে দেখানো হলো- গলাচিপা উপজেলার আবহাওয়া পটুয়াখালী কেন্দ্রের আবহাওয়ার প্রায় অনুরূপ হবে বলে ধরা যায়।

পটুয়াখালী আবহাওয়া কেন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদী গড় বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)

মাস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	বাৎসরিক
বৃষ্টিপাত	১৩	১৬	৪৮	১০৯	২৭৪	৫৭৯	৬০০	৫২৪	৪০১	১৭৭	৬২	২০	২৮২৩

মৌসুম	**মৌসুমের গড় বৃষ্টিপাত**
রবি মৌসুম (নভেম্বর- ফেব্রুয়ারি)	১১১
প্রাক-খরিপ মৌসুম (র্মাচ-মে)	৪৩১
খরিপ মৌসুম (জুন-অক্টোবর)	২,২৮১

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, গলাচিপা ডিসেম্বর ২০১৩।

তাপমাত্রা

গলাচিপা উপজেলায় ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা থাকে ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং এপ্রিল, মে মাসে তাপমাত্রা থাকে সর্বোচ্চ ৪১ডিগ্রী সেলসিয়াস । শীত ও গ্রীষ্মে এই জেলার তাপমাত্রায় যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। পটুয়াখালী আবহাওয়া কেন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদী গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)

মাস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	বাৎসরিক
তাপ মাত্রা	১৯.০	২১.৮	২৬.২	২৭.৯	২৮.৮	২৮.২	২৭.৪	২৭.৫	২৭.৪	২৭.৭	২৪.৯	২০.৬	২৫.৬

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, গলাচিপাডিসেম্বর ২০১৩

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

ভূমিরূপের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন, ভূ-গর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহার এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি অত্র এলাকার ভূ-প্রকৃতির ক্রমাবনতি ঘটিয়ে চলেছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ লক্ষনগুলো এখনই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এই অঞ্চলের জলবায়ুগত পরিবেশের বর্তমান পরিস্থিতি কোন ভাবেই অনুকুল নয় বরং ক্রমেই তা ভয়ংকর রূপ ধারন করছে। বৃষ্টিপাতের ধারা আশংকাজনক হারে কমে যাওয়া, দিনের বেলা উত্তপ্ত আবহাওয়া একই সাথে রাতের শেষভাগে অধিকতর ঠান্ডা হয়ে আসা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যার প্রভাব ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরকেও প্রভাবিত করেছে। অত্র এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনঃযোজনের প্রধান অবলম্বন বৃষ্টিপাত না হওয়া আবার কখনো কখনো বৃদ্ধি পাওয়া এবং একই সাথে নদীতে পানি বেড়ে যাওয়া ও বনভূমির আয়তন হ্রাস পাওয়ার কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন তথা অনাবৃষ্টি ও মরুকরণ পরিস্থিতি এই অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনঃযোজন প্রক্রিয়ার প্রধান অন্তরায়। গলাচিপা উপজেলাটি পটুয়াখালি জেলার দক্ষিন পশ্চিমে অবস্তিত উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ৮৫০ থেকে ১০০০ ফুট বা ২৮৫ মিটার। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশলী অফিস, গলাচিপা)*

১ ৪.৪.অন্যান্য সম্পদ

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

উপজেলার ভূভাগ সমতল থেকে কিছুটা অসমতল পলল ভূমির ডাংগা ও বিল নিয়ে গঠিত। এ উপজেলাকে প্রধানতঃ দু'টি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ (ক) কটাল পলল ভূমি এবং (খ) মেঘনা পলল ভূমি। উপজেলার মোট নীট ফসলী জমির পরিমান ৬৯,৫০০ হেক্টর,যার মধ্যে মোট ফসলী জমি ৩৩,৫০০ হেক্টর। এর মধ্যে এক ফসলী জমি ৯৫০৩ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ১১৩১৮ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমি ১২৬৭৯ হেক্টর, মোট চরের সংখ্যা ও চর এলাকা ৫২ টি ৬৪,৪৭৮.২৪ একর, বর্তমানে বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান ৭৯৮.৯৬ একর, বন এলাকা ২১,৯৫২.০০ একর। (*তথ্য সুত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিস, গলাচিপা*)

কৃষি ও খাদ্য

প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খিসারী, তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান। গলাচিপার উৎপাদিত মরিচ স্থানীয় বাজারে চাহিদা পূরন করে ঢাকার বাজারে ও প্রেরন করা হয়। তাছাড়া শীতকালীন শাক সব্জী, তরমুজ, পান, চিড়া, মুড়ি, ও গুড় ব্যবসায়ীক উদ্দেশে অন্যান্ন জেলায় প্রেরন করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য মতে এ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা ২১০%, কৃষি জমির পরিমান ১ ফসলি-৯,৫০৩ হেক্টর, ২ ফসলি-১১,৩১৮ হেক্টর, ৩ ফসলি-১২৬৭৯ হেক্টর। উপজেলার মোট জমির পরিমান ৬৯,৫০০ হেক্টর ২০১৩-২০১৪ অর্থো বছরে ধান- ১,৫০,০০০ মেঃটন, তিল- ৩২০০ মেঃটন, ফেলন-৪২০০ মেঃটন,তরমুজ ৭২০০ মেঃটন, ফুট-১২৫০ মেঃটন, খিরাই-১০০০মেঃটন, মরিচ-৩৫০১মেঃটন, খেসারী-৫০৫০মেঃটন ও মুগ-৬৬০০ মেঃটণ ফসল উৎপাদন হয়েছে। গলাচিপা মৎস অফিসের তথ্য মতে উপজেলায় ৯০% পুকুরে মৎস্য চাষ করা হয়। বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য পুকুরে মৎস্য চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৫ ডেসিমল মাপের পুকুরে একজন চাষী বছরে ১০,০০০-৩০০০০ টাকা এবং ৬৮ ডেসিমল মাপের পুকুরে একজন চাষী বছরে ১,০০,০০০-২,০০,০০০ টাকা লাভ করতে পারে। গলাচিপা উপজেলা কৃষি ও মৎস অফিস এর তথ্য মতে উপজেলায় মোট পুকুর সংখ্যা আনুমানিক ৩০,০০০টি। এই বিপুল সম্ভাবনা মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। এ উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা পূরনের এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই গলাচিপা উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়। এ উপজেলায় ২৫টি দুগ্ধজাত গবাদিপশুর খামার রয়েছে। *(তথ্য সুত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিস, গলাচিপা)*

চিত্রঃ১.১২ উপজেলার একটি কৃষিক্ষেত ,গলাচিপা

নদী

বাংলাদেশ একটি নদী মাত্রিক দেশ। এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। নদী বিধৌত গলাচিপা উপজেলাতে ছোট ৩টি বড় ৫ টি মিলিয়ে ৮ টি নদী রয়েছে। গলাচিপা উপেজলার দক্ষিণে আগুনমুখা নদী ও পূর্বে বুড়াগৌরঙ্গা নদী। ছাড়া গলাচিপা উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদীগুলো হলো রাবনাবাদ, তেঁতুলিয়া, আগুনমুখা, দাড়চিরা, চরকারফারমা নদী, বোয়ালিয়া নদী, বুড়াগোরাঙ্গো ও কাজল নদী ইত্যাদি নামে পরিচিত। এছাড়া গলাচিপা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্য যে নদী গুলি বয়ে গ্যাছে, চিকনিকান্দী ইউনিয়নের দক্ষিন ও পূর্বদিকে বুড়াগোরাঙ্গা নদী। কলাগাছিয়া ইউনিয়ের লোহালিয়া নদী, খারিজ্জমা নদী, কল্যানকল, কলাগাছিয়া নদী। ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ অফিস, গলাচিপা এর তথ্য মতে আমখোলা ইউনিয়নের অভ্যান্তরে কোন নদী নেই, তবে ইউনিয়নটি ইচাদী নদীর পশ্চিম

চিত্রঃ ১.১৩ আগুনমুখা নদী, গলাচিপা

পাড়ে অবস্থিত। গলাচিপা ইউনিয়নের মধ্যে রয়েছে চরকারফারমা নদী, রামনাবাদ নদী। গোলখালী ইউনিয়ন টি রমনা বাদ নদীটির তীরে অবস্থিত। চরকাজল ইউনিয়নের মধ্য রয়েছে বুরাগৌরঙ্গা ও তেতুলিয়া নদী। চর বিশ্বাস ইউনিয়ন টি বুরগৈরঙ্গা নদীটির তীরে অবস্থিত। ডাকুয়া ইউনিয়নের ৪নং, ৫নং, ৬নং, ও ৯নং ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রামনা বাদ নদী। রতনদী তালতলী ইউনিয়ন দক্ষিন ও পূর্বদিকে বুড়াগোরাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। পানপট্টি ইউনিয়ন টি আগুনমুখা নদীটির তীরে অবস্থিত।

খাল

উপজেলা মৎস অফিস ও উপজেলা পরিষদ অফিস গলাচিপার তথ্য মতে উপজেলাতে ছোট বড় মিলিয়ে ২৩ টি খাল রয়েছে,যার মধ্যে বাশবুনিয়া খাল, মুশুরিকাঠি খাল, দড়িবাহেরচর খাল, বাউরিয়া খাল, পীরাভুতা খাল, বোয়ালিয়া খাল, অক্কারাম খাল, সোতার খাল, পক্ষিয়া মধ্য খাল, রতনদী কালিকাপুর খাল, লোন্দার খাল, পক্ষিয়া নলবুনিয়ার খাল, পক্ষিয়ার মৌজার শরীর খাল, পক্ষিয়ার নজুয়ার খাল, ধোপাখালীর খাল, গজালিয়া খাল, ইচাদী খাল, হরিদেবপুর খাল, গজালিয়া চিকনিকান্দি ভাড়ানি খাল, বুরাগৌরঙ্গা, তেতুলিয়া, চর কপাল বেড়া খাল, মাইয়ার চর খাল ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

চিত্রঃ ১.১৪ বোয়ালিয়া খাল

পুকুর

গলাচিপা মৎস্য অফিসের তথ্য মতে এ উপজেলার পুকুরের সঠিক তথ্য নিরুপন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি খানায় ১টি অথবা ২টি করে পুকুর রয়েছে। তাই আনুমানিক হিসাবে মোট পুকুর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ টি। এ উপজেলায় মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে ১০%এবং পারিবারিক চাহিদা মেটাতে ৯০%পুকুর ব্যবহার করা হয়।

চিত্রঃ ১.১৫ পুকুরে মৎস্য চাষ

লবণাক্ততা

উপজেলা জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশলী অফিস, গলাচিপা এর তথ্য অনুসারে গলাচিপা উপজেলাতে সাভাবিক সময়ে লবনাক্ততা স্বাভাবিক সময়ে সহনীয় মাত্রায় হলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক ধ্বংসাত্বক প্রভাব খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। তবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলচ্ছাস ও বন্যার কারনে কৃষি জমিতে লবনাক্ততা বেড়ে গিয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ উপজেলাতে লবনাক্ততা সহনিয় পর্যায়ে রয়েছে।

আর্সেনিক দুষণ

উপজেলা জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশলী অফিস, গলাচিপার তথ্য মতে এই উপজেলার আর্সেনিক প্রবনতা ০% এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক, ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয় হলেও আর্সেনিকের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রয়েছে।

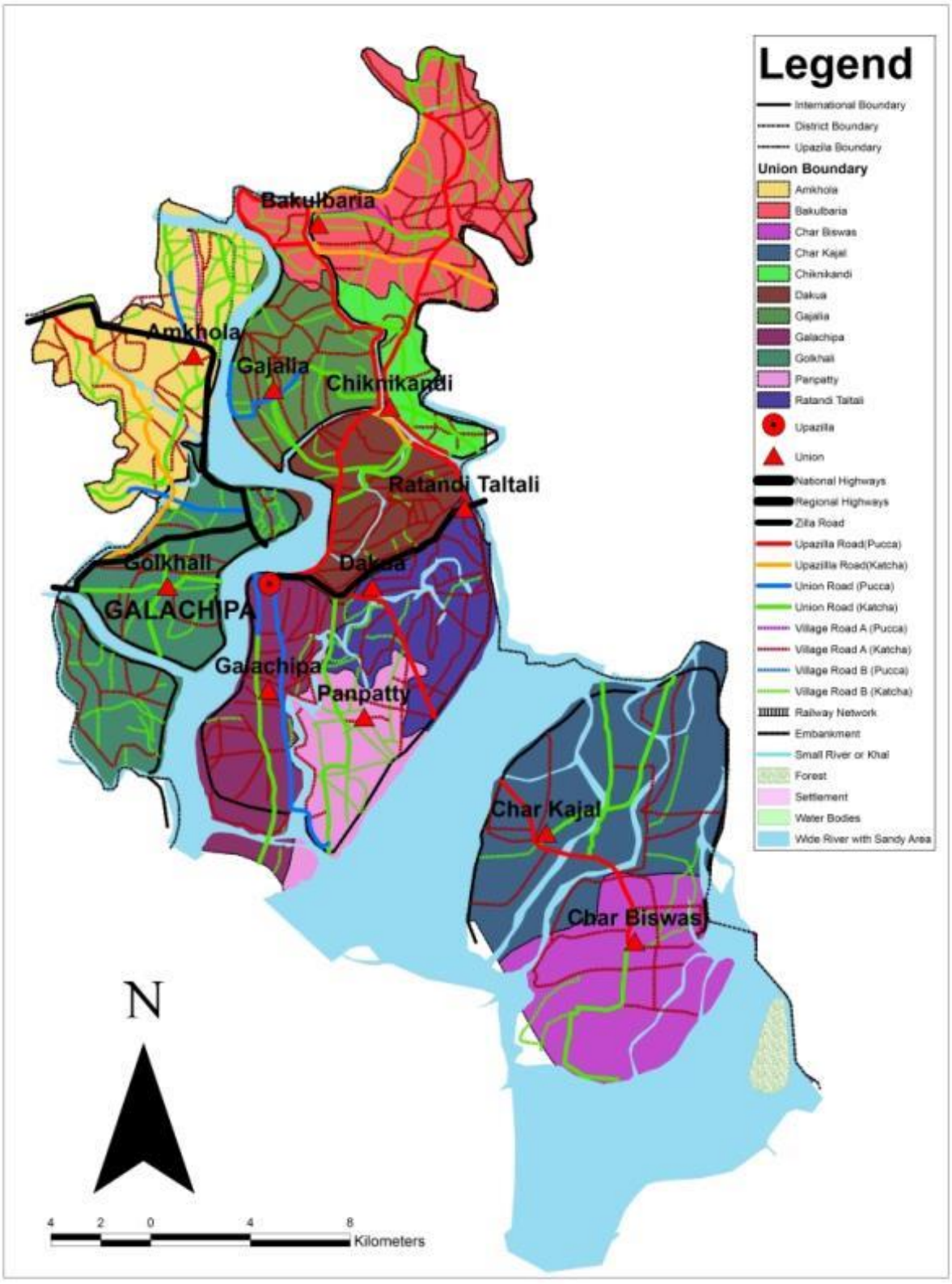
Legend
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Union Boundary
Amkhola
Bakulbaria
Char Biswas
Char Kajal
Chiknikandi
Dakua
Gajalia
Galachipa
Golkhali
Panpatty
Ratandi Taltali
Upazila
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazila Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Small River or Khal
Forest
Settlement
Water Bodies
Wide River with Sandy Area
Bakulbaria
Amkhola
Gajalia
Chiknikandi
Ratandi Taltali
Golkhali
GALACHIPA
Dakua
Galachipa
Panpatty
Char Kajal
Char Biswas
N
4 2 0 4 8
Kilometers

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

চিত্র ২.১ উপজেলা দুর্যোগের সামগ্রিক ইতিহাস

দুযোগ হল একটি মারাত্বক পরিস্থিতি যা প্রকৃতি বা মানব সৃস্ঠ আপদের ফল দেখা দেয়। সাধারন অর্থে দুর্যোগ বলতে আপদ বোঝায় কিন্তু সব আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপাদাপন্নতা এ দুটি উপাদান একত্রে হলেই তাকে দুর্যোগ বলে। বাংলাদেশের দক্ষিন প্রান্তে অবস্থিত পটুয়াখালি জেলার একটি উপজেলা হওয়ায়, গলাচিপা উপজেলাটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ শিকার হয়। এই উপজেলার আয়তন ১২৬৮ বর্গমাইল, যেখানে ২,৮৬,৩০৭ জন মানুষ বসবাস করে। বঙ্গাপ্রসাগরের উপকুলবর্তী অঞ্চল হওয়ায় নিচুভুমি ও সমুদ্র হতে অরক্ষিত। বঙ্গাপ্রসাগরের আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজ এর মত। শীর্ষ ভাগে রয়েছে বাংলাদেশের সম্পুর্ন উপকুলীয় অঞ্চল সুতারং অন্যান্ন উপকুলীয় অঞ্চলের মত গলাচিপা উপজেলার ঝুকি অনেক বেশি। কালবৈশাখী ঝড়, জলচ্ছাস, সাইক্লোন, টর্নেডো, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদীভাঙ্গান, শৈত্যপ্রবাহ, এই অঞ্চল প্রধান দূর্যোগ। প্রায় প্রতিবছরই উল্লিখিত দুর্যোগসমূহ দেশের কোন না কোন অঞ্চলে আঘাত হেনে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। সার্বিক দুর্যোগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পূর্বে ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮-১৯৯৮ এবং ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৩ সালে গলাচিপা উপজেলার ব্যাপক বন্যা ও জলোচ্ছাস হয়। ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ সালে সিডর বাংলাদেশের ১২টি জেলায় বেশি আঘাত হানে যার মধ্যে চারটি জেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পটুয়াখালি জেলা তার মধ্যে অন্যতম। সিডরে এ জেলায় ৪৫৭ জন লোক মারা যায়। তাছাড়া এলাকার বনায়ন, ফসলী জমিসহ ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ২৫ মে, ২০০৯ সালে আইলায় পটুয়াখালিতে ৭,৮১,৯২৬ জন আইলার শিকার হয়, যার মধ্যে কেবল গলাচিপা উপজেলাতেই শিকার হয় ১,৭৬,৭৯৪ জন। বিশেষকরে গলাচিপার দক্ষিন অংশের গ্রামগুলির বাঁধ ভেঙ্গে লবনাক্ত সামুদ্রিক পানিতে প্লাবিত হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ও কৃষিজমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সবচেয়ে বেশি প্লাবিত হয় গলাচিপার চর বড়বাঁশদিয়া। ২০১৩ সালে মহাসেন ঝড়ের আঘাতে এ এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এসব দুর্যোগের কারণে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, পশুসম্পদ ও জীববৈচিত্রসহ অন্যান্য কর্মকান্ড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও জলবায়ু পরিবরতিনের ফলে হঠাৎ করে তেতুলিয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে চরাঞ্চলের প্রায় ২০০০টি পরিবারকে গৃহহারা হতে হয়। এছাড়া প্রতিবছর জলোচ্ছাসের কারণে ফসলী জমির এবং দরিদ্র মানুষের ব্যপক ক্ষতি হয়েছে। জনগনের মাথাপিছু আয় কমেছে, বেড়েছে দারিদ্রতা ও বাড়ছে মানুষের স্বাস্থ্যহানির প্রবনতা,তাছাড়া বৃক্ষনিধন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে গলাচিপা উপজেলা দুর্যোগ কবলিত হতে পারে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, ঘটার সময়কাল এবং ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে টেবিলে দেয়া হলো:

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাত /উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
ঘূর্ণীঝড়	১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২	বেশি	কৃষি সম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা
	১৯৯২, ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭,	মাঝারী	মৎস্য, গবাদিপশু
জলচ্ছাস	২০১৩	বেশি	মৎস্য, স্বাস্থ্য খাত, অবকাঠামো, যোগাযোগ
	১৯৮৮, ১৯৯৮	মাঝারী	কৃষি সম্পদ, প্রানীসম্পদ
বন্যা	১৯৮৮, ১৯৯২, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪	বেশি	কৃষি, মানব সম্পদ, অবকাঠামো
	১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৬,	মাঝারী	মৎস্য, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ
নদীভাঙ্গন	১৯৮৮, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০১৩	বেশি	কৃষি, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট ইত্যাদি
	২০০০, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬,	মাঝারী	মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ,
কালবৈশাখী	১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৫,	বেশি	কৃষি, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট ইত্যাদি
	১৯৯৭, ২০০২ ও ২০০৫	মাঝারী	মৎস্য, গবাদিপশু

তথ্যসূত্র: উপজেলা ও ইউনিয়ন অফিস, গলাচিপা, ২০১৪

২.২ ইউনিয়নের আপদ সমূহ

গলাচিপা উপজেলাটি কৃষি নির্ভরও সমুদ্র উপকুলিয় নিকটবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এ উপজেলায় বসবাসকারীদের বেশী বেশী দূর্যোগ মোকাবিলা করতে হয় উপজেলার ইউনিয়ন ও পৌরসভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আপদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে যেমন প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ রয়েছে তেমনই মানব সৃষ্ট আপদও রয়েছে। স্থানীয় সাধারণ জনগণের সাথে সাথে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর ভিত্তি করে সকল আপদের মধ্য থাকে ৭ টি আপদ বাছাই করা হয়েছে। এলাকাবাসী মনে করে এই ৭টি আপদের ফলে প্রতিবছর তাদের সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হছে এবং দিন দিন এর প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। সুতরাং এখন থেকে যদি কালবিলম্ব না করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপদ নিম্নে দেওয়া হল:

টেবিল ২আপদ ও আপদের অগ্রাধিকার :২.

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আপদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		১. ঘূর্ণি ঝড় ২. জলোচ্ছাস ৩. বন্যা ৪. নদী ভাঙ্গন ৫. কালবৈশাখী ৬.অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ৭.খরা
১. তাপদাহ	১২. ভূমিকম্প	
২. বন্যা	১৩. ঘূর্ণি ঝড়	
৩. পানির স্তর	১৪. জলাবদ্ধতা	
৪. অতিবৃষ্টি	১৫. অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	
৫. শৈত্যপ্রবাহ	১৬. টর্নেডো	
৬. খরা	১৭. শিলাবৃষ্টি	
৭. নদীভাঙ্গন	১৮. বজ্রপাত	
৮. ঘনকুয়াশা	১৯. ইঁদুরের আক্রমণ	
৯. জলোচ্ছাস	২০. ফসলে পোকার আক্রমণ	
১০. আর্সেনিক	২১.।লবনাক্ততা	
মানবসৃষ্ট আপদ		
২২. অগ্নিকান্ড	২৪. ভূমি দখল	
২৩. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন		

তথ্যসূত্র: উপজেলা ও ইউনিয়ন অফিস, গলাচিপা, ২০১৪

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রের বিস্তারিত বর্ননা

১.ঘূর্ণি ঝড়

পটুয়াখালির গলাচিপা উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রতি বছর ঘূর্ণি ঝড় হলেও ২৩শে মে ২০০৪, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১১ই মাচ ২০০৫, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯, ৮ই অক্টোবার ২০১০, ১৬ই জুন ২০১১ সালের ঘূর্ণি ঝড় ছিলো ব্যপক।

চিত্র ২.২: ঘূর্ণি ঝড়ে বিদ্ধস্ত উপজেলার একটি গ্রাম।

২.জলোচ্ছাস

পটুয়াখালির গলাচিপা উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত।এখানে আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে.আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রতি বছর জলোচ্ছাস হলেও ১৯শে সেপ্টেম্বর২০০৬,১৫ই নভেম্বর ২০০৭, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮,২৫শে মে ২০০৯ও ১৬ই জুন ২০১১ সালের জলোচ্ছাস ছিলো ব্যপক।

চিত্র ২.৩: জলোচ্ছাসে প্লাবিত উপজেলার একটি গ্রাম।

৩.বন্যা

পটুয়াখালির গলাচিপা উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। এখানে বৈশাখ মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে কোন ফসল চাষ করা যায় না। প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ ১৯৮৮,১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যা ছিলো ব্যাপক।

চিত্র ২.৪: বন্যা প্লাবিত গ্রামবাসির দুর্ভোগ

৪.কালবৈশাখী

১৫-২০ বছর পূর্বে এ এলাকায় কালবৈশাখী ঝড় স্বাভাবিক মাত্রায় ছিলো। কিন্তু ঋতু বৈচিত্রের কারনে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝড়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জানমাল ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।প্রতি বছর পটুয়াখালির গলাচিপা উপজেলাতে কালবৈশাখির আঘাতে কম বেশি ক্ষতি হলেও ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭ ও ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ছিলো উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ২.৫: ভয়াবহ কালবৈশাখী ঝড়ে বিধস্ত এলাকা।

৫.নদী ভাঙ্গন

গলাচিপা উপজেলার প্রতিটি অঞ্চলে জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী। নদী বিধৌত এ উপজেলাতে ছোট বড় মিলিয়ে ৮টি নদী রয়েছ। ছাড়া গলাচিপা উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদীগুলো হলো রাবনাবাদ, তেঁতুলিয়া, আগুনমুখা, দাড়চিরা, চরকারফারমা নদী, বোয়ালিয়া নদী, বুড়াগোরাঙ্গো ও কাজল নদী ইত্যাদি নামে পরিচিত। পটুয়াখালির গলাচিপা উপজিলার নদীর তীরবর্তী গ্রাম,ইউনিয়ন গুলি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ উপজেলায় নদি ভাঙ্গনকে একাটি বড় আপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আপদের কারনে গলাচিপা উপজেলার মানুশের শত শত একর ফসলি জমি এবং চর অঞ্চলের বসবাসরত মানুষের বসতবাড়ি জমি

চিত্র ২.৬: নদী ভাঙ্গন

নদি গর্ভে চলে যায়। যার ফলে তারা গৃহহীন হয়ে পরে। প্রতি বছর নদি ভাঙ্গনের কারনে চর অঞ্চল লোকজনকে দুর্বিসহ জীবন কাটাতে হয়। ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ , ২০০৪, ২০০৮,এবং ২০০৯ সালের নদী ভাঙ্গন ছিল ব্যাপক।

অনিয়মিত বৃষ্টিপাত

পটুয়াখালির গলাচিপা উপজেলায় অনিয়মিত বৃষ্টিপাত একাটি নতুন আপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আপদের কারনে গলাচিপা উপজেলার মানুষের ফসলি জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ।প্রতি বছর অনিয়মিত বৃষ্টিপাত কারনে এ অঞ্চল লোকজনকে চরম দুর্ভোগে জীবন কাটাতে হয়। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে আবাদী জমির ফসল উৎপাদন ব্যহত হয়।

খরা

ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা হয়। পটুয়াখালির গলাচিপা উপজেলায় খরাকে একাটি আপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আপদের কারনে গলাচিপা উপজেলার মানুষের ফসলি জমির, মানব সম্পদ, মৎস সম্পদ, পশু সম্পদের ক্ষতি সহ খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। তাছাড়া নদী, খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে কৃষি জমির সেচ ব্যাবস্থায় বাঁধা গ্রস্ত সহ মৎস সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক সময় টিউবয়েল গুলোতে পানি পাওয়া য়ায় না। প্রতি বছর খরার কারনে এ অঞ্চল লোকজনকে চরম দুর্ভোগে জীবন কাটাতে হয়। এই উপজেলায় বিগত কয়েক বছরে আষাঢ় শ্রাবন-মাসে ও পরিমান মত বৃষ্টি না হয়ার ফলে খরায় ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খরার পরিমান দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ উপজেলায় পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

চিত্র ২.৭ উপজেলার খরা চিত্র।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

গলাচিপা উপজেলার ঘূর্ণি ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, প্রভৃতি আপদ গুলোর প্রভাবে প্রভাবে বিপদাপন্ন হচ্ছে উপজেলার প্রায় ২,৫৮,৫২৫ জন জন জনগোষ্ঠী। এছাড়াও এছাড়াও প্রাণীকুল, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো গুলো বিপদাপন্নের বাইরে নয়। তাই এই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এখানে বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা,

যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্তির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হল:-

টেবিল ২.৩ . বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
ঘূর্ণি ঝড়	-বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় -যোগাযোগের কষ্ট হয় -কবর স্থান ডুবে যায়। -মানবসম্পদের ক্ষতি হয় -অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। -মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয -খাবার পানির অভাব হয় -পশুসম্পদের ক্ষতি হয় -শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	-গলাচিপা উপজেলায় ৬৮টি স্কুল কাম সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলায় ১০টি মাটিরকেল্লা রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলায় ৬৭.৪৩ কিঃমিঃ,উঁচু পাকা রাস্তা রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলায় ৭৩টি উঁচু টিউবয়েল রয়েছে।
জলোচ্ছাস	-বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় -যোগাযোগের কষ্ট হয় -কবর স্থান ডুবে যায়। -মানবসম্পদের ক্ষতি হয় -অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। -মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয -খাবার পানির অভাব হয় -পশুসম্পদের ক্ষতি হয় -শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	-পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপাজেলতে ৫২ টি সাইক্লোন সেন্টার আছে -এই উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের ১৫ টি কবরস্থান উচু আছে। -গলাচিপা উপজেলায় মোট ১১৫ কিমিঃ দৈঘ্য বাঁধ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বাঁধ ৩৫কিঃমিঃ পানপট্টি লঞ্চ ঘাট থেকে সুনির বাধ হাট পর্যন্ত। -পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলায় ৬৭.৪৩ কিঃমিঃ উচু রাস্তা রয়েছে। -২নংওয়ার্ডে উত্তর আমখোলা রুস্তুমের বাড়ী হইতে মেস্তরি বাড়ী পর্যন্ত উচু রাস্তা । -৭নংওয়ার্ডে ভাংরা বেপারী বাড়ী হইতে জবেদ সিকদার বাড়ী পর্যন্ত উচু রাস্তা । -৩নং ওয়ার্ডে আমখোলা মকবুল গাজীর বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত উচু রাস্তা -৮নং ওয়ার্ডে তাফালবাড়ীয়া মজুমদার বাড়ী হইতে আবুল তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত উচু রাস্তা মেরামত - ৯নং ওয়ার্ডে খোন্তাখালী বালা বাড়ী হইতে পুল পর্যন্ত রাস্তা উচু মেরামত
বন্যা	-বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় -যোগাযোগের কষ্ট হয় -কবর স্থান ডুবে যায়। -মানবসম্পদের ক্ষতি হয় -অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। -মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয -খাবার পানির অভাব হয় -পশুসম্পদের ক্ষতি হয় -শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	-গলাচিপা উপজেলার পানি নিষ্কাশনের মাধ্যম হল রাবনাবাদ, তেঁতুলিয়া, আগুনমুখা, দাড়চিরা, চরকারফারমা, বোয়ালিয়া, বুড়াগোরাঙ্গো ও কাজলনদী। -গলাচিপা উপজেলায় ৭৩টি উঁচু টিউবওয়েল রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলাইয় ৬ফুট উঁচু মোট- ১১৫ কিঃমিঃ বাঁধ রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলা ১৫ টি কবর স্থান উঁচু রয়েছে। -পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলায় ৬৭.৪৩ কিঃমিঃ উচু রাস্তা রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলার ২১,৯৫২.০০ একর বনায়ন রয়েছে।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
নদীভাঙ্গন	-নদীভাঙ্গনে কৃষি জমিসহ ফসলের ক্ষতি হয়। -যোগাযোগের কষ্ট হয় -মানব সম্পদের ক্ষতি হয় -অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। -মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয়। -পশু সম্পদের ক্ষতি হয়।	-গলাচিপা উপজেলায় চারপাশ দিয়ে ৬ফুট উঁচু ১১৫ কিঃমিঃ রাস্তা সদৃশ বাঁধ রয়েছে যা আকষ্মিক বন্যা মোকাবেলায় এ উপজেলার জন্য দূর্গ হিসাবে কাজ করে।
কালবৈশাখী	-ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয় -যোগাযোগের কষ্ট হয় -মানব সম্পদের ক্ষতি হয় -অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। -পশু সম্পদের ক্ষতি হয় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	-গলাচিপা উপজেলা ২১,৯৫২.০০ একর বনায়ন রয়েছে। -পটুয়াখালি উপজেলায় ৬৮টি স্কুল কাম সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে। -পটুয়াখালি উপজেলায় ০৬টি মাটিরকেল্লা রয়েছে।
অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	-ফসলের ক্ষতি হয় -মানব সম্পদের ক্ষতি হয় -মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয়। -পশু সম্পদের ক্ষতি হয়।	-গলাচিপা উপজেলায় ৮টি নদী ও ২৩ টি খাল রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলার ২১,৯৫২.০০ একর বনায়ন রয়েছে।
খরা	-খরায় ফসলের ক্ষতি হয় -মানব সম্পদের ক্ষতি হয় -মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয -খাবার পানির অভাব হয় -পশু সম্পদের ক্ষতি হয় -খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। -তাপ মাত্রা অসহনিয় পর্যায়ে থাকে।	-গলাচিপা উপজেলায় ৩৬০৫টি গভীর নলকুপ রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলায় ১টি ৫০ শয্যা বিষিস্ট সরকারি হাসপাতাল, ০৪ টি উপ-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ০৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। - উপজেলায় ১ টি পশু হাসপাতাল রয়েছে। -গলাচিপা উপজেলার ২১,৯৫২.০০ একর বনায়ন রয়েছে।

তথ্যসুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন২০১৪ ,

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

গলাচিপা উপজেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন,গ্রাম গুলি বিভিন্ন আপদের সম্মুখীন হয়। এ উপজেলার অধিকাংশ জনগস্ঠী কৃষি ও মৎসের উপর নির্ভশীল। সামুদ্রীক উপকুলিয় অঞ্চল হয়ায় এখানকার মানুষদেরকে আপদ গুলিকে মোকাবিলা করতে হয়। উপজেলার সব স্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা,বিপদাপন্নের কারন ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্নে সংখিপ্ত দেওয়া হলঃ

টেবিল ২.৪. সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা।

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘূর্ণিঝড়	পানপট্টিরঃ যুগিরহাওলা,তুলাতলি,তুলারাম,সেনেরহাওলা, বাশতলা,গুপ্তেরহাওলা,খরিদা,বিবিরহাওলা আমখলারঃ দরিবাহেরচর, গুরিয়া,চরআমখোলা,বাউরিয়া গলাচিপারঃ গলাচিপা,বোয়ালিয়া,পক্কিয়া,দক্ষিন চরখালি,চরকারফারমা ডাকুয়ারঃ আটখালি,হোগল বুনিয়া চিকনিকান্দিঃ চিকনিকান্দি,সুতাবাড়িয়া,মাঝগ্রাম,কচুয়া গজালিয়ারঃ গজালিয়া,ইছাদিচর, ইছাদি জোয়ার, চর কাজল সমগ্র ইউনিয়ন,চর বিশ্বাস সমগ্র ইউনিয়ন কলাগাছিয়ারঃ খারিজ্জমা,কল্যান কলস,বাশবাড়ীয়া দারিয়াবাদ অংশ,পানপট্টি ,৫,৬,৭৮৯,নং ওয়র্ড কলাগাছিয়া ,চর কাজল,চর বিশ্বস, গলাচিপা ,গজালিয়া ও রতন্দী তালতলি	বেড়ী বাঁধ কম ,প্রয়জনের তুলনায় বনায়ন কম, সমুদ্রের স্তর থেকে ভুমিরস্তর নিম্ন।নদীর তীরবর্তীএলাকা।	১,৫৭,৭৬৭ জন
জলোচ্ছ্বাস,	পানপট্টি, কলাগাছিয়া ,চর কাজল,চর বিশ্বস, গলাচিপা ,গজালিয়া। রতন্দী তালতলি	বেড়ী বাঁধ কম ,প্রয়জনের তুলনায় বনায়ন কম,সমুদ্রের স্তর থেকে ভুমিরস্তর নিম্ন।	২৯,১৪০
বন্যা	পানপট্টি, কলাগাছিয়া , চর কাজল, চর বিশ্বস, গলাচিপা ,গজালিয়া। রতন্দী তালতলি	বেড়ী বাঁধ কম ,প্রয়জনের তুলনায় বনায়ন কম,সমুদ্রের স্তর থেকে ভুমিরস্তর নিম্ন। বন্যার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি জমি নদীগর্ভে পতিত হছে, কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	১,৭০,০৩৪জন
নদীভাঙ্গন	পানপট্টি ইউনিয়নেরঃ যুগিরহাওলা,তুলাতলি,তুলারাম,সেনের হাওলা, বাশতলা, গুপ্তের হাওলা, খরিদা, বিবির হাওলা আমখোলা ইউনিয়নেরঃ দরিবাহের চর, গুরিয়া, চর আমখোলা ও বাউরিয়া গলাচিপা ইউনিয়নেরঃ গলাচিপা,বোয়ালিয়া,পক্কিয়া,দক্ষিন চরখালি,চরকারফারমা ডাকুয়া ইউনিয়নেরঃ আটখালি,হোগল বুনিয়া চিকনিকান্দি ইউনিয়নেরঃ কনিকান্দি,সুতাবাড়িয়া,মাঝগ্রাম,কচুয়া গজালিয়া ইউনিয়নেরঃ গজালিয়া,ইছাদিচর, ইছাদি জোয়ার, দঃইচাদি, চর কাজল সমগ্র ইউনিয়ন,চর বিশ্বাস সমগ্র ইউনিয়ন। কলাগাছিয়া ইউনিয়নেরঃ খারিজ্জমা,কল্যান কলস,বাশবাড়ীয়া ও দারিয়াবাদ অংশ	নদীর তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ায় ১০ বছর ধরে এই এলাকাগুলোতে নদীভাঙ্গনের কারনে হাজার হাজার একর আবাদি জমি নদীগর্ভে মিশে যাচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে অনেক মানুষ। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য ও মানবসম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।	৪২,২৮৭ জন
কালবৈশাখী	পানপট্টি, কলাগাছিয়া ,চর কাজল,চর বিশ্বস, গলাচিপা ,গজালিয়া ও রতন্দী তালতলি	প্রয়জনের তুলনায় বনায়ন কম।	২৯১৪০ জন

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	সমগ্র উপজেলা	প্রয়জনের তুলনায় বনায়ন কম।	২,৫৯,৫১৫ জন
খরা	সমগ্র উপজেলা	খরার কারনে এখানে প্রচুর কৃষিসম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	২,৫৯,৫১৫ জন

তথ্যসুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন২০১৪ ,

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

গলাচিপা উপজেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ উপজেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল:

টেবিল ২.৫. উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়।

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	গলাচিপা উপজেলায় মোট ৩৩৫০০ হেক্টর জমিতে ১,৮২,০০১ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয়। ফসল উদ্বৃত থাকে যা উপজেলার অর্থনীতির জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফলে নতুন চাষীরা উদ্যোগী হয়ে কৃষিতে এগিয়ে আসবে। তাই গলাচিপা উপজেলায় কৃষিসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে বিবেচিত।	গলাচিপা উপজেলায় ৫০% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৬০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ৩০%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। এই কৃষি থেকে আয় হয় ৭৫.৬৬%। মৎস্য ৩.৭৫%, ব্যবসা ৭.৮৩%, চাকুরী ২.৬৭%, অন্যান্য ৮.২৪%। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলচ্ছাস, কালবৈশাখী, নদীভাঙ্গন, হয় তাহলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য গলাচিপা উপজেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে গলাচিপা উপজেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
মৎস্য	গলাচিপা উপজেলায় ৯০% পুকুরে মৎস্য চাষ করা হয়। বর্ধিত জ নসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য পুকুরে মৎস্য চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৫ ডেসিমল মাপের পুকুরে একজন চাষী বছরে ১৬৮০০টাকা। ৬৮ডেসিমল মাপের পুকুরে একজন চাষী বছরে ১,০০,০০০ টাকা লাভ করতে পারে।গলাচিপা উপজেলায় মোট পুকুর সংখ্যা আনুমানিক ৩০,০০০ টি। এই বিপুল সম্ভাবনা মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। এ উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা পূরনের এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই গলাচিপা উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগকালে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
পশুসম্পদ	পূর্বে গলাচিপা উপজেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গোখাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। বর্তমানে ২৫টি গবাদিপশুর খামার, ২০,০৫০ টি ব্রয়লার মুরগীর খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, বন্যা হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
স্বাস্থ্য	গলাচিপা উপজেলায় ১টি ৫০শয্যা বিষিস্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ১০টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এগুলো গলাচিপা উপজেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।	দুর্যোগের ফলে গলাচিপা উপজেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থাসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।
জীবিকা	গলাচিপা উপজেলায় ৫০% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৬০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ৩০%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। এই কৃষি থেকে আয় হয় ৭৫.৬৬%। মৎস্য ৩.৭৫%, ব্যবসা ৭.৮৩%, চাকুরী ২.৬৭%, অন্যান্য ৮.২৪% এবং অন্যান্য ২.২৫%। গলাচিপা উপজেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে গলাচিপা উপজেলার মানুষের জীবন জীবিকা বেশ উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গলাচিপা উপজেলায় বন্যা, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন,কালবৈশাখি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। এবং দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
গাছপালা	গলাচিপা উপজেলায় গাছপালা ও বনায়নের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর ফলের গাছ আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া,বাবলা,বরই,সফেদা গাছ রয়েছে।গলাচিপা উপজেলায় সরকারিভাবে ১৬ হেক্টর বনায়ন রয়েছে যা গলাচিপা উপজেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গলাচিপা উপজেলায় মোট ২১,৯৫২.০০ একর বনায়ন রয়েছে।	গলাচিপা উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, জলোচ্ছাস নদীভাঙ্গন, ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া জলোচ্ছাসের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই গলাচিপা উপজেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত " গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান" যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে।
অবকাঠামো	গলাচিপা উপজেলায় প্রচুর অবকাঠামোগত সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে ২ টি বাঁধ, ৩৯৬ টি ব্রীজ ও ১৩৫ টি ছোট বড় কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট মোট রাস্তা ১২০৩.৫৩ কিঃমিঃ, পাকা রাস্তা ১২৫.৩ কিঃমিঃ, কাঁচা রাস্তা ৯০৩০.৪৫ কিঃমিঃ ও এইচ.বি.বি ৪৬.৪ কিঃমিঃ। সেচের জন্য বর্তমানে ৩,৬০৫ টি গভীর নলকূপসহ রয়েছে। এছাড়া ৯৪টি হাট ও ৬টি গ্রোথ সেন্টার রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো গলাচিপা উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।	গলাচিপা উপজেলায় বন্যা, জলোচ্ছাস নদীভাঙ্গন, হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন- বাঁধ নদীভাঙ্গনের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, জলোচ্ছাস হলে যোগাযোগের কাজে ব্যবহার হয়। এটা কৃষির অনেক উপকার করে। নলকূপগুলো খরা মৌসুমসহ অন্য সময়ে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করে প্রচুর কৃষিসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন জেলা/ উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন২০১৪ ,

২.৭ সামাজিক ম্যাপ

গলাচিপা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে গলাচিপা উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য ,গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ ,রাস্তা-ঘাট ,ব্রিজ ,কালভার্ট , বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ,হাট-বাজার ,নদী-খাল ,ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে গলাচিপা উপজেলার সার্বিক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

২.৮ দুর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ

গলাচিপা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে গলাচিপা উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য ,গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে বাঘা উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। উপজেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে গলাচিপা উপজেলার সার্বিক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

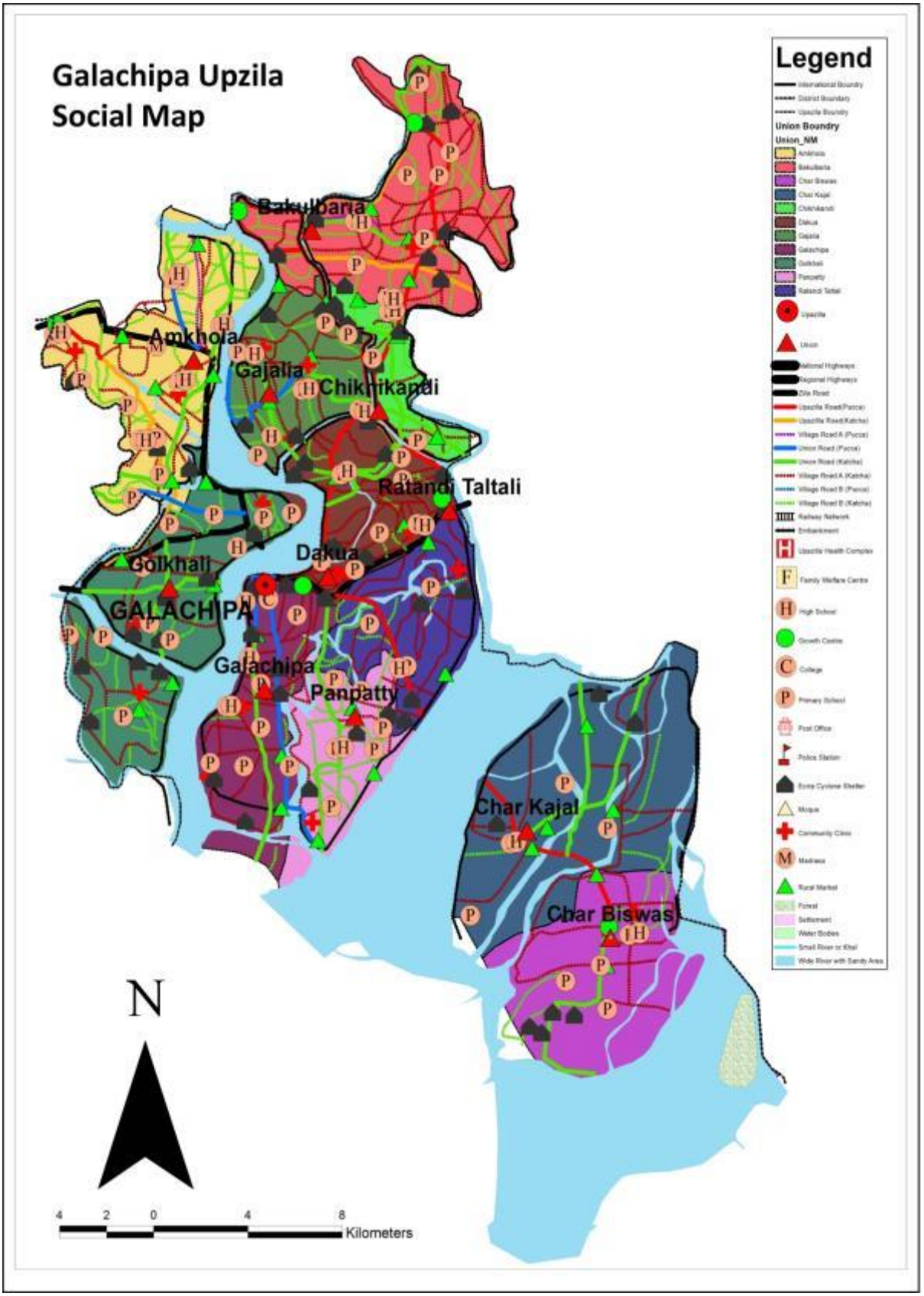
Galachipa Upzila
Social Map
Legend
Union Boundry
Union_NM
Bakulbaria
Amkhola
Gajalia
Chikhlikandi
Ratandi Taltali
Dakua
Golkhali
GALACHIPA
Galachipa
Panpatty
Char Kajal
Char Biswas
N
4 2 0 4 8
Kilometers

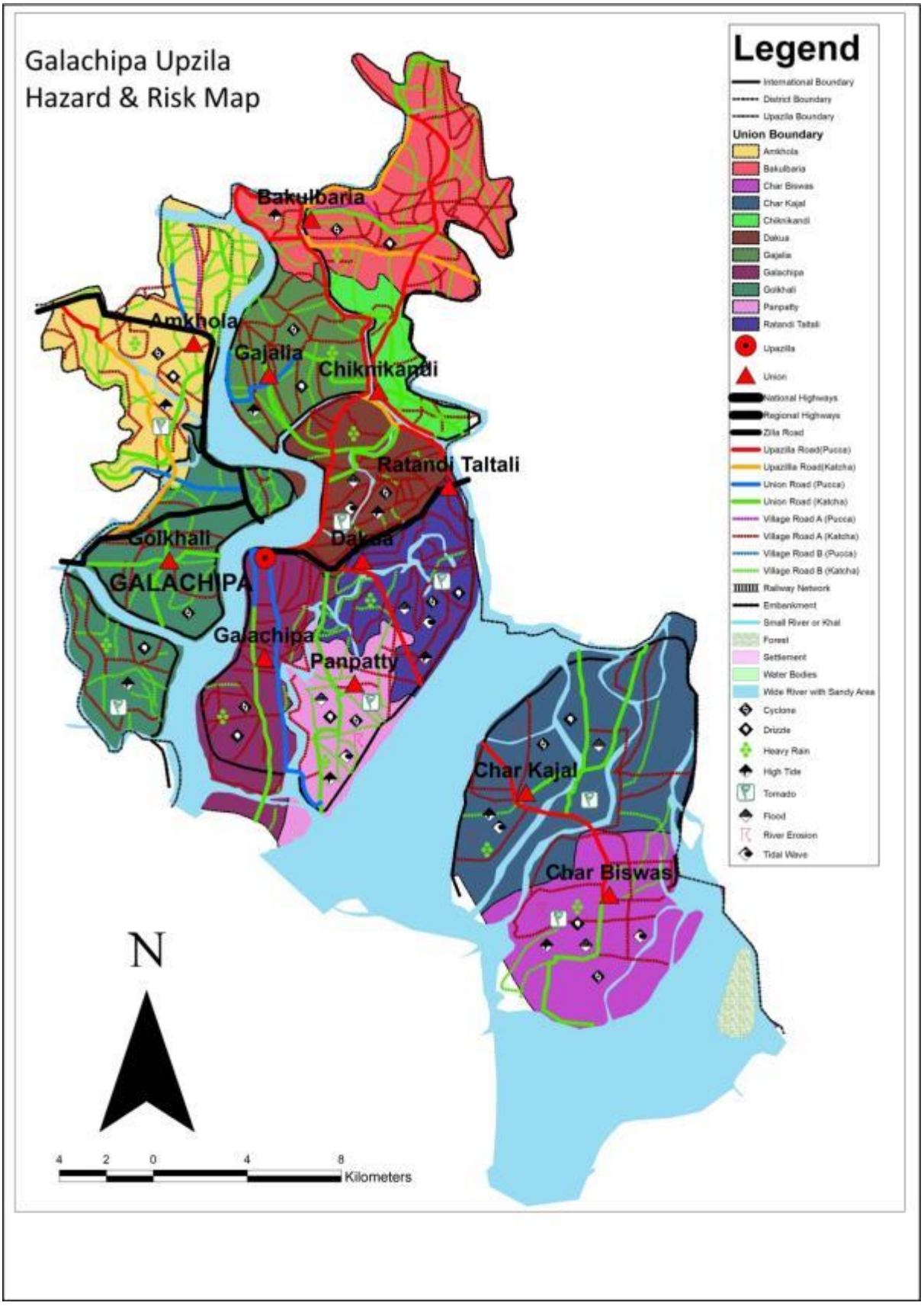
Galachipa Upzila
Hazard & Risk Map
Legend
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Union Boundary
Amkhola
Bakulbaria
Char Biswas
Char Kajal
Chiknikandi
Dakua
Gajalia
Galachipa
Golkhali
Panpatty
Ratandi Taltali
Upazila
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazila Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Small River or Khal
Forest
Settlement
Water Bodies
Wide River with Sandy Area
Cyclone
Drizzle
Heavy Rain
High Tide
Tornado
Flood
River Erosion
Tidal Wave
Bakulbaria
Amkhola
Gajalia
Chiknikandi
Ratandi Taltali
Golkhali
Dakua
GALACHIPA
Galachipa
Panpatty
Char Kajal
Char Biswas
N
4 2 0 4 8
Kilometers

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

গলাচিপা উপজেলায় খরার প্রবনতা বেশি না হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবনতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখ ,জৈষ্ঠ মাসে তীব্র রুপ ধারন করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়,আবার অনেক টিউবয়েলে পানি থাকে না। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে থাকে তাই শুধু গভীর নলকূপ ছাড়া পানি উত্তলন সম্ভব হয় না। এছাড়া উপজেলার ভেতর দিয়ে ৫ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা জলোচ্ছাসে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়। জনসাধারন বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় হয়ে বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হল:

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি।

আপদসমূহ	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
ঘূর্ণিঝড়												
জলোচ্ছাস												
বন্যা												
নদীভাঙ্গন												
কালবৈশাখী												
অনিয়মিত বৃষ্টিপাত												
খরা												

তথ্যসুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন২০১৪ ,

আপদের দিনপঞ্জি বিশ্লেষন

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

ঘূর্ণিঝড়ঃ পটুয়াখালির গলাচিপা উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে বৈশাখ মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। তবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঘূর্ণিঝড় হয়ার প্রবনতা বেশি থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। সালের ঘূর্ণি ঝড় ছিলো ব্যপক।

জলোচ্ছাসঃ পটুয়াখালির গলাচিপা উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে বৈশাখ মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। জলোচ্ছাসের ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না।

বন্যাঃ মূলত নদী ভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। গলাচিপা উপজেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয় হয়।

কালবৈশাখীঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ , আশ্বিন ও কার্তিক মাসে কালবৈশাখী বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঋতু বৈচিত্রের কারনে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝড়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জানমাল ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।প্রতি বছর পটুয়াখালির গলাচিপা উপজেলাতে কালবৈশাখির আঘাতে কম বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে।

নদীভাঙ্গনঃ গলাচিপা উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গন প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গন প্রকট আকার ধারন করে।

অনিয়মিত বৃষ্টিপাতঃ পটুয়াখালির গলাচিপা উপজেলায় অনিয়মিত বৃষ্টিপাত একাটি নতুন আপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র,আশিন পর্যন্ত কখন আতিরিক্ত মাত্রার বৃষ্টিপাত হয় আবার প্রয়োজন মাফিক বৃষ্টিপাত হয় না। এই আপদের কারনে গলাচিপা উপজেলার মানুষের ফসলি জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ।প্রতি বছর অনিয়মিত বৃষ্টিপাত কারনে এ অঞ্চল লোকজনকে চরম দুর্ভোগে জীবন কাটাতে হয়। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে আবাদী জমির ফসল উৎপাদন ব্যহত হয়।

খরাঃ এই এলাকার প্রধান আপদ হল খরা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খরার উপস্থিতি দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত খরা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে এবং জুন মাসের শেষের দিকে খরার প্রভাব মধ্যম পর্যায়ে থাকলেও বছরের বাকি সময় এর মাত্রা কিছুটা কম থাকে। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুঁকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সংকট।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

কৃষি ও মৎস অত্র এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষি ও মৎস পন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেওয়া হল:

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
কৃষি শ্রমিক												
অকৃষি শ্রমিক												
মৎস্য চাষি												
মৎস্যজীবি												
মাঝি												
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে											
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে											
নসিমন/ ভ্যান চালক												
কুটির শিল্পের কাজ												
কাঠ মিস্ত্রির কাজ												
রাজ মিস্ত্রির কাজ												

তথ্যসুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন২০১৪ ,

২জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ১১.

পূর্বে আলোচিত আপদ /দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি ,মৎস ,দিনমজুর ও ব্যবসায়ী সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল:

টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ

		ঘূর্ণিঝড়	জলোচ্ছাস	বন্যা	নদীভাঙ্গন	কালবৈশাখী	অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	খরা
০১	কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
০২	মৎস্য	☑	☑	☑	☑		☑	☑
০৩	দিনমজুর	☑	☑	☑	☑		☑	☑
০৪	ব্যবসায়ী	☑	☑	☑		☑		☑

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

প্রতিটি ইউনিয়নের আপদ সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকা সমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুই জন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬ জন করে মোট ২৪ জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি সমূহের উপর ভোটাভুটির মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকার কৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণ সহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি।

আপদ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	বীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
ঘুণীঝড়										
জলচ্ছাস	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
বন্যা	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
নদীভাঙ্গান	☑	☑		☑	☑	☑		☑		☑
কালবৈশাখী ঝড়	☑	☑	☑		☑			☑		☑
অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	☑	☑							☑	
খরা	☑	☑	☑	☑						

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘ কালের (৩০ বছর বা তার অধিক সময়ের) দৈনন্দি আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলের ভৌত উপাদান গুলোর (বায়ুর তাপ,বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহর দিক ও তার গতিবেগ , বায়ুর আদ্রতা,মেঘের পরিমান,মেঘের প্রকারভেদ এবং বৃষ্টি পাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ওই স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে।পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্য কিরন পৌছায়,ভূ পৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্য কিরন আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়।এটাই প্রাক্রিতিক

নিয়ম। প্রাক্রিতিক নিয়মের এই শোষন–বিকিরন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে। নিম্নে টেবিলে খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব বিস্তারিত দেয়া হলঃ

টেবিল ২.১০ খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাত	বর্ননা
কৃষি	২৩শে মে ২০০৪, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১১ই মাচ ২০০৫, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ সালে সিডর, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯, ৮ই,অক্টোবার ২০১০, ১৬ই জুন ২০১১, সালের মত ঘূণী ঝড় হলে গলাচিপা উপজেলায় ঘূণী ঝড়ের আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ই নভেম্বর ২০০৭, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯, ১৬ই জুন ২০১১ সালের মত জলচ্ছাস হলে গলাচিপা উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ১৩,৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৭২০টি পরিবারের ৩৫,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের হঠাৎ বন্যার কারণে গলাচিপা উপজেলায় ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ৬ই মে ২০০২ সালের মত হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে গলাচিপা উপজেলায় ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০ টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গলাচিপা উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ২,৪২০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২,৫৫০ টি পরিবারের ১৫,১৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ১৫ই নভেম্বর ২০০৮সালের মত প্রবল বর্ষন হলে গলাচিপা উপজেলায় ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গলাচিপা উপজেলায় খরার কারণে ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
মৎস্য	২৫ শে মে ২০০৯ সালের আইলার মত জলচ্ছাস হলে গলাচিপা উপজেলায় ২,৭২০ টি পুকুরের পানি নস্ট হয়ে মাছের বিভিন্ন রোগ হয় এবং মাছ ভেসে গিয়ে ৫,৫৫০ টি পরিবারের ২৮,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের মত বন্যা হলে গলাচিপা উপজেলায় ৩,৭২০ টি পুকুরের পানি নস্ট হয়ে মাছের বিভিন্ন রোগ হয় এবং মাছ ভেসে গিয়ে ৪,৩২০ টি পরিবারের ৩০,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গলাচিপা উপজেলায় ১৫ই নভেম্বর ২০০৭সালের মত সিডর ২০১৩ সালের মত আইলা ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গানের কারণে ১৪টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ জলচ্ছাসের কারণে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ১,২৬০ টি পরিবারের ৫,৩০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাছাড়া গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২,৬২০ টি পরিবারের ৬,৬০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গলাচিপা উপজেলায় ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ , ২০০৪ এবং ২৫ শে মে ২০০৯ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে এ উপজেলায় প্রায় ৫০%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গলাচিপা উপজেলায় বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস,নদীভাঙ্গান, ঘনকুয়াশা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে গলাচিপা উপজেলার ৩৭%মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে গলাচিপা উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।

খাত	বর্ননা
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গলাচিপা উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে,অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ১৫ই নভেম্বর ২০০৭,২০১৩সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩২৯.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৭০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ২৮শে জুন ২০০৩, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালের মত ঘূণী ঝড় হলে গলাচিপা উপজেলায় ১০,১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাঁকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২,৭৭০টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ৬ই মে ২০০২সালের কালবৈশাখী হলে গলাচিপা উপজেলায় ১০১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২৭৭০ টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৯৫, ১৯৯৮, সালের মত গলাচিপা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২,৪৫০টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২,৫৬০টি পরিবারের ১৩,৩৭৫ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ৫,৩৮০টি কাঁচা ও আধাপাঁকা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৫,৯৩০টি পরিবারের ২৭,৮০০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্যসুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন২০১৪ ,

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহ, গলাচিপা উপজেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয় ,সম্পদ এবং পরিবেশ -এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা অর্থাৎ কোন আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি। গলাচিপা উপজেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল :

টেবিল ৩.১: গলাচিপা উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ ঘূর্ণী ঝড়ের আঘাতে ১২৬৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ ঘূর্ণী ঝড়ের আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কোন ব্যবস্থা না থাকা।
গলাচিপা উপজেলায় জলছাসের কারণে ৪,৯০০ গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ২,০৭০ টি পরিবারের ১০,৪০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা।
গলাচিপা উপজেলায় জলছাসের কারণে ১৩,৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৭২০টি পরিবারের	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন করা এবং সরকারী

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
৩৫,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।		নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কোন ব্যবস্থা না থাকা।
উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০ টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.জনসচেতনতার অভাব।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কোন ব্যবস্থা না থাকা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১২৬৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়ার কারণে। ২. উজানের ঢল নামার কারণে।	১. নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া। ২. প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকার কারণে।	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং এর ব্যবস্থা না থাকা।
গলাচিপা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২,৪৫০টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২,৫৬০ টি পরিবারের ১৩,৩৭৫ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. পানির প্রবল চাপ থাকার কারণে। ২. শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টির কারণে।	১. নদীর গভীরতা কম থাকার কারণে	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব। ২. নদীর বাঁধ তদারকি বাস্তবায়ন কমিটির অভাব।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১০১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২৭৭০ টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	১বড় বড় বৃক্ষ নিধনের কারণে। ২.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	১.ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরি না করার কারণে। ২.সরকারিভাবে বৃক্ষ রোপণ নীতিমালা না থাকার কারণে।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ৫,৩৮০ টি কাঁচা ও আধা পাঁকা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত	১. উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপের কারণে।	১. নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা। ২. অপরিকল্পিত ভাবে ঘরবাড়ি তৈরি	১. সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
হয়ে ৫,৯৩০টি পরিবারের ২৭,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হতে পারে।		করা।	
গলাচিপা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২২০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১. অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হবার কারণে।	১.নদীর গভীরতা কমে যাওয়া।	১. নদীর পাড় মজবুত না করা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১২৬৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ৪৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ৩৫,৫০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সর্তকতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২.বড় বড় গাছপালা নিধনের কারণে।	১.বৃক্ষরোপণের সঠিক নীতিমালা না থাকা।

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

গলাচিপা উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায়সমূহ খুঁজে বের করা হয় যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিরিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: গলাচিপা উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ ঘূর্ণী ঝড়ের আঘাতে ১২৬৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০টি পরিবারের ২২,৮০০ জন	১.জনসচেতনতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানো ও তার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া।	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।			
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ ঘূণী ঝড়ের আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০ টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. বাঁধ তদারকি করা।	১. নদী ড্রেজিং করা। ২. নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া ।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা।
গলাচিপা উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ৪,৯০০ গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ২,০৭০ টি পরিবারের ১০,৪০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা।	১. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা। ২. ১টি বাঁধের ব্যবস্থা।	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। ২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা।
গলাচিপা উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ১৩,৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৭২০ টি পরিবারের ৩৫,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা।	১. নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা। ২. টি বাঁধের ব্যবস্থা করা।	১. নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। ২. বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০ টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা। ২.সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	১.সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১২৬৮০ টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০ টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা।	১. উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা।	১.সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া।	১. ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা।	১. সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা।
গলাচিপা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২,৪৫০টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২,৫৬০টি পরিবারের	১.আবহাওয়া বার্তা রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সঠিক	১.সর্তকর্তা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
১৩,৩৭৫ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	সময়ে পৌঁছানো।	২. জন- সচেতনতা সৃষ্টি করা।	২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১০১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২৭৭০ টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হতে পারে।	১.যথাসময়ে আবহাওয়া বার্তা পৌঁছানো।	১.সর্তকতা মুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা । ২. বৃক্ষরোপণ করা।	১.ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরির ব্যবস্থা করা। ২.সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণের নীতিমালা গ্রহণ করা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ৫,৩৮০টি কাঁচা ও আধাপাঁকা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৫,৯৩০টি পরিবারের ২৭,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হতে পারে।	১.টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা।	১. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা। ২. ২টি বাঁধের ব্যবস্থা।	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। ২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা।
গলাচিপা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২২০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১.টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা।	১. নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা। ২. বাঁধের ব্যবস্থা করা।	১. নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। ২. বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১২৬৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা। ২.সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ৪৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ৩৫,৫০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।	১. উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা।	১.ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরির ব্যবস্থা করা। ২.সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণের নীতিমালা গ্রহণ করা।
গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ ঘূর্ণী ঝড়ের আঘাতে ১২৬৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা। ২.সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ।

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

গলাচিপা উপজেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেরে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১।	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রম	শতকরা ৮০%	৫০০০-১০০০০ জন	**২ -৫ বছর**
২।	আশা	ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রম	শতকরা ৬০%	৫০০০-১০০০ জন	**২ -৫ বছর**
৩।	কোডেক	ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রম	শতকরা ৪৫%	৫০০০-১০০০০ জন	**২ -৫ বছর**
৪।	সেভ দি চিলড্রেন	মা ও শিশু স্বাস্থ্য	শতকরা ৬০%	৫০০০ পরিবার	**২ -৫ বছর**
৫।	এস ডি এফ	ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রম	শতকরা ৬৫%	৫০০০-১০০০০ জন	**২ -৫ বছর**
৬।	গনস্বাস্থ্য	কৃষি বিষয়ক ও উন্নয়ন কাজ	শতকরা ৬২%	৫০০০ পরিবার	**২ -৫ বছর**
৭।	মুসলিম এইড	অবকাঠামো উন্নয়ন	শতকরা ৪২%	৫০০টি	**২ -৫ বছর**
৮	সুশীলন	সামাজিক কার্যক্রম		১৪৩ টি স্কুল	**৩-৫ বছর**

তথ্যসুত্রঃ উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, গলাচিপাও উপজেলা তথ্য বাতায়ন ২০১১।

এই এনজিও গুলির মধ্যে সেভ দি চিলড্রেন, মুসলিম এইড ও সুশীলন দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে থাকে

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১.	নদী ড্রেজিং করা	মোট ১৫ কিমি। গভীরতা ৩০-৪০ ফুট, চওড়া ১১০ ফুট। বর্তমানে গভীরতা আছে ৫ ফুট।	১০-১২কোটি টাকা	গলাচিপা উপজেলার যে সমস্ত নদী, খালে নাব্যতা কম।	মাঘ-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১০০				কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	নদীর ধারে বাঁধ নির্মাণকরা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	চরআমখলা,বাউরিয়া,বলইকাঠি	ফাল্গুন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১	২৫	২৫	
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করা	মোট ৩০টি, গভীরতা ২২০ ফুটথেকে২৫০ফুট	৫কোটি ৬০লক্ষ টাকা	গলাচিপা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে	বছরের যেকোনসময়	৬০	২	১০	২৮	
৪	কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০জন করে দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	২-৩ লক্ষ টাকা	উপজেলা কৃষি অফিস	অগ্রহায়ণ-মাঘ পর্যন্ত	৪০	৫	১৫	৪০	
৫	জাতীয় পর্যায় থেকে আবহাওয়া বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা	৫-৬ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	২০	১	৬০	২০	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
	ব্যবস্থা করা									
৬	দুর্যোগ সময়ে বার্তার ব্যাখ্যার সাথেজনগণকে অভ্যস্থ করার ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	৩০-৩৫ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	১৫	০৫	২০	৬০	
৭	পুকুর খননের মাধ্যমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা (সরকারী পুকুরসহ)	গভীরতা ২০ফুট করতে হবে, আছে ১০ ফুট	৫০-৬০ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	১৯	০১	৭০	১০	
৮	প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	প্রতিবন্ধীদের পরনির্ভরতা হ্রাস করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	গলাচিপা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	বছরের যে কোন সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
৯	সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩দিনের প্রশিক্ষণ	২০-২৫ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্যন্ত	৩৫	৫	২৫	৩৫	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	স্বেচ্ছা	এনজিও	
১	জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) খোলা	১ টি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারিত হবে	উপজেলা পরিষদে	জরুরী মুহূর্তে	৩৫	৫	৩০	৩০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায়
২	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচার	নিয়মিত (প্রতিদিন/ প্রতিঘন্টায়)		ইউনিয়ন ব্যাপি	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৩	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।	পরিস্থিতি অনুসারে		উপজেলার সকল ইউনিয়নের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার উপযোগী রাখা	৮টি দল (৬ইউপি ও ২ পৌরঃ)		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৫	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা অনুসারে		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৬	চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৭	প্রাথমিক ত্রান বিতরন	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৭	বিপদ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসুতি	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
	মহিলাদের নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া									সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৮	গবাদি পশু-পাখি রাখার স্থান উঁচু, খাবার ওষুধ মজুদ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৯	জরুরী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১০	নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১১	স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১২	আলোবাতি ও জ্বালানী সরবরাহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৩	কৃষি ও কর্মসংস্থান	ঐ		ঐ		৩৫	৫	৩০	৩০	
১৪	বাসস্থান মেরামত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৫	শিশু খাদ্য মজুদ করা, লবন, ভোজ্য তেল, দিয়াশলাই ও কেরোসিন তেল ইত্যাদি মজুদ রাখা	ঐ			ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৬	আলগা চুলা ও শুকনা খড়ি মজুদ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৭	স্যালাইন তৈরির উপকরণ মজুদ রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৮	নৌকা তৈরী ও মেরামত করা, ভেলা তৈরি করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৯	ঘড়ের বেড়া ও খুঁটি লাগানো/ মেরামত এবং মাচা উঁচু করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২০	জন প্রতি ১ টি রাবার টিউব/ বয়া সংগ্রহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২১	টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং খোলা মুখে পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২২	অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, ম্যাচ, পানি, ফিটকারী, চিনি, স্যালাইন ইত্যাদি পলিথিনে মুরে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
২৩	নারিকেল গাছের ডাব ও পাকা নারিকেল থাকলে তা পেড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা অথবা কলসীতে পানি ভরে মুখ মোটা পলিথিন দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২৪	হাঁস মুরগী মজবুত খাঁচায় ভরে উঁচু গাছের (যে গাছ ভেঙ্গে বা উপরে পড়ার সম্ভাবনা নাই) সাথে বেধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৫	শক্ত গাছের সাথে কয়েক গাছা লম্বা মোটা শক্ত রশি বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৬	মহাবিপদ সংকেত পেলে ট্রলার ও নৌকা নিকটস্থ কোন জলায় বা পুকুরে ডুবিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা/ নৌকার মধ্যে মাটি ভরে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৭	মহাবিপদ সংকেত পেলে রেডিও/ টেলিভিশনে প্রাপ্ত নির্দেশ পালন করা এবং ১৫ মিনিট পর পর খবর শুনতে থাকা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৮	মাছ ধরার জাল শক্ত গাছের সাথে পেঁচিয়ে রাখা অথবা পুকুরে ডুবিয়ে বেঁধে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৯	যেসকল ঘর বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় প্রতিরোধক না, সে সকল ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে ঘরের ছাদ ও বেড়া খুলে মাটির উপর ভারী কিছু দিয়ে চাপা দিয়া রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৩০	দলিল পত্র ও টাকা পয়সা পলিথিনে মুরে শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখা অথবা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, রোগ বালাই কমানো এবং জনজীবনে দুর্ভোগ কমানো	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৫	১৫	৫০	২০	
২	রাস্তা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ফসল এবং জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্তা সচল থাকবে ও আইন শৃঙ্গালার উন্নতি ঘটবে	২৫-৩০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৪০		৫	৫৫	
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবন রক্ষা পাবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৯	০১	৭০	১০	
৪	সেচ পাম্পের	জলবদ্ধতা থেকে ফসল	৬-৭ লক্ষ	প্লাবিত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী	৩৫	৫	২৫	৩৫	

ক্র	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে
	ব্যবস্থা	রক্ষা করা এবং খাদ্য সংকট দূর করা	টাকা		সময়					
৫	আবাসনের ব্যবস্থাকরন	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বসবাস নিশ্চিত করা	৭০-৮০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৫৫	৫	২০	২০	
৬	ত্রাণ সামগ্রী প্রদান	স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা	৮-১০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী	৩৫	১	৯	৫৫	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	বাঁধ তৈরি করা	বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা, অর্থ সংকট দূর করা	২১-২২ কোটি টাকা	চরআমখোলা থেকে বাউরিয়া।	মাঘ- বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১৫	২৫	২৫	
২	আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা	বন্যা ও ঝড়ে জীবন রক্ষা করা	২৮-২৯ কোটি টাকা	আটখালী, হোগলাবুনিয়া, দরিবাহেরচর, চিংগুরিয়া, চরআমখোলা,বাউরিয়া, গলাচিপা,বোয়ালিয়া,পক্কিয়া, চরকারফারমা,	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪৫	১০	১০	৩৫	
৩	গভীর নলকূপ	খরা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি	৫০-৬০ লক্ষ	১৪টি ইউনিয়নে	আশ্বিন-বৈশাখ	৪০	১০	১০	৪০	

ক্র	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার
	স্থাপন	সরবরাহ			মাস পর্যন্ত					
৪	বেশি করে গাছ লাগানো	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	২০-২৫ লক্ষ টাকা	১৪টি ইউনিয়নে ও ভেড়ীবাঁধের উপর	আষাঢ়-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	২০	১০	৫০	২০	
৫	ঘরবাড়ি মজবুত করা	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে জানমাল রক্ষা করা	২কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	আটখালী, হোগলাবুনিয়া, দরিবাহেরচর, চিংগুরিয়া, চরআমখোলা,বাউরিয়া, গলাচিপা,বোয়ালিয়া,পক্কিয়া, চরকারফারমা,	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১৫	৩০	১০	৪৫	
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	১৪টি ইউনিয়নে	১২ মাস	২০	২০	২০	৪০	

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সম্বনয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘণ্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে একটি অপারেশন রুম, একটি কন্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ রুম থাকে।

টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টার কমিটির সদস্য তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মুঃ সামসুজ্জামান লিকন	সভাপতি	০১৭৪০৮০৫৭১৭
০২	মাহাবুব আলম	উপদেস্টা	০১৭১২৭৮৬৮৩০
০৩	আমিরুল ইসলাম	সদস্য সচিব	০১৭১৭৯৫৬৮৪৭
০৪	মোঃমতিউর রহমান	ভাইস চেয়ারম্যান	০১৭৩১২৫৪৬৬৯
০৫	নারগীস সুলতানা	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৩২৩৩২
০৬	হারুন অর রশিদ	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১৭১৮-৪৮৩২০৭
০৭	ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	০১৭১৪-০৩৩৪৯৭
০৮	মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান	মৎস্য অফিসার	০১৭১৮-৮৩০০৭৭
০৯	মোঃমোবাশ্বের আলী	যুব উন্নয়ন অফিসার	০১৭১৫-৬১৩৯৩১
১০	মোঃশওকত হোসেন	খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার	০১৮৩২৪২০৩৩৪
১১	মোঃ ফজলুল হক	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭২৮-২৫২৮৩৬
১২	বিপাশা দেবী তনু	মহিলা বিষয়ক অফিসার	০১৯১৫-৮৮৫২৫৬
১৩	মোঃআতিকুর রহমান তালুকদার	উপজেলা প্রকৌশলী অফিসার	০১৭১২০৯৫০৪৩
১৪	শীলা রানী দাস	সমাজ সেবা অফিসার	০১৭১১১১৩৩৯৫
১৫	মোঃ মোজাম্মেল হক খান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অফিসার	০১৭১৬৪২২৪১৮
১৬	রবীন্দ্রনাথ মল্লিখ	সমবায় অফিসার	০১৭১৫৩০৯৬৪৭
১৭	মাহাবুব হোসেন সরকার	পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০১৭১৬৬৮৪৮৬৯

তথ্যসূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা।

৪.১.১.জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দূর্যোগ সংঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (ঘণ্টা ২৪)কন্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- জেলা সদরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোলরুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেনদায়িত্ব , কালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়াগেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

- দেয়ালে টাংগানো একটি উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান বাধ,খাল ,মে যাতায়াতের রাস্তাবিভিন্ন গ্রা , ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছতা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২.আপদ কালীন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	সেচ্ছাসে বকদের প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন মহিলার নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২.	সতর্কবা র্তা প্রচার করা	প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩.	নৌকা/গা ড়ি/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান মজুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের পর	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪.	উদ্ধার কাজ	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে উদ্ধার কাজের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জন শক্তি প্রস্তুত করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় প্রশাসন	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য/মৃ ত	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা / ঔষধ / স্যালাইন / স্বাস্থ্য /	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

	ব্যবস্থাপনা	মৃত ব্যবস্থা করা					
৬.	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা /টিকা	প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯.	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	ইউপি চেয়ারম্যান	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহতভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে	ইউপি	গ্রামবাসীর অংশগ্রহনে সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১১.	জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা	দুর্যোগ সংঘটিত হবার পর পরই জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে যেখানে অন্তত ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিকভাবে EOC এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।

- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা।
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ **সতর্কবার্তা প্রচার**

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ **জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি**

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ **উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান**

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ **আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন**

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতক।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ **নৌকা প্রস্তুত রাখা**

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেতন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে
- ইউনিয়নদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন

৪.২.৯ শুকনোখাবার, জীবনরক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহনির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রান সামগ্রী পরিবহন ও ত্রান কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদীপশুর চিকিৎসা / টিকা

- উপজেলা প্রাণি সম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণিচিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদ কালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাসপ্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

- ঘূর্ণিঝড়/ বন্যা প্রবণ এলাকা সমূহে অব্যাহত ভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা।

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/ উপজেলা /ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল,কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা।

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কিল্লা/ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	ছোট চরসিবা মাটির কেল্লা	চর কাজল	৪০০	মাটির কেল্লাগুলির বর্তমান অবস্থা ঝুঁকিপুর্ণ, কোন কোন মাটির কেল্লার অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়নি।
	বড় চরসিবা মাটির কেল্লা	চর কাজল	৪০০	
	ফুল খালি সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ সংলগ্নো মাটির কেল্লা	ছোট বাশদিয়া	২০০০	
	কোড়ালিয়া আঃ রহমান হাং বাড়ি সংলগ্ন মাটির কেল্লা	ছোট বাশদিয়া	২০০০	
	নয়াভাংগুনি আকন বাড়ী সংলগ্ন মাটির কেল্লা	ছোট বাশদিয়া	২০০০	
	গাববুনিয়া হাওলাঃবাড়ীর পুর্বো পাশের মাটির কেল্লা	বড় বাশদিয়া	৩০০	
	চর গাংগা মাটির কেল্লা	বড় বাশদিয়া	৩০০	
	ছাতিয়ানপাড়া মাটির কেল্লা	বড় বাশদিয়া	৩০০	
	জালালমাঝি রুস্তম হাং বাড়ী উত্ত্ব পাশের মাটির কেল্লা	বড় বাশদিয়া	৩০০	
	নিজকাটা মাটির কেল্লা	বড় বাশদিয়া	৩০০	
ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	পুর্ব পানপট্টি সাইক্লোন সেন্টার	পানপট্টি	৬০০	
	উত্তর পানপট্টি সাইক্লোন	পানপট্টি	৬০০	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	সেন্টার			
	দক্ষিন পানপট্টি সাইক্লোন সেন্টার	পানপট্টি	৬০০	
	পানপট্টি সাইক্লোন সেন্টার	পানপট্টি	৫০০	
	দক্ষিন,পুর্ব উলানিয়া সাইক্লোন সেন্টার	রতনদী তালতলি	৬০০	
	মধ্য রতন্দি তালতলি সাইক্লোন সেন্টার	রতনদী তালতলি	৫০০	
	মধ্য চর কাজল সাইক্লোন সেন্টার	চরকাজল	৬০০	
	দক্ষিন ছোট চর কাজল সাইক্লোন সেন্টার	চরকাজল	৬০০	
	কপালবেড়া সাইক্লোন সেন্টার	চরকাজল	৬০০	
	বড়শিবা সাইক্লোন সেন্টার	চরকাজল	৫০০	
	ছোটশিবা সাইক্লোন সেন্টার	চরকাজল	৫০০	
	চর আগস্তি সাইক্লোন সেন্টার	চর বিশ্বাস	৬০০	
	চর বিশ্বাস সাইক্লোন সেল্টার	চর বিশ্বাস	৫০০	
	কবিরাজপাড়া সাইক্লোন সেন্টার	চর বিশ্বাস	৫০০	
	কলাগাছিয়া সাইক্লোন সেন্টার	কলাগাছিয়া	৬০০	
	খারিজ্জমা সাইক্লোন সেন্টার	কলাগাছিয়া	৬০০	
	উঃপূঃবাশঁবাড়ীয়া সাইক্লোন সেন্টার	কলাগাছিয়া	৬০০	
	উত্ত কল্ল্যানকলস সাইক্লোন সেন্টার	কলাগাছিয়া	৬০০	
	দঃকল্ল্যানকলস সাইক্লোন সেন্টার	কলাগাছিয়া	৬০০	
	গহিন খালি সাইক্লোন সেল্টার			
	হোরিদ্রাখালি সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	কাউখালি সাইক্লোন সেল্টার		৫০০	
	ফুলখালি সাইক্লোন সেল্টার		২৫০	
	নয়াভাংগুনি সাইক্লোন সেল্টার		২৫০	
	ছোট বাঁশদিয়া সাইক্লোন সেল্টার		২৫০	
	দঃ ফুলখালি সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	গাবুনিয়া সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	কাঁটাখালি সাইক্লোন সেল্টার		৫০০	
	মুখরবান্দা সাইক্লোন সেল্টার		৫০০	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	কাজীকান্দা সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	চরগাংগা সাইক্লোন সেল্টার		৫০০	
	ছাতিয়ানপাড়া সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	ফেলাবুনিয়া সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	চরগাংগা সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	চিনাবুনিয়া সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	চালতাবুনিয়া সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	গোলবুনিয়া সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	উত্তর চরমোন্তাজ সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	দঃ চরমোন্তাজ সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	মধ্য চরমোন্তাজ সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	চরলক্ষ্মী সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	চরাআন্ডা সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	গহিন খালি সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	হোরিদ্রাখালি সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	কাউখালি সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	ফুলখালি সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	নয়াভাংগুনি সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	ছোট বাঁশদিয়া সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
	দঃ ফুলখালি সাইক্লোন সেল্টার		৬০০	
স্কুল কাম শেল্টার	নিজামুল চত্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩৪০	
	পুঃচর ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৪৫৮	
	পঃপার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া		
	মধ্য পার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া		
	রতন্দীতালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতন্দীতালতলি		
	মধ্য রতন্দীতালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতন্দীতালতলি		

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	দঃ উলানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতন্দীতালতলি	২৪৭	
	দঃ পুঃ উলানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতন্দীতালতলি	৩৯৮	
	গ্রামর্দদন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পানপট্টি	৩৪৪	
	উলানিয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতন্দীতালতলি	২৮০	
	পাতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বকুলবাড়ীয়া	২৮৪	
	পানখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনিকান্দি	২১৮	
	কোটখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনিকান্দি	২৭৬	
	চিকনিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনিকান্দি	৩৮৭	
	সুতাবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনিকান্দি	৩৯৯	
	সুতাবাড়ীয়া সার্কেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনিকান্দি	২৮২	
	কালারাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনিকান্দি	২৬৭	
	ইছাদি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজালিয়া	১৪৬	
	চর চন্দাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজালিয়া	২৪১	
	উঃ ইছাদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজালিয়া	৩৯৯	
	গজালিয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজালিয়া	৩০০	
	বাহের গজালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজালিয়া	৫৮১	
	কচুয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনিকান্দি	২৪৭	
	দঃকল্ল্যান কলস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কলাগাছিয়া	৫৩৪	
	দঃ ছোনখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বকুলবাড়ীয়া	৩৮৫	
	খারিজ্জামা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কলাগাছিয়া	৩৬৮	
	কলাগাছিয়া সরকারি	কলাগাছিয়া	৩০৩	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	উঃ কল্ল্যান কলস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কলাগাছিয়া	৩৮৯	
	দঃবাশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কলাগাছিয়া	৩৫৬	
	নীজ সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	বাদুরা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৫০০	
	ছৈলা বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩৫০	
	উঃআমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩৭০	
	আমখোলা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩০০	
	আলগী তাফাল বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩০০	
	পঃতাফাল বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩০০	
	পুঃবাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩০০	
	দঃবাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩০০	
	আমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩০০	
	উঃপুঃআমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩০০	
	গোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	চর সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	পঃনলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	কালিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	দঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	বড়মূল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	নলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	হরিদেব পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	উঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	দঃবলইবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৩০০	
	চর বাদুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমখোলা	৩০০	
	পুঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলখালি	৩০০	
	উঃ চরখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গলাচিপা	৩০০	
	রতনদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতনদীতালতলি	৩০০	
	গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গলাচিপা	৩০০	
	মুরাদ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গলাচিপা	৩০০	
	দঃচরখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গলাচিপা	৩০০	
	বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গলাচিপা	৩০০	
	কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গলাচিপা	৩০০	
	গলাচিপা বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গলাচিপা	৩০০	
	রতনদী পল্লী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতনদীতালতলি	৩০০	
	পঃপক্ষিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গলাচিপা	৩০০	
	তুলাতলি পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পানপট্টি	৩০০	
	পানপট্টি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পানপট্টি	৩০০	
	উঃপঃ পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পানপট্টি	৩০০	
	পুঃপানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পানপট্টি	৩০০	
	নুরিয়া পানপট্টি সরকারি	পানপট্টি	৩০০	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	পানপট্টি হাই এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পানপট্টি	৩০০	
	পানপট্টি কাজিকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পানপট্টি	৩০০	
	আটখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩০০	
	ডাকুয়া বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩০০	
	হোগলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩০০	
	মধ্য ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩০০	
	নিজামুল চত্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩০০	
	পুঃচর ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩০০	
	পঃপার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩০০	
	মধ্য পার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডাকুয়া	৩০০	
	রতন্দীতালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতন্দীতালতলি	৩০০	
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	উপজেলা পরিষদ	গলাচিপা সদর	১০০০-১২০০জন	
	উপজেলা মৎস ভবন	গলাচিপা	৫০০-১০০০ জন	
	উপজেলা প্রাথামিক শিক্ষা অফিস ভবন		৫০০-১০০০ জন	
	রতনদী তালতলী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রতনদী তালতলী	৫০০-১০০০জন	
	গোলখালী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	গোলখালী	৫০০-৮০০জন	
	গজালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	গজালিয়া	৫০০-৬০০ জন	
	চিকনিকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	চিকনিকান্দি	১০০০-১২০০ জন	
	আমখোলা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	আমখোলা	১০০০-১২০০ জন	
	বকুল বাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	বকুল বাড়িয়া	৫০০-৮০০জন	
	চর কাজল ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	চর কাজল	৮০০-১০০০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	চর বিশ্বাস ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	চর বিশ্বাস	৮০০-১০০০ জন	
উঁচু রাস্তা	উত্তর আমখোলা রুস্তুমের বাড়ী হইতে মেস্তরি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ।	উত্তর আমখোলা	২০-৩০ হাজার জন	
	ভাংরা বেপারী বাড়ী হইতে জবেদ সিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ।	আমখোলা	২০-৩০ হাজার জন	
	আমখোলা মকবুল গাজীর বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা	উত্তর আমখোলা	২০-৩০ হাজার জন	
	তাফালবাড়ীয়া মজুমদার বাড়ী হইতে আবুল তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা	উত্তর আমখোলা	২০-৩০ হাজার জন	
বাঁধ	গলাচিপা পৌরসভা হইতে বোয়ালিয়া আবাসন পর্যন্ত ১৪ কিঃমিঃ বাঁধ	গলাচিপা	২২-৩৩ হাজার জন	
	বদনাতলি থেকে পানপট্টি পর্যন্ত ৩৫ কিঃমিঃ	পানপট্টি	৩৫-৪০ হাজার জন	
	ডাকুয়া ইউনিয়নে (৬ফুট উঁচু) ২০কিঃমিঃ বাঁধ,	ডাকুয়া	২০-৩০ হাজার জন	
	উত্তর হরিদেব পুর থেকে গজালিয়া জেলে বাড়ী পর্যন্ত (৬ফুট উঁচু) ১৫ কিঃমিঃ বাঁধ,		৩৫-৪০ হাজার জন	
	মুশুরিকাঠী স্লুইজ হইতে আমখোলা হইয়া দঃ বলইকাঠি পর্যন্ত ৬ ফুট উঁচু ১৫ কিঃমিঃ বাঁধ,		৩৫-৪০ হাজার জন	
	বাদুরা বাজার হইতে সৈলাবুনিয়া পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ বাঁধ,		১৫-২৫হাজার জন	
	বাউরিয়া হইতে বউবাজার পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ (৬ফুট উঁচু) বাঁধ রয়েছ।		১৫-২৫ হাজার জন	

(তথ্যসুত্রঃ উপজেলা পরিষদ ও এল জি ই ডি অফিস, গলাচিপা)

প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে। নিম্নলিখিত তথ্যগুলো যেমন- কবে তৈরী হয়েছে, শেষ কবে মেরামত হয়েছে, কয়তলা ভবন, বর্তমান ব্যবহার,কয়টি টিউবওয়েল, কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা, আশ্রয়কেন্দ্রের সেচ্ছাসেবকদের যন্ত্রপাতির তালিকা ও বর্ণনাসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের/ নিরাপদ স্থানসমূহের ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৪. আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেনঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেনঃ

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবেঃ

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরি/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফেলাজিল, ইত্যাদি)/ পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেওয়া

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নিদিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কিল্লা	ছোট চরসিবা মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	বড় চরসিবা মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	ফুল খালি সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ সংলগ্নো মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	কোড়ালিয়া আঃ রহমান হাং বাড়ি সংলগ্ন মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	নয়াভাংগুনি আকন বাড়ী সংলগ্ন মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	গাববুনিয়া হাওলাঃবাড়ীর পুর্বো পাশের মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	চর গাংগা মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	ছাতিয়ানপাড়া মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	জালালমাঝি রুস্তম হাং বাড়ী উত্ত পাশের মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
	নিজকাটা মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
স্কুল কাম শেল্টার	নীজ সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহানা সুলতানা	০১৭৩৬১৬৫২৬৬	
	বাদুরা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবুল হোসেন		
	ছৈলা বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উম্মুল খায়ের	০১৯১৫১১৫০২৫	
	উঃআমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রিয়াজ বিন রিমা	০১৭২২৮৮৪৮৪২	
	আমখোলা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোস্তাফিজুর রাহামান	০১৭১৫৬৪৮১২৭	
	আলগী তাফাল বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃহানিফ	০১৭৫৭০৭৭৪৭৮	
	পঃতাফাল বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নুরিন নাহরিন	০১৭১৯৯৩৪২৮৩	
	পুঃবাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুভাষ চন্দ্র	০১৭৪৫৬৭৫৮৪৫	
	দঃবাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গীতারানী হাং	০১৭২৮৪৬৭৬৩৫	
	আমখোলা সরকারি	মোঃজহিরুল ইসলাম	০১৭১৪৭২৯৩৩২	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	উঃপুঃআমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তহমিনা	০১৭২১২৩২৬৮৩	
	গোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃআঃ		
	চর সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃহানিফ	০১৭২৮৫১২৮৪০	
	পঃনলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃসিদ্দুকুর রাহমান	০১৭২৯৭৮৬০৩৯	
	সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অবিনাস চন্দ্র	০১৭১৯৯৩৮০৪৪	
	কালিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আঃরশিদ	০১৭৪৫২০০১৪৮	
	দঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাওঃশাহাজাহান	০১৭৩৭০১২৭৩৩	
	বড়মূল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃইমাম হোসাইন	০১৭৩৪০৮২৯০৪	
	নলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিদ্দিকুর রাহমান	০১৭২৫৮৭৩৯৮০	
	হরিদেব পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আনিসুজ্জামান	০১৭১৪৬২০৭৩৫	
	উঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আঃ হালিম	০১৭৯৮১৯৭৪২৫	
	দঃবলইবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃকামাল হোসেন	০১৭৪৮০১৮৪৩৬	
	চর বাদুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেনহাজ উদ্দিন	০১৭১৮৬২৩৪১৬	
	পুঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিউটি বেগম	০১৭৩২০৮৬৯৮৭	
	উঃ চরখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আস্রাফ হোসেন	০১৯১৫৮৯৪৫৭২	
	রতনদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃসুলতান আহম্মেদ		
	গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবুল কাসেম	০১৭২৯৯০৩১০৪	
	মুরাদ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাসিনারা বেগম	০১৭১১২১৯৭০১	
	দঃচরখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অর্পনা রানী সাহা	০১৭৩৩৬১৭৬০৫	
	বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃমইন উদ্দিন	০১৭১০২২৭৭৮৩	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আসমা বেগম		
	গলাচিপা বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গৌরী রানী	০১৭২৮৬৩১৩১৯	
	রতনদী পল্লী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সালেমুঃশাহিন	০১৭১৪২৩৫০৯৬৭	
	পঃপক্ষিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আঃরাজ্জাক	০১৭২১৩২৮০৬৭	
	তুলাতলি পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আল আমিন	০১৭২১৪৩০৩০৯	
	পানপট্টি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনিরা সুলতানা	০১৭২৮৬৩১৩২০	
	উঃপঃ পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফিরোজ আলম	০১৭৩২১১২৪৪০	
	পুঃপানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	লুৎফর রহমান	০১৭৪২৩৩৯৫৯০	
	নুরিয়া পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রেফায়েতুল ইসলাম	০১৭১৬৫৭৩৪৬৫	
	পানপট্টি হাই এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মিজানুর রহমান		
	পানপট্টি কাজিকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কুদ্দুসুর রহমান	০১৭৩১১৯৩৬২৯	
	আটখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইসরাতজাহান		
	ডাকুয়া বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃশাহাআলম	০১৭২৪১৮২৯২৯	
	হোগলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অন্জলীরানী রায়	০১৭১৫৩৮০৩১৪	
	মধ্য ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃরুহুল আমিন	০১৭১৮৮৩২৫২৮	
	নিজামুল চত্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কবিরুল ইসলাম		
	পুঃচর ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেলা রানী কুন্ডু	০১৭২৮০২৪০৯৩	
	পঃপার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফারজানা ইয়াসমিন	০১৭১০৮৫৮৪৬৪	
	মধ্য পার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃশাহাআলম		
	রতন্দীতালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উম্মেরুমান	০১৭৩১২৯০৮৮৫	
	মধ্য রতন্দীতালতলি সরকারি	মোঃআঃবারী খান	০১৭৩৪০৪১১৬৬	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	দঃ উলানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃজাহাঙ্গীর আলম	০১৭১৮৮৩২৯৯২	
	দঃ পুঃ উলানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অসিত কুমার শীল	০১৭২৯৯০২৮৪৫	
	গ্রামর্দদন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জেসমিন বেগম	০১৭১২১০৯০৫৫	
	উলানিয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফোরকান আহম্মেদ	০১৭২১৮০৯৩১৮	
	পাতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাসিমা বেগম	০১৯২৩২০৪০৮৬	
	পানখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃহারুন অর রশিদ	০১৭১৮৮৯৮৩১৬	
	কোটখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আল মামুন	০১৭৩২৩৮৩৯৯২	
	চিকনিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিখারানী দেবী	০১৭৭২৩৫০৭০৪	
	সুতাবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবুল মনসুর	০১৭৩৪৪১২৯১৩	
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	উপজেলা পরিষধ ভবন	মোঃ মাহাবুব আলম	০১৭১৭-৬৫৫৩৪২	
	উপজেলা মৎস অফিস	মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান	০১৭১৮-৮৩০০৭৭	
	গলাচিপা ইউপি ভবন	মোঃ হাবিবুর রাহামান হাদী	০১৮১৮-১৭১৭৯৯	
	পানপট্টি ইউপি ভবন	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	০১৭১৫-০২৯৩১৫	
	রতনদী তালতলি ইউপি ভবন	এম সিরাজুল ইসলাম	০১৭২৭-০১০০৩৮	
	গোলখালী ইউপি ভবন	মোঃ গোলাম গাউস তালুকদার নিপু	০১৭২০-৫২৯১৯৮	
	গজালিয়া ইউপি ভবন	এম এ কুদ্দুস মিয়া	০১৭৪০-৮২৭২৫২	
	চিকনিকান্দি ইউপি ভবন	মোঃএরশাদ হোসেন বাদল	০১৭১০-২০২০২০	
	আমখোলা ইউপি ভবন	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৫৯০০৪৮	
	ডাকুয়া ইউপি ভবন	বিশ্বজিৎ রায়	০১৭১০-২৮৭২০৭	
	বকুল বাড়িয়া ইউপি ভবন	আনোয়ার হোসেন	০১৭১২-২৭০৪৭২	
	কলাগাছি ইউপি ভবন	দুলাল চৌধুরী	০১৭৩১-৪০৮৪১০	
	চর কাজল কলাগাছি	মোঃ সাইদুর রহমান রুবেল	০১৭১৬-২৮২৫৯৫	
উঁচু রাস্তা	উত্তর আমখোলা রুস্তুমের বাড়ী হইতে মেস্তরি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ।	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৫৮০০৪৮	
	ভাংরা বেপারী বাড়ী হইতে জবেদ সিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ।	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৫৮০০৪৮	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	আমখোলা মকবুল গাজীর বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৫৮০০৪৮	
	তাফালবাড়ীয়া মজুমদার বাড়ী হইতে আবুল তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৫৮০০৪৮	
বাঁধ	গলাচিপা পৌরসভা হইতে বোয়ালিয়া আবাসন পর্যন্ত বাঁধ	মোঃ হাবিবুর রাহামান হাদী	০১৮১৮-১৭১৭৯৯	
	বদনাতলি থেকে পানপট্টি পর্যন্ত বাঁধ	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	০১৭১৫-০২৯৩১৫	
	ডাকুয়া ইউনিয়নে (৬ফুট উঁচু) ২০কিঃমিঃ বাঁধ	বিশ্বজিৎ রায়	০১৭১০-২৮৭২০৭	
	উত্তর হরিদেব পুর থেকে গজালিয়া জেলে বাড়ী পর্যন্ত বাঁধ,	এম এ কুদ্দুস মিয়া	০১৭৪০-৮২৭২৫২	
	মুশুরিকাঠী স্লুইজ হইতে আমখোলা হইয়া দঃ বলইকাঠি পর্যন্ত বাঁধ,	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৫৯০০৪৮	
	বাদুরা বাজার হইতে সৈলাবুনিয়া পর্যন্ত বাঁধ,	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৫৯০০৪৮	
	বাউরিয়া হইতে বউবাজার পর্যন্ত বাঁধ রয়েছ।	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৫৯০০৪৮	

তথ্যসুত্রঃ উপজেলা পরিষদ ও এল জি ই ডি অফিস, গলাচিপা

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

টেবিল ৪.৫ উপজেলা অবকাঠামো/ সম্পদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	১৫৬	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	উপজেলাতে ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দের সংখ্যা ৭৮ টি (মূল সাইক্লোন সেন্টার ১০ টি ও স্কুল কাম সাইক্লোন সেন্টার ৬৮ টি) ।
গোডাউন	০২	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	এ উপজেলাতে মালামাল মজুতের জন্য গোডাউন রয়েছে।
নৌকা	২০০০	ইউনিয়ন চেয়ারম্যান	এ উপজেলার নিজেস্ব কোন নৌকা নেই।
মাটির কিল্লা	১০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পি আই,ও)	উপজেলাতে মাটিরকেল্লার থাকলেও তা বর্তমান ঝুকিপূর্ণ।অনেক কেল্লার আস্তত্ব খুজে পাওয়া যায়নি।
গাড়ি	০২	উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার	উপজেলার নিজেস্ব গাড়ী রয়েছে যা উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউ এন ও ব্যবহার করে থেকে।
স্পীড বোট	নাই	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	এ উপজেলাতে কোন স্পীড বোট নেই।

তথ্যসুত্রঃ উপজেলা পরিষদ অফিস, গলাচিপা

৪.৬ অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন যা পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ
    - খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    - খোয়াড় ইজারা বাবদ

- মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
    - কৃষি
    - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
    - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
    - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
    - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
    - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
    - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য ২টি ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে।

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. এনজিও প্রতিনিধি
৪. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬: সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মুঃ সামসুজ্জামান লিকন	সভাপতি	০১৭৪-০৮০৫৭১৭
২	মাহাবুব আলম		০১৭১২-৭৮৬৮৩০
৩	আমিরুল ইসলাম	সচিব	০১৭১৭৯৫৬৮৪৭
৪	মোঃমিজানুর রহমান	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭৭৭৭৭৩৮৯৪
৫	মোঃ হুমায়ূন কবির	সদস্য	০১৭১৪-০৩৫১১৩০
৬	ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান	সদস্য	০১৭১৪-০৩৩৪৯৭

(তথ্যসূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা)

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. মহিলা সদস্য
৪. সরকারী প্রতিনিধি
৫. এনজিও প্রতিনিধি
৬. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

টেবিল ৪.৭: সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মুঃ সামসুজ্জামান লিকন	সভাপতি	০১৭৪-০৮০৫৭১৭
২	মোঃ মাহাবুবুল আলম		০১৭১৭-৬৫৫৩৪২
৩	আমিরুল ইসলাম	সচিব	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭
৪	বিপাশা দেবী তনু	মহিলা সদস্য	০১৯১৫-৮৮৫২৫৬
৫	ডাঃ মোঃ হুমায়ূন কবির (উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা)	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১৯-৯৩৪৯১৩
৬	মোঃমিজানুর রহমান	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭৭৭৭৭৩৮৯৪
৭	মোঃ মজিবুর রহমান (খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার)	**সদস্য**	০১৭১৬-৬৬৮৮২৩
	মোঃমোজাম্মেল হক খান (জনস্বাস্থ্য	**সদস্য**	০১৭১৬-৪২২৪১৮

	প্রকৌশল অফিসার)		

(তথ্যসূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা)

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়
উদ্ধার ও পূনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন।

খাত	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গলাচিপা উপজেলায় ২৩শে মে ২০০৪ , ১১ই সেপ্টেম্ব্র ২০০৪, ১১ই মাচ ২০০৫, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ সালে সিডর ,১৫ই নভেম্বর ২০০৮,২৫শে মে ২০০৯ ,৮ই,অক্টোবার ২০১০ ,১৬ই জুন ২০১১, সালের মত ঘূণী ঝড় হলে গলাচিপা উপজেলায় ঘূণী ঝড়ের আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ই নভেম্বর ২০০৭, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯, ১৬ই জুন ২০১১ সালের মত জলচ্ছাস হলে গলাচিপা উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ১৩,৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৭২০টি পরিবারের ৩৫,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের হঠাৎ বন্যার কারণে গলাচিপা উপজেলায় ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ৬ই মে ২০০২ সালের মত হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে গলাচিপা উপজেলায় ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গলাচিপা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২,৪২০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২,৫৫০ টি পরিবারের ১৫,১৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ১৫ই নভেম্বর ২০০৮সালের মত প্রবল বর্ষন হলে গলাচিপা উপজেলায় ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গলাচিপা উপজেলায় খরার কারণে ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
মৎস্য	২৫শে মে ২০০৯সালের আইলার মত জলচ্ছাস হলে গলাচিপা উপজেলায় ২,৭২০ টি পুকুরের পানি নস্ট হয়ে মাছের বিভিন্ন রোগ হয় এবং মাছ ভেসে গিয়ে ৫,৫৫০ টি পরিবারের ২৮,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের মত বন্যা হলে গলাচিপা উপজেলায় ৩,৭২০ টি পুকুরের পানি নস্ট হয়ে মাছের বিভিন্ন রোগ হয় এবং মাছ ভেসে গিয়ে ৪,৩২০ টি পরিবারের ৩০,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গলাচিপা উপজেলায় ১৫ই নভেম্বর ২০০৭সালের মত সিডর ২০১৩ সালের মত আইলা ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে ১৪টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ জলচ্ছাসের কারণে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ১,২৬০ টি পরিবারের ৫,৩০০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাছাড়া গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২,৬২০ টি পরিবারের ৬,৬০০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গলাচিপা উপজেলায় ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ , ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে এ উপজেলায় প্রায় ৫০%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

খাত	বর্ননা
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গলাচিপা উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গান, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে এ উপজেলার ৩৮%মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে গলাচিপা উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গলাচিপা উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে,অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ১৫ই নভেম্বর ২০০৭,২০১৩সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩২৯.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গানের কারণে প্রায় ৭০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ২৮শে জুন ২০০৩, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালের মত ঘূণী ঝড় হলে গলাচিপা উপজেলায় ১০,১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাঁকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২,৭৭০টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ৬ই মে ২০০২সালের কালবৈশাখী হলে গলাচিপা উপজেলায় ১০১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২৭৭০ টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৯৫,১৯৯৮,সালের মত গলাচিপা উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ২,৪৫০টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২,৫৬০টি পরিবারের ১৩,৩৭৫ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গলাচিপা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ৫,৩৮০টি কাঁচা ও আধাপাঁকা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৫,৯৩০টি পরিবারের ২৭,৮০০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন ,২০১৪

৫.২ দূত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মুঃ সামসুজ্জামান লিকন	সভাপতি	০১৭৪০৮০৫৭১৭-
০২	মোঃ মাহাবুবুল আলম	উপদেস্টা	০১৭১৭৬৫৫৩৪২-
০৩	আমিরুল ইসলাম	সচিব	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭
০৪	মোঃ হুমায়ূন কবির	সাধারন সদস্য	০১৭১৪০৩৫১১৩০-
০৫	মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান	সাধারন সদস্য	০১৭১৮৮৩০০৭৭-

তথ্য সূত্রঃ গলাচিপা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	সামসুজ্জামান লিকন	সভাপতি	০১৭৪-০৮০৫৭১৭
২	মোঃ মাহাবুবুল আলম	সাধারন সদস্য	০১৭১৭-৬৫৫৩৪২
৩	মোঃ হাবিবুর রাহামান হাদী	সাধারন সদস্য	০১৮১৮-১৭১৭৯৯
৪	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	সাধারন সদস্য	০১৭১৫-০২৯৩১৫
৫	এমসিরাজুল ইসলাম .	সাধারন সদস্য	০১৭২৭-০১০০৩৮
৬	মোঃ গোলাম গাউস তালুকদার নিপু	সাধারন সদস্য	০১৭২০-৫২৯১৯৮
৭	এম এ কুদ্দুস মিয়া	সাধারন সদস্য	০১৭৪০-৮২৭২৫২
৮	মোঃএরশাদ হোসেন বাদল	সাধারন সদস্য	০১৭১০-২০২০২০
৯	আনোয়ার হোসেন	সাধারন সদস্য	০১৭১৮-৫৯০০৪৮
১০	আনোয়ার হোসেন	সাধারন সদস্য	০১৭১২-২৭০৪৭২
১১	মোঃ রাজা মিয়া	সাধারন সদস্য	০১৭১৬২৮২৫৯৫
১২	বিশ্বজিৎ রায় (ভারঃচেয়ারম্যান	সাধারন সদস্য	০১৭১০-২৮৭২০৭
১৩	দুলাল চৌধুরী	সাধারন সদস্য	০১৭৩১-৪০৮৪১০
১৪	মোঃ সাইদুর রহমান রুবেল	সাধারন সদস্য	০১৭১৬-২৮২৫৯৫
১৫	আমিরুল ইসলাম	সদস্য সচিব	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭

তথ্য সূত্রঃ গলাচিপা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরাম্ভ

টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মুঃ সামসুজ্জামান লিকন	সভাপতি	০১৭৪-০৮০৫৭১৭
২	মোঃ মাহাবুবুল আলম	উপদেস্টা	০১৭১৭-৬৫৫৩৪২
৩	বিপাশা দেবী তনু	মহিলা সদস্য	০১৯১৫-৮৮৫২৫৬
৪	মোঃ ফজলুল হক	সদস্য	০১৭২৮-২৫২৮৩৬
৫	আমিরুল ইসলাম	সদস্য সচিব	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭

তথ্য সূত্রঃ গলাচিপা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মুঃ সামসুজ্জামান লিকন	সভাপতি	০১৭৪-০৮০৫৭১৭
২	মোঃ মাহাবুবুল আলম	সাধারন সদস্য	০১৭১৭-৬৫৫৩৪২
৩	বিপাশা দেবী তনু	মহিলা সদস্য	০১৯১৫-৮৮৫২৫৬
৪	ডাঃ মোঃ হুমায়ূন কবির	সাধারন সদস্য	০১৭১৯-৯৩৪৯১৩
৫	আমিরুল ইসলাম	সদস্য সচিব	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭

তথ্য সূত্রঃ গলাচিপা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও /টিভির মাধ্যমে ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত "ছক) "চেক লিস্ট (পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।
- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

চেকলিষ্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	✓
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	✓
৩.	১থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
৪.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	✓
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	✓
৬.	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	✓
৭.	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	✓
৮.	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	✓
৯.	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	
১০.	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	
১১.	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	
১২.	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী	✓

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
	এলাকায় আছে	
১৩.	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	
১৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	✓
১৫.	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	✓
১৬.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	✓
১৭.	কমপক্ষে২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	✓
১৮.	অন্যান	

সংযুক্তি-২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মুঃ সামসুজ্জামান লিকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭৪-০৮০৫৭১৭
২	মোঃ মাহাবুব আলম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	উপদেষ্টা	০১৭১৭-৬৫৫৩৪২
৩	মোঃমতিউর রহমান	ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭৩১২৫৪৬৬৯
৪	নারগীস সুলতানা	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১২-২৩২৩৩২
৫	হাজী আব্দুল ওহাব খলিফা	মেয়র	সদস্য	০১৮১৯-০৫৩৪২৮
৬	মোঃ ফজলুল হক	কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭২৮-২৫২৮৩৬
৭	হারুন অর রশিদ	শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১৮-৪৮৩২০৭
৮	মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান	মৎস্য অফিসার	সদস্য	০১৭১৮-৮৩০০৭৭
৯	শীলা রানী দাস	সমাজ সেবা অফিসার (আঃদাঃ)	সদস্য	০১৭১১১১৩৩৯৭
১০	রবীন্দ্রনাথ মল্লিখ	সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৭১৫-৩০৯৬৪৭
১১	মোঃমোবাশ্বের আলী	যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১৫-৬১৩৯৩১
১২	মোঃ হুমায়ূন কবির	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১৪-০৩৫১১৩০
১৩	মোঃ মজিবুর রহমান	খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার	সদস্য	০১৭১৬-৬৬৮৮২৩
১৪	মোঃমোজাম্মেল হক খান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার	সদস্য	০১৭১৬-৪২২৪১৮
১৫	মোঃমাহাবুব হোসেন সরকার	পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১৬-৬৮৪৮৬৯
১৬	মোঃআতিকুর রহমান তালুকদার	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১২-০৯০৫৪৩
১৭	শিশির কুমার পাল	পুলিশ পরিদর্শক,দশমিনা থানা	সদস্য	০১৭১৩-৩৭৪৩২০
১৮	ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৭১৪-০৩৩৪৯৭
১৯	ডাঃ মোঃ হুমায়ূন কবির	প্রাণী সম্পদ অফিসার	সদস্য	০১৭১৯-৯৩৪৯১৩
২০	বিপাশা দেবী তনু	মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য	০১৯১৫-৮৮৫২৫৬
২১	মোঃ ফজলুল হক	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭২৮-২৫২৮৩৬
২২	মোঃ মোকলেছুর রহমান	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭৫২—০৩৯১২৫
২৩	কাজী মোঃ সায়েমুজ্জামান	সহকারী কমিশনার (ভুমি)	সদস্য	০১৭৩৩৩৩৪১৫৪
২৪	মোঃমাহাতাবুল বারী	সহঃ পরিচালক ঘুর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচী	সদস্য	০১৭১৬-১৫৬৮২৮
২৫	আবুল কাসেম	স্কুল প্রধান শিক্ষক (গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)	সদস্য	০১৭২৯৯০৩১০৪
২৬	মো: সোলায়মান মহসীন	আমখোলা কলেজ অধ্যাক্ষ	সদস্য	০১৭১১০২৩৩৬৫
২৭	মোঃমিজানুর রহমান	এনজিও প্রতিনিধি (ইসলামি রিলিফ বাংলাদেশ)	সদস্য	০১৭৭৭৭৭৩৮৯৪
২৮	মোঃ হাবিবুর রাহামান হাদী	চেয়ারম্যান (গলাচিপা)	সদস্য	০১৮১৮-১৭১৭৯৯
২৯	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	চেয়ারম্যান (পানপট্টি)	সদস্য	০১৭১৫-০২৯৩১৫
৩০	এমসিরাজুল ইসলাম .	চেয়ারম্যান (রতনদী তালতলী)	সদস্য	০১৭২৭-০১০০০৩৮
৩১	মোঃ গোলাম গাউস	চেয়ারম্যান (গোলখালী)	সদস্য	০১৭২০-৫২৯১৯৮

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
	তালুকদার নিপু			
৩২	এম এ কুদ্দুস মিয়া	চেয়ারম্যান (গজালিয়া ইউনিয়ন)	সদস্য	০১৭৪০-৮২৭২৫২
৩৩	মোঃএরশাদ হোসেন বাদল	চেয়ারম্যান (চিকনিকান্দি)	সদস্য	০১৭১০-২০২০২০
৩৪	আনোয়ার হোসেন	চেয়ারম্যান (আমখোলা)	সদস্য	০১৭১৮-৫৯০০৪৮
৩৫	আনোয়ার হোসেন	চেয়ারম্যান (বকুল বাড়িয়া)	সদস্য	০১৭১২-২৭০৪৭২
৩৬	মোঃ রাজা মিয়া	চেয়ারম্যান (চরবিশ্বাস)	সদস্য	০১৭১৬২৮২৫৯৫
৩৭	বিশ্বজিৎ রায়	চেয়ারম্যান (ডাকুয়া) ভার প্রাপ্ত	সদস্য	০১৭১০-২৮৭২০৭
৩৮	দুলাল চৌধুরী	চেয়ারম্যান(কলাগাছি)	সদস্য	০১৭৩১-৪০৮৪১০
৩৯	মোঃ সাইদুর রহমান রুবেল	চেয়ারম্যান (চর কাজল)	সদস্য	০১৭১৬-২৮২৫৯৫
৪০	জালাল উদ্দিন	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার	সদস্য	০১৭১০৮৫৮৭৪৭
৪১	আমিরুল ইসলাম	পিআইও	সদস্য সচিব	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭

সংযুক্তি-৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আবুল কালাম	মৃতঃ ফজলুর রহমান খন্দকার	গোলখালী/০২	নাই	০১৭১৯-৯৩৫১৯৫
০২	মোখলেসুর রহমান	আব্দুল আজিজ মৃধা	গোলখালী০/৮	নাই	০১৭১৩-৯৬২৮৬১
০৩	তাজ নিহার	শাহজাহান সিরাজ	গোলখালী০/৯	নাই	০১৭৩৬-৮৬০৭২০
০৪	আবুল কাশেম	নূর হোসেন হাওলাদার	চিকনিকান্দি	নাই	০১৭৩৪-৯১০৮৭৭
০৫	ফরিদ আহমেদ	খোরশেদ আলম	চিকনিকান্দি	নাই	০১৭২২-৬৫৭১৩৮
০৬	শিল্পী রানী	গোবিন্দ চন্দ্র কুন্ডু	চিকনিকান্দি	নাই	০১৭১১-৫৮৩৫৬৭
০৭	তপন কুমার দে	মনোরঞ্জন বন্দ	ডাকুয়া/০৫	নাই	০১৭১৩-৯৫৭৪৩৮
০৮	আমিনুল ইসলাম	নুরূল আমিন তালুকদার	ডাকুয়া/০৩	নাই	০১৭১৮-২৫৯৬২৫
০৯	আলোনুর বেগম	আব্দুল জলিল শিকদার	ডাকুয়া/০২	নাই	০১৭৬১-৫১৮৮৭৪
১০	হানিফ গাজী	রতন আলী গাজী	আমখোলা	নাই	০১৮২৪-৮০৫৩৩৪
১১	হালিম মৃধা	মোসলেম আলী মৃধা	আমখোলা	নাই	০১৭২৮-০২৩৯১৮
১২	জাহানারা বেগম	আলাউদ্দিন শিকদার	আমখোলা	নাই	০১৭৫০-৭৫৯৪১৯
	হামিদা বেগম	মোকসেদ মৃধা	আমখোলা	নাই	০১৭৩৭-৯৬৪৮৯৫
১৩	মোঃ হানিফ গাজী		পানপট্টি	নাই	০১৭৩৯-৫৫৭৪৩৯
১৪	মোঃ আবুল কালাম	মোঃফয়েজুর আলিমৃধা	পানপট্টি	নাই	০১৭৫২৪৪৭০৫৬
১৫	মোসাঃ রাশিদা বেগম	মহাসিন মিয়া	পানপট্টি	নাই	০১৭২৫৭৬৬২১৯
১৬	মোসাঃ শরিফুল বেগম	আব্দুল মান্নান	আমখোলা	নাই	০১৯২৬-১৬৩৯৪২
১৭	মোসাহামিদা বেগম :	মখসেদ মৃধা	আমখোলা ১/২/৩	নাই	০১৭৩৭৯৬৪৮৯৫
১৮	মোঃ আবু ইউসুব	ফজলে আমিন খা	বকুলবাড়িয়া	নাই	০১৭৬১৮৭২৩২৪
১৯	মোঃ সামসুদ্দিন খান	জনাব আলী খান	বকুলবাড়িয়া	নাই	০১৭১৮৭৩৪৯০৬
২০	মোসাঃ মমতাজ বেগম	মোসলেম হাওলাদার	বকুলবাড়ীয়া	নাই	০১৭৩৫৩৩৪০৩৬
২১	মোঃ রফিকুল ইসলাম মুকুল	মোঃআজিজুর রহমান	গজালিয়া ইউনিয়ন ৩ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭২১৭৪২৯৩৯
২২	মোঃ নিজাম উদ্দীন	আব্দুস সালাম	গজালিয়া ইউনিয়ন ৪	নাই	০১৭৫৪০৯৯৮৩৪
২৩	মোসাঃ লাকী বেগম	মোঃজামাল শিকদার	গজালিয়া ইউনিয়ন ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭৫৮৬৯৭২৬৯
২৪	মোঃ শাহ্ আলম খলিফা	হানিফ খলিফা	রতনদিতালতলি ,নিজ হাওলা, ওয্যার্ড নং০৮ -	নাই	০১৭২৪২৯৭৪৪৫
২৫	মোঃ ইউসুফ মুন্সী	আব্দুল জলিল মুন্সী	রতনদিতালতলি্	নাই	০১৭৭০২২৫৫৩০

			কাচানীকান্দা, ওয়ার্ড নং০৫ -		
২৬	মোঃ জসিম হাওলাদার	আবুল কাশেম হাওলাদার	রতনদিতালতলি্ উলানিয়া ওয়ার্ড-০১	নাই	০১৭২৮৩৬৭৬৫৪
২৭	শাহানুর বেগম	নজরুল ইসলাম চুন্নু	কলাগাছিয়া ইউনিয়ান	নাই	০১৭২১২৪৩৫২৮
২৮	জনাব মোঃ সামশুদ্দিন শিং	আবুল হোসেন শিকদার	কলাগাছিয়া ইউনিয়ান	নাই	০১৭২৫৮১১৭১৭
২৯	জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান চৌধুরী	মোঃ আঃবারেক চৌধুরী	কলাগাছিয়া ইউনিয়ান	নাই	০১৭৫৪৪৮৬২৪৫
৩০	জনাবা ফেরদৌসি বেগম	আলমঙ্গীর হোসেন	চরকাজল, সদস্যা, সংরক্ষিত আসন নং০১ -,০২,০৩	নাই	০১৭১২৩৬৭১৫০-
৩১	জনাব মোঃ মিজানুর রহামান		চরকাজল,সদস্য, সাধারন আসন-০১	নাই	০১৭২৮৩৬৭৬৫৪
৩২	মোঃমনিরুল ইসলাম মনির	আলীহোসেন দফাদার	চরকাজল, সদস্য, সাধারন আসন০৩ -	নাই	০১৭২৪২৪৭৮১৩
৩৩	মোঃ এছাহাক ফকির	সাদের আলী ফকির	রতনদী, গলাচিপা	নাই	০১৯১৭২৩৪৭০৫
৩৪	আবু তালেব হাওলাদার	আব্দুল মতলেব হাওলাদার	বোয়ালিয়া-০৮, গলাচিপা	নাই	০১৭২৭০৫৮৩৬১
৩৫	মর্জিনা বেগম	আব্দুল গফুর খন্দকার	কালিকাপুর, গলাচিপা	**নাই**	০১৯১২৯৬৯৪৯১

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা, ২০১৪

সংচুক্তি-৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ছোট চরসিবা মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
বড় চরসিবা মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
ফুল খালি সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ সংলগ্নো মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
কোড়ালিয়া আঃ রহমান হাং বাড়ি সংলগ্ন মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
নয়াভাংগুনি আকন বাড়ী সংলগ্ন মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
গাববুনিয়া হাওলাঃবাড়ীর পুর্বো পাশের মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চর গাংগা মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
ছাতিয়ানপাড়া মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
জালালমাঝি রুস্তম হাং বাড়ী উত্ত পাশের মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	
নিজকাটা মাটির কেল্লা	আমিরুল ইসলাম	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭	

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা, ২০১৪

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
নীজ সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহানা সুলতানা	০১৭৩৬১৬৫২৬৬	
বাদুরা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবুল হোসেন		
ছৈলা বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উম্মুল খায়ের	০১৯১৫১১৫০২৫	
উঃআমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রিয়াজ বিন রিমা	০১৭২২৮৮৪৮৪২	
আমখোলা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোস্তাফিজুর রাহামান	০১৭১৫৬৪৮১২৭	
আলগী তাফাল বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃহানিফ	০১৭৫৭০৭৭৪৭৮	
পঃতাফাল বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নুরিন নাহরিন	০১৭১৯৯৩৪২৮৩	
পুঃবাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুভাষ চন্দ্র	০১৭৪৫৬৭৫৮৪৫	
দঃবাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গীতারানী হাং	০১৭২৮৪৬৭৬৩৫	
আমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃজহিরুল ইসলাম	০১৭১৪৭২৯৩৩২	
উঃপুঃআমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তহমিনা	০১৭২১২৩২৬৮৩	
গোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃআঃ		
চর সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃহানিফ	০১৭২৮৫১২৮৪০	
পঃনলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃসিদ্দুকুর রাহমান	০১৭২৯৭৮৬০৩৯	
সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অবিনাস চন্দ্র	০১৭১৯৯৩৮০৪৪	
কালিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আঃরশিদ	০১৭৪৫২০০১৪৮	
দঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাওঃশাহাজাহান	০১৭৩৭০১২৭৩৩	
বড়মূল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃইমাম হোসাইন	০১৭৩৪০৮২৯০৪	
নলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিদ্দিকুর রাহমান	০১৭২৫৮৭৩৯৮০	
হরিদেব পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আনিসুজ্জামান	০১৭১৪৬২০৭৩৫	
উঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আঃ হালিম	০১৭৯৮১৯৭৪২৫	
দঃবলইবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃকামাল হোসেন	০১৭৪৮০১৮৪৩৬	
চর বাদুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেনহাজ উদ্দিন	০১৭১৮৬২৩৪১৬	
পুঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিউটি বেগম	০১৭৩২০৮৬৯৮৭	
উঃ চরখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আস্রাফ হোসেন	০১৯১৫৮৯৪৫৭২	
রতনদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃসুলতান আহম্মেদ		
গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবুল কাসেম	০১৭২৯৯০৩১০৪	
মুরাদ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাসিনারা বেগম	০১৭১১২১৯৭০১	

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
দঃচরখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অর্পনা রানী সাহা	০১৭৩৩৬১৭৬০৫	
বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃমইন উদ্দিন	০১৭১০২২৭৭৮৩	
কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আসমা বেগম		
গলাচিপা বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গৌরী রানী	০১৭২৮৬৩১৩১৯	
রতনদী পল্লী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সালেমুঃশাহিন	০১৭১৪২৩৫০৯৬৭	
পঃপক্ষিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আঃরাজ্জাক	০১৭২১৩২৮০৬৭	
তুলাতলি পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আল আমিন	০১৭২১৪৩০৩০৯	
পানপট্টি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনিরা সুলতানা	০১৭২৮৬৩১৩২০	
উঃপঃ পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফিরোজ আলম	০১৭৩২১১২৪৪০	
পুঃপানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	লুৎফর রহমান	০১৭৪২৩৩৯৫৯০	
নুরিয়া পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রেফায়েতুল ইসলাম	০১৭১৬৫৭৩৪৬৫	
পানপট্টি হাই এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মিজানুর রহমান		
পানপট্টি কাজিকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কুদ্দুসুর রহমান	০১৭৩১১৯৩৬২৯	
আটখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইসরাতজাহান		
ডাকুয়া বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃশাহাআলম	০১৭২৪১৮২৯২৯	
হোগলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অন্জলীরানী রায়	০১৭১৫৩৮০৩১৪	
মধ্য ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃরুহুল আমিন	০১৭১৮৮৩২৫২৮	
নিজামুল চত্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কবিরুল ইসলাম		
পুঃচর ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেলা রানী কুন্ডু	০১৭২৮০২৪০৯৩	
পঃপার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফারজানা ইয়াসমিন	০১৭১০৮৫৮৪৬৪	
মধ্য পার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃশাহাআলম		
রতন্দীতালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উম্মেরুমান	০১৭৩১২৯০৮৮৫	
মধ্য রতন্দীতালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃআঃবারী খান	০১৭৩৪০৪১১৬৬	
দঃ উলানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃজাহাঙ্গীর আলম	০১৭১৮৮৩২৯৯২	
দঃ পুঃ উলানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অসিত কুমার শীল	০১৭২৯৯০২৮৪৫	
গ্রামর্দদন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জেসমিন বেগম	০১৭১২১০৯০৫৫	
উলানিয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফোরকান আহম্মেদ	০১৭২১৮০৯৩১৮	
পাতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাসিমা বেগম	০১৯২৩২০৪০৮৬	
পানখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃহারুন অর রশিদ	০১৭১৮৮৯৮৩১৬	
কোটখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আল মামুন	০১৭৩২৩৮৩৯৯২	
চিকনিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিখারানী দেবী	০১৭৭২৩৫০৭০৪	
সুতাবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবুল মনসুর	০১৭৩৪৪১২৯১৩	

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা, ২০১৪

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা পরিষদ ভবন	মোঃ মাহাবুব আলম	০১৭১২৭৮৬৮৩০	
উপজেলা মৎস অফিস	মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান	০১৭১৮-৮৩০০৭৭	
উপজেলা শিক্ষা অফিস	হুমায়ুন কবির	০১৭১৪-০৩৫১১৩০	
গলাচিপা ইউপি ভবন	মোঃ হাবিবুর রাহামান হাদী	০১৮১৮-১৭১৭৯৯	

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
পানপট্টি ইউপি ভবন	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	০১৭১৫-০২৯৩১৫	
রতনদী তালতলি ইউপি ভবন	এম সিরাজুল ইসলাম	০১৭২৭-০১০০৩৮	
গোলখালী ইউপি ভবন	মোঃ গোলাম গাউস তালুকদার নিপু	০১৭২০-৫২৯১৯৮	
গজালিয়া ইউপি ভবন	এম এ কুদ্দুস মিয়া	০১৭৪০-৮২৭২৫২	
চিকনিকান্দি ইউপি ভবন	মোঃএরশাদ হোসেন বাদল	০১৭১০-২০২০২০	
আমখোলা ইউপি ভবন	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৫৯০০৪৮	
ডাকুয়া ইউপি ভবন	বিশ্বজিৎ রায়	০১৭১০-২৮৭২০৭	
বকুল বাড়িয়া ইউপি ভবন	আনোয়ার হোসেন	০১৭১২-২৭০৪৭২	
কলাগাছি ইউপি ভবন	দুলাল চৌধুরী	০১৭৩১-৪০৮৪১০	
চর কাজল ইউপি ভবন	মোঃ সাইদুর রহমান রুবেল	০১৭১৬-২৮২৫৯৫	
চর বিশ্বাস ইউপি ভবন	রাজামিয়া	০১৭১৬২৮২৫৯৫	

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা, ২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উত্তর আমখোলা রুস্তুমের বাড়ী হইতে মেস্তরি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ।	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৫৮০০৪৮	
ভাংরা বেপারী বাড়ী হইতে জবেদ সিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ।	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৫৮০০৪৮	
আমখোলা মকবুল গাজীর বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৫৮০০৪৮	
তাফালবাড়ীয়া মজুমদার বাড়ী হইতে আবুল তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৫৮০০৪৮	
বাঁধ			
গলাচিপা পৌরসভা হইতে বোয়ালিয়া আবাসন পর্যন্ত বাঁধ	মোঃ হাবিবুর রাহামান হাদী	০১৮১৮-১৭১৭৯৯	
বদনাতলি থেকে পানপট্টি পর্যন্ত বাঁধ	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	০১৭১৫-০২৯৩১৫	
ডাকুয়া ইউনিয়নে (৬ফুট উঁচু) ২০কিঃমিঃ বাঁধ	বিশ্বজিৎ রায়	০১৭১০-২৮৭২০৭	
উত্তর হরিদেব পুর থেকে গজালিয়া জেলে বাড়ী পর্যন্ত বাঁধ,	এম এ কুদ্দুস মিয়া	০১৭৪০-৮২৭২৫২	
মুশুরিকাঠী স্লুইজ হইতে আমখোলা হইয়া দঃ বলইকাঠি পর্যন্ত বাঁধ,	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৫৯০০৪৮	
বাদুরা বাজার হইতে সৈলাবুনিয়া পর্যন্ত বাঁধ,	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৫৯০০৪৮	
বাউরিয়া হইতে বউবাজার পর্যন্ত বাঁধ রয়েছ।	আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৫৯০০৪৮	

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা, ২০১৪

উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	ডাঃ মোঃ মাহাবুবুর রহমান	০১৭১৪০৩৩৪৯৭	
চরমোমআজ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমঃ	মোঃ শাহআলম হোসেন	০১৭৩১৩৫৭৫৪৪	
	মোঃ আল-মামুন	০১৭৩৩১৩৫৭২০	
	মোঃ তাইজুল ইসলাম	০১৭২১৬৭২৭৪২	
	মাহফুজা	০১৭২৫১৭২৪২৬	
	মোঃ জুয়েল আহম্মেদ	০১৭৪৩৫৬৩৬২৫	
গজালিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমঃ	সমীর চন্দ্র দাস,	০১৭৩৪০৪১২২১	
	সালমা বেগম	০১৭৩৬৭৯৯৫৭৮	
	মোঃ শফিকুল ইসলাম	০১৭১৪৫২৩৪০২	
	মুঃ আল অমিন বিশ্বাস	০১৭২১৯৬১২৫৫	
পানপট্টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমঃ গলাচিপা	আসাদুনেছা আসমা	০১৭৫২৪৪৭৪৬৪	
	মোঃ বজলুর রহমান,	০১৭২০৩২০০২২	
	মৌসুমী বেগম	০১৭২৩৪৭৪৩৪৯	
	সালমা বেগম	০১৭৩৫৩৩৩৫৬৪	
বকুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমঃ	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	০১৭৬১৭২৪২১১	
	মোঃ হাবিবুর রহমান	০১৭৩২৭৮০০৫১	
	মোঃ হাবিবুর রহমান	০১৭৩২৭৮০০৫১	
উপঃ স্বাস্থ্য কমঃ গলাচিপা	আবুয়াল হোসেন	০১৭২১৪৮১২১৭	
	নাসরীন নাহার	০১৭১২২২২২৪৫	
	সামচুন নাহার	০১৭২৮২৬২৭৩০	
	মোঃ নূহ নাজিউলস্নাহ	০১৭১৯৬৫৯৬৪৭	
	মোঃ জাকির হোসেন	০১৭১৯৫৯২৫১৪	
	মোঃ হেলাল উদ্দিন	০১৭১৪৬১৬৪০	
	আবুর বশার	০১৭৬৮৯১২৯৫৪	
	জাকিয়া বেগম	০১৭৩৪০৮২৯৯১	
	শীলা রানী দেবী	০১৭১১৩৪০১৯৮	
ডাকুয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমঃ	মনিরানী দাস	০১৭১৯৬৮৮৭২৭	

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	হাসিনা পারভীন	০১৭৩১২৫২৬৮১	
	মনারানী দত্ত	০১৮২৩২২৯৭৯২	
	মুক্ত মুতাইত	০১৭৩৬৩৯০১৭৭	
	তানজিলা আক্তার	০১৭৩৩০৮৬৬৫৩	
চিকনিকান্দি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	মিতা রানী মালাকার	০১৭৩৪৩০৮৫০৮	
	মিতা রানী মালাকার	০১৭৩৪৩০৮৫০৮	
	আঃ হাই তালুকদার,	০১৭৬১৪৩১৭০৬	
	নাসরিন সুলতানা	০১৭১৩৮৬৯২৭০	
গোলখালী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	মোঃ তানবীর আহাম্মেদ,	০১৭২১০৫৯৭৭৭	
	তাছলিমা বেগম	০১৭৪২৯৪০০২১	
	মোঃ ফোরকান মিয়া	০১৭২৫৪৩৯৬৩০	
	মোঃ মাইনুল ইসলাম	০১৯২৫০৯৬৭৪৩	
চরবিশ্বাস ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	মোঃ শাহীন		
	আরিফুর রহমান	০১৭১৬৬২৩১৯২	
	সামচুন নাহার ঝুমুর	০১৭২২৫৪৩১১৮	
	আল-আমিন	০১৭৪০৮৪৪৪৫২	
	আসমা বেগম	০১৭৫৩০০৪০৩৫	
	আসমা বেগম	০১৭৫৩০০৪০৩৫	
	সানোয়ার হোসেন	০১৭১৬৫০০৩৭৩	
চরকাজল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	মোঃ বাদল হোসেন	০১৭১৬৪৬০৩০৫	
	রাবেয়া বেগম	০১৭৩৫১৫০৩২৫	
কলাগাছিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	রেখা বেগম,	০১৭২৫৯৬৫৪৪২	
রতনদি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জেসমিন আক্তার	০১৭১০১৮২০০৯	
	রম্মনুরানী দাস	০১৯১২৪১৭৭৩৭	
	বঙ্কিম চন্দ্র কির্তনিয়া,	০১৭২৭৫৮২১৯৫	
আমখোলা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সালমা খানম	০১৭২১৪০৩৬২৩	
	কুলসুম বেগম	০১৭৩২৬০০৫৬৮	
	জহিরল ইসলাম	০১৭১২৩৪৩৫৭৫	

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	মোঃ নরজ্জামান	০১৭৩৪৯৮২৬৬৪	
ইউঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্র কলাগাছিয়া ইউনিয়ন	মোঃ তৈমুর রেজা	০১৭২২৩০৯৪২২	
	মোঃ জিয়াউর রহমান	০১৭৩৩১৫৩৫২২	
	মোঃ তৈমুর রেজা	০১৭২২৩০৯৪২২	
গ্রাম্য ডাক্তার			
পানপট্টী	আবিনাশ চন্দ্র রায়	০১৭২৩-০৭৫৮৯	
পানপট্টী	বাবুল নাথ	০১৭৩৫-৫৮৮৫৫	
রেন্ডিতলা বাজার	ডাঃনজরুল ইসলাম	০১৭৩৪-৬২৯১৬	
রেন্ডিতলা	ডাঃকাওসার আহম্মেদ	০১৭৩৫৫৭৭২৪০	
রেন্ডিতলা	ডাঃমোঃমোসারাফ হোসেন	০১৭৬১৫৩৮১৩৫	
গজালিয়া আদারি বাজার	ডাঃমলিন চন্দ শীল	০১৭৩২-২১১১৫৪	
গজালিয়া আদারি বাজার	ডাঃমনির হোসেন	০১৭৩৫৭২৭৬৪২	
গজালিয়া আদারি বাজার	ডাঃচান মিয়া	০১৭১৮৯৬৫৭৮৫	
গজালিয়া আদারি বাজার	ডাঃজগদিস	০১৭১০৫৫৭৬১৬	
গজালিয়া আদারি বাজার	ডাঃমোস্তফা কামাল	১০৭১৯৯৬৬১৭১	

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গলাচিপা, ২০১৪

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
–	–	–	এ উপজেলায় কোন ফায়ার স্টেশন নেই।

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ডাকুয়া	মোজাম্মেল হক	০১৭৩২৮০৭৫৪৮	গলাচিপা উপজেলা সংলগ্ন নদীরঘাট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
হরিদেব পুর/০৬	মোঃহাবিব পেদা	০১৭৮২-৪২৮০১৮	
হরিদেব পুর/০১	মোঃকাদের খন্দকার	০১৯৩৫-৬৯২০১৯	
হরিদেব পুর/০১	বাবুল ফকির	০১৯১৮-৬৩৫২৬৯	
বদরপুর/০২	মিরাজ মোল্লা	০১৭৪০-০৩৬১৮৮	
হরিদেব পুর/০১	মোঃআলম ফকির	০১৭৮২-১০৫৯৭৯৬	
হরিদেব পুর/০১	ইসলাম ফকির	০১৭৬৬-৪৩০৫৭৮	
গোলখালি/০৫	মোঃ রাজা হারওলাদার	০১৮৩৮-৩১০৫৯৬	
গোলখালি/০৫	ইয়াকুব হাওলাদার	০১৮৪৫-০৬২৫৪২	
গোলখালি/০৫	জিয়ারুল মাতুব্বর	০১৭৭৭-৯৯৮৩৭০	
গোলখালি/০৫	ছলেমান হাওলাদার	০১৯১৪-৮৮০৯০০	
পুর্ব গোলখালি	মনির খা	০১৭৫৯-৭০৯৫৯২	

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
হরিদেবপুর/০৫	মান্নান পেদা	০১৭২৫-২৮৩৩৯৬	
পুর্ব গোলখালি	কবির খা	০১৭৫১-৭৩৯৩২৩	
পুর্ব গোলখালি	দুলাল মাঝি	০১৮১২-২৫৫১০১	
গোলখালি/০১	মোঃফোরকান মাতুব্বর	০১৯১৮-৭৭৯৫৬৭০	
গোলখালি/০২	ইব্রাহিম খন্দকার	০১৭৪৭-৬৮৮১৫০	
গোলখালি/০২	খবির শিকদার	০১৭৬৬-৪৩০৫৭৮	
পৌরসভা/০১	খলিল পেদা	০১৭৮২-৪২৮০১৮	

তথ্য সূত্রঃ গলাচিপা নৌযান সমিতি,নদীঘাট গলাচিপা, ২০১৪

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
উলানিয়া বাজার ডাকুয়া	মজিবুর রহমান মিয়া	০১৭১৮১৭৫৯৬৫	
পানপট্টি-০২	দেলোয়ার গাজী	০১৭২৫-৬৮১৬৫১	
পানপট্টি-০২	বাবুল নাথ	০১৭৩৫-৪৫৮৮৫৫	
সেন্টার বাজার	আলিম চৌকিদার	০১৭৬১-৫২৯৬০৬	
সেন্টার বাজার	সেলিম মুন্সি	০১৭২৫-৮৩০৫৫০	
ব্রিজ বাজার	বাবুল গাজী	০১৭৩০-১৩৪২৫৫	
গজালিয়া বাজার	জাকির হোসেন গাজী	০১৭১৯-১৭১০২৪	
চর চন্দাইল	মোঃ রফিক	০১৭২৯-৯০৩১১৪	
	মোঃ নাসির উদ্দিন	০১৭১৪-৫৫১৭৪০	
উলানিয়া বাজার ডাকুয়া	মজিবুর রহমান মিয়া	০১৭১৮১৭৫৯৬৫	

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, গলাচিপা, ২০১৪

সংযুক্তি-৫

এক নজরে গলাচিপা উপজেলা

আয়তন	৯২৫.০৮		গীর্জা	নাই
ইউনিয়ন	১২		ঈদগাঁহ্	১৯৪
মৌজা	৮১		ব্যাংক	১৮
গ্রাম	২৩৬		পোস্ট অফিস ও সাব পোস্ট অফিস (১+২৪=২৫)	২৫
পরিবার	৫৭,৪২৭		ক্লাব	২২
মোট জনসংখ্যা	২,৫৯,৫১৫		হাট বাজার	৯৪
পুরুষ	১,২৭,২৪৯		কবরস্থান	৩৭
মহিলা	১,৩১,২৬৬		শ্মশান ঘাট	০১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৭৮		মুরগির খামার	২৫
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৮		তাঁত শিল্প কারখানা	নেই
রেজিঃসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৬		গভীর নলকূপ	৩৬০৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৬		অগভীর নলকূপ	নেই
কলেজ	১০		হস্ত চালিত নলকূপ	নেই
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	৪৮		নদী (ছোট/বড়)	০৮
শিক্ষার হার	৩৪.৩৯%		খাল	২৩
কমিউনিটি ক্লিনিক	১০		বিল	নাই
বাঁধ	০৬		পুকুর	৩০,০০০
স্লুইচ গেট	৩৫		জলাশয়	২৫
ব্রীজ (ঢালাই,স্টিল,)	৩৬৯		কাঁচা রাস্তা	১৫৪৮.২ কিঃমিঃ
কালভার্ট	১৩৫		পাকা রাস্তা	১৬৭.০৬ কিঃমিঃ
মসজিদ	১০০১		মোবাইল টাওয়ার	৫
মন্দির	৫০		খেলার মাঠ	৫২
প্যগোডা	০১			

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকাক -	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

সংযুক্তিঃ ৭

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময়/শেয়ারিং এবং শুপারিশ সমুহ

(ভেলিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)

গলাচিপা উপজেলা

- **সুচনাঃ** ইংরেজী ১৭/৭/২০১৪ তারিখ (বহঃস্পতি বার) সকাল ১১:৩০মিঃ স্থানঃ গলাচিপা উপজেলা কনফারেন্স রুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কমিটির চেয়ারপার্সন, সামসুজ্জামান লিকন (উপজেলা চেয়ারম্যান) ,কো-চেয়ারপার্সন মোঃ মাহাবুবুল আলম (ইউএনও), সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম (পিআইও) সহ ৪২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সামসুজ্জামান লিকন(উপজেলা চেয়ারম্যান)।

- **মুল কার্যক্রমঃ**
  - উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।
  - দুর্যোগ ও ঝুঁকিপুর্ণ এলাকার চিত্র ও মানচিত্র প্রদর্শন।
  - উপস্থাপনা ও ফিডব্যাক গ্রহন ও সম্মতিক্রমে রিপোর্টে অন্তভুক্তিকরন।
- **ফিডব্যাক সম্মুহঃ**
  - উপজেলার আপদ গুলোর সাথে খরাকে নতুন আপদ হিসাবে যোগ করার পরামর্শ।
  - উপজেলার পুকুর সংখ্যা ২০০০০টির স্থলে ৩০,০০০ টি পুকুর হবে।
  - উপজেলার জনসংখ্যা ২,২৩,৫০৫ এর স্থলে মোট জনসংখ্যা ২,৫৯,৫১৫ হবে।
  - এক নজরে বাঁধের সংখ্যা ১০ টি নয় ০৬ টি হবে।
  - উপজেলাতে ৪৫ টির স্থলে ৭৩ টি উঁচু টিউবওয়েল রয়েছে যা, বন্যা বা জলছাসের সময় ডুবে যায় না।
  - উপজেলা জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলি অফিসের তথ্য মতে আমখোলাতে ৩০০টি টিউবয়েলের স্থলে-৩৬৩টি টিউবয়েলের হবে।
  - জলছাসের কারনে উপজেলার রাস্তাঘাট গুলি তারাতারি নস্ট হওয়া।
  - উপজেলার পানপট্টি, কলাগাছিয়া ,চর কাজল,চর বিশ্বস, গলাচিপা ,গজালিয়া, রতন্দী তালতলি ইউনিয়ন বেশি ঝুঁকিপুর্ণ হিসাবে রিপোর্টে সংযুক্তি করার পরামর্শ।
  - ইউনিয়ন সেচ্চাসেবক হিসাবে ইউনিয়ন মেম্বারদের রাখার প্রস্তাব।
  - উপজেলার তথ্যের সাথে পৌ্রসভার তথ্য অন্তভুক্তিকরনের জন্য পরামর্শ।
  - এ উপজেলায় সেচের আওতাভুক্ত মোট জমি ৩০০০০হেক্টর এর স্থলে ৩৩৫০০ হেক্টর।
- **বিশেষ আলোচনাঃ**

উপজেলা চেয়ারম্যান মুঃ সামসুজ্জামান লিকন তার আলোচনায় সুশীলনের এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানান এবং সেই সাথে ধন্যবাদ জানান তাদের উপজেলার এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন রিপোর্টটি সঠিক ও নির্ভুল ভাবে তুলে ধরার জন্য। উপজেলার ভবিষ্যতে দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রনয়নে এই রিপোর্টটি ফলপ্রসু হবে। উপজেলার তথ্যের সাথে পৌ্রসভার তথ্য অন্তভুক্তিকরনের জন্য পরামর্শ প্রদান করছি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাহাবুব আলম উপজেলা দুর্যোগ ও ঝুঁকিপুর্ণ এলাকার চিত্র সঠিক বলে তিনি মনে করেন। জলছাস এই উপজেলার প্রধান এই আপদের সাথে খরাকে একটি নতুন আপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পানপট্টি, কলাগাছিয়া ,চর কাজল,চর বিশ্বস, গলাচিপা ,গজালিয়া, রতন্দী তালতলি ইউনিয়ন বেশি ঝুঁকিপুর্ণ হিসাবে রিপোর্টে সংযুক্তি করার পরামর্শ। উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ ফজলুল হক বলেন উপজেলার কৃষি সম্পৃক্ত যাবতীয় তথ্য সঠিক রয়েছে তবে। এ উপজেলায় সেচের আওতাভুক্ত মোট জমি ৩০০০০ হেক্টর এর স্থলে ৩৩৫০০ হেক্টর। উপজেলা জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলি অফিসের তথ্য মতে আমখোলাতে ৩০০টি টিউবয়েলের স্থলে-৩৬৩টি টিউবয়েলের হবে। উপজেলাতে ৪৫ টির স্থলে ৭৩ টি উঁচু টিউবওয়েল রয়েছে। যা, বন্যা বা জলছাসের সময় ডুবে যায় না। উপজেলা প্রকৌশলী মোঃআতিকুর রহমান তালুকদার বলেন ব্রীজ,কালভার্ট,রাস্তাঘাটের বিস্তারিত তথ্য দেখে আমি অত্যান্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ। উপজেলার সকল রাস্তা উচু করলে জলছাস ও বন্যায় উপজেলা রক্ষ পাবে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বক্তব্যে বলেন এই রিপোর্টটি করার জন্য সুশীলনের প্রতিনিধি আমার সাথে সর্বাক্ষনিক যোগাযোগ রেখেছে অনেক পরামর্শ, মতামত নিয়েছে। আমি অত্যান্ত আনন্দিত হব উপজেলার এই রিপোটটি ফাইনাল উপজেলায় দেয়ার জন্য। সভাপতি মুঃ সামসুজ্জামান লিকন সুশীলনকে উপজেলার সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ও সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভা সমাপ্তি করেন।

সংযুক্তি ৮

টেবিল নম্বর ১.৪ গলাচিপা উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	নীজ সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	গোলখালি	হ্যা
	২	বাদুরা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৪	আমখোলা	হ্যা
	৩	ছৈলা বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৫	আমখোলা	হ্যা
	৪	উঃআমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৭	আমখোলা	হ্যা
	৫	আমখোলা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৫	আমখোলা	হ্যা
	৬	আলগী তাফাল বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	আমখোলা	হ্যা
	৭	পঃতাফাল বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৭	আমখোলা	হ্যা
	৮	পুঃবাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৬	আমখোলা	হ্যা
	৯	দঃবাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৫	আমখোলা	হ্যা
	১০	আমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৫	আমখোলা	হ্যা
	১১	উঃপুঃআমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	আমখোলা	হ্যা
	১২	গোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৪	৫	গোলখালি	হ্যা
	১৩	চর সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৪	গোলখালি	হ্যা
	১৪	পঃনলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	গোলখালি	হ্যা
	১৫	সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৭	৫	গোলখালি	হ্যা
	১৬	কালিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৭	গোলখালি	হ্যা
	১৭	দঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৪	৫	গোলখালি	হ্যা
	১৮	বড়মূল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	৫	গোলখালি	হ্যা
	১৯	নলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৫	৫	গোলখালি	হ্যা
	২০	হরিদেব পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৩	৫	গোলখালি	হ্যা
	২১	উঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৭	৫	গোলখালি	হ্যা
	২২	দঃ বলইবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৪	গোলখালি	হ্যা
	২৩	চর বাদুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৫	আমখোলা	হ্যা
	২৪	পুঃগোলখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৫	গোলখালি	হ্যা
	২৫	উঃ চরখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৮	৪	গলাচিপা	হ্যা
	২৬	রতনদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	রতনদীতালতলি	হ্যা
	২৭	গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	গলাচিপা	হ্যা
	২৮	মুরাদ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩০	৫	গলাচিপা	হ্যা
	২৯	দঃচরখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৪	গলাচিপা	হ্যা
	৩০	বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৪	গলাচিপা	হ্যা
	৩১	কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১২	৬	গলাচিপা	হ্যা
	৩২	গলাচিপা বালিকা সরকারি প্রাথমিক	২৫০	৫	গলাচিপা	হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
		বিদ্যালয়				
	৩৩	রতনদী পল্লী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৯	৫	রতনদীতালতলি	হ্যা
	৩৪	পঃপক্ষিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২২	৫	গলাচিপা	হ্যা
	৩৫	তুলাতলি পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৫	৪	পানপট্টি	হ্যা
	৩৬	পানপট্টি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৬	পানপট্টি	হ্যা
	৩৭	উঃপঃ পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩০	৭	পানপট্টি	হ্যা
	৩৮	পুঃপানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৫	পানপট্টি	হ্যা
	৩৯	নুরিয়া পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৪	৫	পানপট্টি	হ্যা
	৪০	পানপট্টি হাই এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৫	পানপট্টি	হ্যা
	৪১	পানপট্টি কাজিকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫	৫	পানপট্টি	হ্যা
	৪২	আটখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩২	৫	ডাকুয়া	হ্যা
	৪৩	ডাকুয়া বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩০	৪	ডাকুয়া	হ্যা
	৪৪	হোগলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৫	ডাকুয়া	হ্যা
	৪৫	মধ্য ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৩	৪	ডাকুয়া	হ্যা
	৪৬	নিজামুল চত্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪	৫	ডাকুয়া	হ্যা
	৪৭	পুঃচর ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	৫	ডাকুয়া	হ্যা
	৪৮	পঃপার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৭	৫	ডাকুয়া	হ্যা
	৪৯	মধ্য পার ডাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩২	৪	ডাকুয়া	হ্যা
	৫০	রতন্দীতালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪	৫	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৫১	মধ্য রতন্দীতালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৫	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৫২	দঃ উলানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৬	৭	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৫৩	দঃ পুঃ উলানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৩	৫	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৫৪	গ্রামর্দদন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৫	পানপট্টি	হ্যা
	৫৫	উলানিয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৪	৫	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৫৬	পাতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৪	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৫৭	পানখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪০	৪	চিকনিকান্দি	হ্যা
	৫৮	কোটখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৩	৫	চিকনিকান্দি	হ্যা
	৫৯	চিকনিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪০	৫	চিকনিকান্দি	হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৬০	সুতাবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩০	৫	চিকনিকান্দি	হ্যা
	৬১	সুতাবাড়ীয়া সার্কেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৩	৫	চিকনিকান্দি	হ্যা
	৬২	কালারাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫	৫	চিকনিকান্দি	হ্যা
	৬৩	ইছাদি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬০	৭	গজালিয়া	হ্যা
	৬৪	চর চন্দাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৪	৫	গজালিয়া	হ্যা
	৬৫	উঃ ইছাদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৮	৫	গজালিয়া	হ্যা
	৬৬	গজালিয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	৫	গজালিয়া	হ্যা
	৬৭	বাহের গজালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫২	৫	গজালিয়া	হ্যা
	৬৮	কচুয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	৫	চিকনিকান্দি	হ্যা
	৬৯	দঃকল্ল্যান কলস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৫	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৭০	দঃ ছোনখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৫	৫	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৭১	খারিজ্জামা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৮	৫	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৭২	কলাগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৬	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৭৩	উঃ কল্ল্যান কলস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪২	৫	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৭৪	দঃবাশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫২	৫	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৭৫	উঃছোনখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৫	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৭৬	দঃ লামনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৪	৫	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৭৭	পাতাবুনিয়া হাই/এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬০	৭	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৭৮	পুঃ লামনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	৪	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৭৯	গিলাবাড়ীয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১২	৭		হ্যা
	৮০	মধ্য চরকাজল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৭	৭	চরকাজল	হ্যা
	৮১	ছোট কাজল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৫	চরকাজল	হ্যা
	৮২	শিবার চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৮	৬	চরকাজল	হ্যা
	৮৩	দঃচর বিশ্বাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৮	৬	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৮৪	চর আগস্তি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৩	৭	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৮৫	চর কপালবেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৬	৫	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৮৬	পুঃ চর বিশ্বাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৫	৬	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৮৭	মধ্য চর বিশ্বাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৩৪	৭	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৮৮	নীজ সুহরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৭	৫	গোলখালি	হ্যা
	০১	আমখোলা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০০	৮	আমখোলা	হ্যা
	০২	আটখালি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২০	৭	ডাকুয়া	হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৩	উদয়ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৭	ডাকুয়া	হ্যা
	০৪	উলানিয়া হাট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ	২৫০	৫	রতনদী তালতলী	হ্যা
	০৫	উঃআমখোলা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭০	৫	আমখোলা	হ্যা
	০৬	উঃচরখালি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫৪	৫	গলাচিপা	হ্যা
	০৭	কাছিয়াবুনিয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫৬	৭	আমখোলা	হ্যা
	০৮	কল্ল্যান কলস বেঃরোঃবাঃ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২১	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	০৯	কলাগাছিয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২২	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	১০	কোটখালি বালিকা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৪৫	৭	চিকনিকান্দি	হ্যা
	১১	কল্ল্যানকলস সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২৫	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	১২	খারিজ্জামা ইসাহাক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২৫	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	১৩	গলাচিপা বালিকা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৬৫	৭	গলাচিপা	হ্যা
	১৪	গলাচিপা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০০	৭	গলাচিপা	হ্যা
	১৫	গোলখালি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬৪	৭	গোলখালি	হ্যা
	১৬	গুয়াবাড়ীয়া এ,বি বালিকা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭৬	৬	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	১৭	চালতাবুনিয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৪	৫		হ্যা
	১৮	চরকাজল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫১	৭	চরকাজল	হ্যা
	১৯	চর বিশ্বস জনতা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬৮	৭	চর বিশ্বস	হ্যা
	২০	চর চন্দাইল আমজাদ হোসেন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮৫	৭	গজালিয়া	হ্যা
	২১	চর মোন্তাজ এ সত্তার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪৭	৬	চর বিশ্বাস	হ্যা
	২২	চিকনিকান্দি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭৩	৮	চিকনিকান্দি	হ্যা
	২৩	কোটখালী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০৪	৭		হ্যা
	২৪	চর আগস্তি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৮	চর বিশ্বাস	হ্যা
	২৫	চর আমখোলা বালিকা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০৮	৭	আমখোলা	হ্যা
	২৬	ছোট বাশদিয়া এফ করিম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০০	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	২৭	ছোনখোলা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৯০	৭	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	২৮	টুঙ্গাগী বাড়ীয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬৪	৫		হ্যা
	২৯	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনঃসরকারি	২৪৫	৬		হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
		মাধ্যমিক বিদ্যালয়				
	৩০	ডাকুয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬৪	৭	ডাকুয়া	হ্যা
	৩১	দঃ বাউরিয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮৮	৭	আমখোলা	হ্যা
	৩২	দঃ চর বিশ্বাস বাঃ সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬২	৭	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৩৩	দঃপুঃগোলখালি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪০	৬	গোলখালি	হ্যা
	৩৪	নলুয়াবাগী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭৩	৭	গোলখালি	হ্যা
	৩৫	পানখালি পানজাতিয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪৭	৫	চিকনিকান্দি	হ্যা
	৩৬	পানপট্টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩১	৫	পানপট্টি	হ্যা
	২৭	পাড় ডাকুয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩১৯	৭	ডাকুয়া	হ্যা
	৩৮	পাতাবুনিয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৭	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৩৯	পঃতাফালবাড়িয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০৯	৭	আমখোলা	হ্যা
	৪০	বাদুরহাট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০৮	৭	আমখোলা	হ্যা
	৪১	বিপিসি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭৬	৭		হ্যা
	৪২	বাশঁবাড়ীয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৮	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৪৩	বঙ্গবন্ধু বালিকা সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২১৮	৭	পানপট্টি	হ্যা
	৪৪	মধ্য হরিদেবপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩১৮	৭	গজালিয়া	হ্যা
	৪৫	মৌডুবী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৭		হ্যা
	৪৬	রতন্দীতালতলি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৩২	৭	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৪৭	রাংগাবালী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫৪	৭	রাংগাবালী	হ্যা
	৪৮	লামনা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৭	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৪৯	চিকনিকান্দী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৪৮	৭	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৫০	সুহরী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০৬	৬	গোলখালি	হ্যা
	৫১	হরিদেবপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০১	৬	গজালিয়া	হ্যা
	৫২	গোলখালী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬৪	৬	গোলখালি	হ্যা
	৫৩	আমখোলা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৩৪	৭	আমখোলা	হ্যা
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০১	গলাচিপা আইডিয়াল নি্ম্নো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫৭	৫	গলাচিপা	হ্যা
	০২	চর গঙ্গা আদশ্য সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৫		হ্যা
	০৩	চর কপালবেরাআদর্শ সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪৩	৫	চরকাজল	হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	০৪	রাঙ্গাবালী সালেহা সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৩	৫	রাঙ্গাবালী	হ্যা
	০৫	মেমসাহেব সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫৩	৫	রতনন্দী তালতলি	হ্যা
	০৬	লক্ষ্মী বেসস্টিন সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৪	৫		হ্যা
	০৭	বঙ্গবন্দু নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮০	৫	পানপট্টি	হ্যা
	০৮	দক্ষিন চর বিশ্বাস নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।	১১৭	৫	চরবিশ্বাস	হ্যা
	০৯	ছোনখোলা পাতাবুনিয়া (এস,পি) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬৫	৫	বকুলবাড়িয়া	হ্যা
	১০	চর আমখোলা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৮০	৫	বকুলবাড়িয়া	হ্যা
রেজিঃ সরকারি বিদ্যালয়	১	বিবির হাওলা সঃ প্রঃ বিদ্যালয়	৩০০	৭	পানপট্টি	হ্যা
	২	দড়ি বাহেরচর সঃ প্রঃ বিদ্যালয়	৩০৮	৭		হ্যা
	৩	পঃ বাদুরা সমবায় সঃ প্রঃ বিদ্যালয়	৩৫৬	৭	আমখোলা	হ্যা
	৪	কালাই কিশোর সঃ প্রঃ বিদ্যালয়	৩৭৬	৮	আমখোলা	হ্যা
	৫	বড় পাবুয়া পল্লী উন্নয়ন সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩১৫	৭		হ্যা
	৬	বড় পাবুয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩১৭	৮		হ্যা
	৭	উত্তর বাহের গজালিয়া রেজিঃসঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩২৫	৮	গজালিয়া	হ্যা
	৮	মাঝগ্রাম সঃ প্রঃ বিদ্যালয়	৩৪২	৭	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৯	গুরা বাড়ীয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩০৯	৭	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	১০	পঃকল্লানকলস সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৬৭	৫	কলাগাছিয়া	হ্যা
	১১	পঃবাশবাড়িয়া দঃবাদ সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২০৭	৫	কলাগাছিয়া	হ্যা
	১২	পুঃসুতাবাড়ীয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩৫	৫	চিকনিকান্দি	হ্যা
	১৩	পানপট্টি সেনের হাওলা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৫	৫	পানপট্টি	হ্যা
	১৪	মানিকদাদ সঃ প্রঃ বিদ্যালয়	২৬৪	৭	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	১৫	ভাইয়ার হাওলা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩১	৬	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	১৬	ছয় আনী সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩২৭	৭	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	১৭	উঃ চর বিশ্বাস সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২২৫	৬	চর বিশ্বাস	হ্যা
	১৮	পঃরতন্দীতালতলি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৭৬	৬	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	১৯	পঃপানপট্টি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫৪	৬	পানপট্টি	হ্যা
	২০	দেওয়ানী পটুয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৩	৫	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	২১	মধ্য হরিদেবপুর সঃ প্রঃ বিদ্যালয়	২৩১	৫	গজালিয়া	হ্যা
	২২	উঃপুঃ উলানিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৭৩	৭	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	২৩	উঃপুঃ গজালিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৩	৬	গজালিয়া	হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	২৪	দঃ কালিকাপুর সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২১৮	৬	গলাচিপা	হ্যা
	২৫	উঃ গুপ্তের হাওলা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৮১	৬	পানপট্টি	হ্যা
	২৬	দঃ কলাগাছিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২১১	৬	কলাগাছিয়া	হ্যা
	২৭	পুঃকল্ল্যান কলস সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৩	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	২৮	গোলখালি হালিমা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫৪	৭	গোলখালি	হ্যা
	২৯	ছোট চত্রা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩০০	৭	ডাকুয়া	হ্যা
	৩০	উঃপঃ পানপট্টি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩০৯	৭	পানপট্টি	হ্যা
	৩১	পুঃ নেতা এ এইচ সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩০৮	৭		হ্যা
	৩২	উঃপাতাবুনিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩২৪	৭	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৩৩	ছাতিয়ানপাড়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩১২	৭		হ্যা
	৩৪	দঃপানপট্টি খরিদা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩১৭	৭	পানপট্টি	হ্যা
	৩৫	পুঃ কালারাস্তা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৭৫	৬		হ্যা
	৩৬	পুঃনুলুয়াবাগী সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৮৫	৬	আমখোলা	হ্যা
	৩৭	উঃপক্ষিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৬৭	৭	গলাচিপা	হ্যা
	৩৮	উঃ কচুয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৩	৭	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৩৯	ছোট গাবুয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২১৯	৫		হ্যা
	৪০	মধ্য আটখালি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪১	৬	ডাকুয়া	হ্যা
	৪১	দঃ পুঃ মাঝগ্রাম সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৬১	৫	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৪২	পুঃ বাঁশবাড়ীয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২২২	৬	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৪৩	পুঃমাঝগ্রাম সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩২	৫	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৪৪	পুঃ পানখালি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪১	৫	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৪৫	পুঃহরিদেবপুর সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩৬	৫	গজালিয়া	হ্যা
	৪৬	পুঃ গোলখালি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫৪	৬	গোলখালি	হ্যা
	৪৭	পুঃ বোয়ালিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩৭	৬	গলাচিপা	হ্যা
	৪৮	ছোট চরসিবা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩১	৬	চর কাজল	হ্যা
	৪৯	গোন্দা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৬০	৬	গলাচিপা	হ্যা
	৫০	পুঃ কালির চর সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৭	৬	গোলখালি	হ্যা
	৫১	পুঃকোটখালি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪১	৬	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৫২	মধ্য ছোনখোলা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫৩	৭	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৫৩	বোয়ালিয়াবাদ সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩২১	৭		হ্যা
	৫৪	সৈয়দকাঠি ভিডিসি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩৩৩	৭	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৫৫	কল্ল্যানকলস রোকেয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩৭৬	৬	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৫৬	দঃ হরিদেবপুর সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৫	৬	গোলখালি	হ্যা
	৫৭	দঃ চর আগস্তি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫১	৬	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৫৮	বাদুরা নতুন চর সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫৪	৭	আমখোলা	হ্যা
	৫৯	মধ্য বাঁশবাড়ীয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৯	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৬০	দঃপূঃ গোলখালী সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৬	৬	গোলখালী	হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৬১	দঃপঃচর বিশ্বাস সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৬৯	৭	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৬২	দঃপুঃবাঁশবুনিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩০৮	৭	আমখোলা	হ্যা
	৬৩	দঃকালারাজ সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৭১	৫	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৬৪	দঃ পাতাবুনিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩১	৫	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৬৫	মধ্য গুয়াবাড়ীয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৩	৫	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৬৭	টাটিবুনিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২১২	৫	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৬৮	উঃপাড় ডাকুয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২২৫	৫	ডাকুয়া	হ্যা
	৬৯	ঝাটিবুনিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫২	৫	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৭০	দঃ হোগলাবুনিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩০৫	৭	ডাকুয়া	হ্যা
	৭১	দঃ পানখালি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩১৯	৫	চিকনিকান্দী	হ্যা
	৭২	পঃ তুলারাম সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৬৪	৫	পানপট্টি	হ্যা
	৭৩	উঃপুঃ দোয়ানী পটুয়াখালিত সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫৪	৬	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৭৪	দঃ ছোট গাবুয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৩	৬	গোলখালি	হ্যা
	৭৫	উঃবড় চরকাজল সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩১	৭	চরকাজল	হ্যা
	৭৬	মাঝগ্রাম প্রগতি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৬২	৭	চিকনিকান্দি	হ্যা
	৭৭	ফুলখালি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩৬	৭	ডাকুয়া	হ্যা
	৭৮	মধ্য কালারাজ সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৭৯	৫	ডাকুয়া	হ্যা
	৭৯	বড়সিবা জনতা বাজার সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৬৪	৬		হ্যা
	৮০	পুঃ রতন্দী সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৫৬	৭	রতন্দীতালতলি	হ্যা
	৮১	গলাচিপা ডাকুয়া আদর্শ সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৮৪	৭	গলাচিপা	হ্যা
	৮২	মধ্য বলইবুনিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৭৮	৫	গোলখালি	হ্যা
	৮৩	দঃপুঃ কলাগাছিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৯০	৬	কলাগাছিয়া	হ্যা
	৮৪	উঃপুঃসিবাদীর হাট সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২২২	৫		হ্যা
	৮৫	মধ্য ছোট সিবা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩২	৫	চর কাজল	হ্যা
	৮৬	কবিরাজ পাড়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	৩২১	৫		হ্যা
	৮৭	চর আগস্তি সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২১৬	৫	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৮৮	দঃ ছোনখোলা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৭	৫	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
	৮৯	পুঃ হরিদেব পুর সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৮৮	৭	গজালিয়া	হ্যা
	৯০	উঃবোয়ালিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৭৬	৬	গলাচিপা	হ্যা
	৯১	পঃচরকাজল সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৪৫	৬	চরকাজল	হ্যা
	৯২	বাঁশবুনিয়া সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৩৮	৭	আমখোলা	হ্যা
	৯৩	পুঃ লামনা সঃপ্রঃবিদ্যালয়	২৮৪	৬	বকুলবাড়ীয়া	হ্যা
কলেজ	০১	আমখোলা কলেজ	১৭৯	৫	আমখোলা	হ্যা
	০২	উলানিয়া হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ	১৪৫৬	১২	রতনদী তালতলী	হ্যা
	০৩	কলাগাছিয়া এসআলী এম সেকান্দার. চৌধুরী ডিগ্রি কলেজ	৩৪০	৮	কলাগাছিয়া	হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	০৪	লামনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	৮০	৪	বকুলবাড়িয়া	হ্যা
	০৫	হাজী কেরামত আলী মহাবিদ্যালয়।	২৫৯	৭	চরবিশ্বাস	হ্যা
	০৬	চিকনিকান্দী কলেজ	৪৫০	৮	চিকনিকান্দী	হ্যা
	০৭	গজালিয়া বেঃ সঃ কলেজ	৩০০	৬	গজালিয়া	হ্যা
	০৮	হাজী কেরামত আলী মহা বিদ্যালয়।	২৫৬	৭	চর কাজল	হ্যা
	০৯	উলানিয়া হাট মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজ	৩০০	৬	রতন্দীতালতলি	হ্যা
মাদ্রাসা	১	আমলিবাড়ীয়া ইসঃসিনিয়র মাদ্রাসা	৩৭৮	৯		হ্যা
	২	ইচাদি দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৫	৮		হ্যা
	৩	উঃকাজির হাওলা মোহাঃ দাখিল মাদ্রাসা	৩৫৪	৭		হ্যা
	৪	উঃপুঃগজালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২৮	৮	গজালিয়া	হ্যা
	৫	উঃপানখালি মোহিবুল্লা দাখিল মাদ্রাসা	৩৮৬	৭		হ্যা
	৬	উঃচর বিশ্বাসছালেহা খাঃদাঃমাদ্রাসা	৩৪৫	৭	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৭	উঃচরখালি মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	৩৬৫	৭	গলাচিপা	হ্যা
	৮	এলেমাবাদ সালেহিয়াদাখিল মাদ্রাসা	৩৯০	৭		হ্যা
	৯	কালিকাপুর নুরীয়া ফাযিল মাদ্রাসা	৩২৮	৬		হ্যা
	১০	কালারাজার হাট হোসোঃ সিঃমাদ্রাসা	৩৬৭	৯		হ্যা
	১১	কোটখালী ফাযিল মাদ্রাসা	৩৪৫	৭	চিকনিকান্দী	হ্যা
	১২	কল্ল্যানকলস নেছারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	৩২৫	৭	কলাগাছিয়া	হ্যা
	১৩	কাছিবুনিয়া আসমত আলীপন্ডীত মাদ্রাসা	৩৪৬	৮		হ্যা
	১৪	গলাচিপা এন,জেড সিনিয়র মাদ্রাসা	৩৭৬	৭	গলাচিপা	হ্যা
	১৫	গোলখালী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২৮	৮	গোলখালী	হ্যা
	১৬	চালতাবুনিয়া নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৩৪	৮		হ্যা
	১৭	চর মোন্তাজ সিদ্দিকিয়া দাঃ মাদ্রাসা	৩৩৯	৯		হ্যা
	১৮	চিকনিকান্দী সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৩	৯	চিকনিকান্দী	হ্যা
	১৯	চর কাজল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২১	৮	চর কাজল	হ্যা
	২০	ছোটবাঁশদিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৪২	৯	কলাগাছি	হ্যা
	২১	ছোটসিবা সালেহিন দাখিল মাদ্রাসা	৩৫৩	৮	চর কাজল	হ্যা
	২২	ছোট সাবুয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	৩২৪	৭		হ্যা
	২৩	জামে-ই-ওমর ফারুক (রাঃ)দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৩	৭		হ্যা
	২৪	ডাকুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৫৩	৮	ডাকুয়া	হ্যা
	২৫	দঃচর বিশ্বাস এম,আলী দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৩	৮	চর বিশ্বাস	হ্যা
	২৬	দঃ বলই বুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২১	৯		হ্যা
	২৭	দঃ চর আগস্তি দাখিল মাদ্রাসা	৩৪২	৯	চর বিশ্বাস	হ্যা
	২৮	পঃগাববুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৫১	৮	কলাগাছিয়া	হ্যা
	২৯	পুঃনলুয়াবাগী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২৪	৮		হ্যা
	৩০	বোয়ালিয়া সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২৫	৮	গলাচিপা	হ্যা
	৩১	বাহির গজালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২১৭	৭		হ্যা
	৩২	বাঁশবুনিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	২৮০	৭	আমখোলা	হ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৩৩	বড়বাঁধ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	২৮৭	৮		হ্যা
	৩৪	বড়চত্রা দাখিল মাদ্রাসা	৩০৯	৮		হ্যা
	৩৫	মধ্য পানপট্টি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩১৮	৯	পানপট্টি	হ্যা
	৩৬	মধ্য পাড়ডাকুয়া সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৮৭	৭	ডাকুয়া	হ্যা
	৩৭	মধ্য আমখোলা দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৭	৭	আমখোলা	হ্যা
	৩৮	মুরাদনগর আহম্মেদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৮০	৮	গলাচিপা	হ্যা
	৩৯	মধ্য পাতাবুনিয়া গাজিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৭	৮		হ্যা
	৪০	মানিকচাঁদ দাখিল মাদ্রাসা	৩৬৪	৮		হ্যা
	৪১	রহমগঞ্জ হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৫৪	৯		হ্যা
	৪২	রাংগাবালী হামিদিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	৩০০	৮	রাংগাবালী	হ্যা
	৪৩	রাঙ্গাবালী নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২১	৮	রাংগাবালী	হ্যা
	৪৪	রাঙ্গাবালী জাহাগিরিয়া সুঃ দাখিল মাদ্রাসা	৩২৪	৭	রাংগাবালী	হ্যা
	৪৫	রাবেয়া ইয়াসিন মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	৩৪২	৮		হ্যা
	৪৬	লামনা সিনিয়র মাদ্রাসা	৩৪৬	৮		হ্যা
	৪৭	সাজিরহাওলা আকবারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২১	৮		হ্যা
	৪৮	কলারাজ সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা	৩৬৩	৯		হ্যা
	৪৯	রুপগঞ্জ হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২১	৮	আমখোলা	হ্যা
	৫০	মধ্য আমখোলা দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৭	১০	আমখোলা	হ্যা
	৫১	বাশবুনিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	৩৪২	১০	আমখোলা	হ্যা
	৫২	গোলখালী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৫৪	১০	গোলখালী	হ্যা
	৫৩	এলেমাবাদ ছালেহীয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২৫	১০	গোলখালী	হ্যা
	৫৪	পূর্ব নলুয়াবাগী দাখিল মাদ্রাসা	৩৪২	৮	গোলখালী	হ্যা
	৫৫	বোয়ালিয়া ছালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩১৫	৮	গলাচিপা	হ্যা
	৫৬	মধ্য পাড় ডাকুয়া ছালেহীয়া দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	৩৭০	৭	ডাকুয়া	হ্যা
	৫৭	ডাকুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২৪	৮	ডাকুয়া	হ্যা
	৫৮	মধ্য পাড় ডাকুয়া ছালেহীয়া দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	৩২০	৬	ডাকুয়া	হ্যা
	৫৯	মধ্য পানপট্টি ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	৩৭০	৮	পানপট্টি	হ্যা
	৬০	উত্তর পূর্ব গজালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৩১	৯	গজালিয়া	হ্যা
	৬১	দক্ষিন চর বিশ্বাস এম,আলী লতিফিয়া দাখিল মাদ্রাসা।	৩৪৬	৮	চর বিশ্বাস	হ্যা
	৬২	লামনা সালেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	৩১৮	৭	বকুলবাড়িয়া	হ্যা
	৬৩	মধ্য পাতাবুনিয়া গাজীয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩২১	৮	বকুলবাড়িয়া	হ্যা
	৬৪	রুপগঞ্জ হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩১২	১০	আমখোলা	হ্যা

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গলাচিপা

সংযুক্তি ৯আপদ : মানচিত্র (সাইক্লোন)

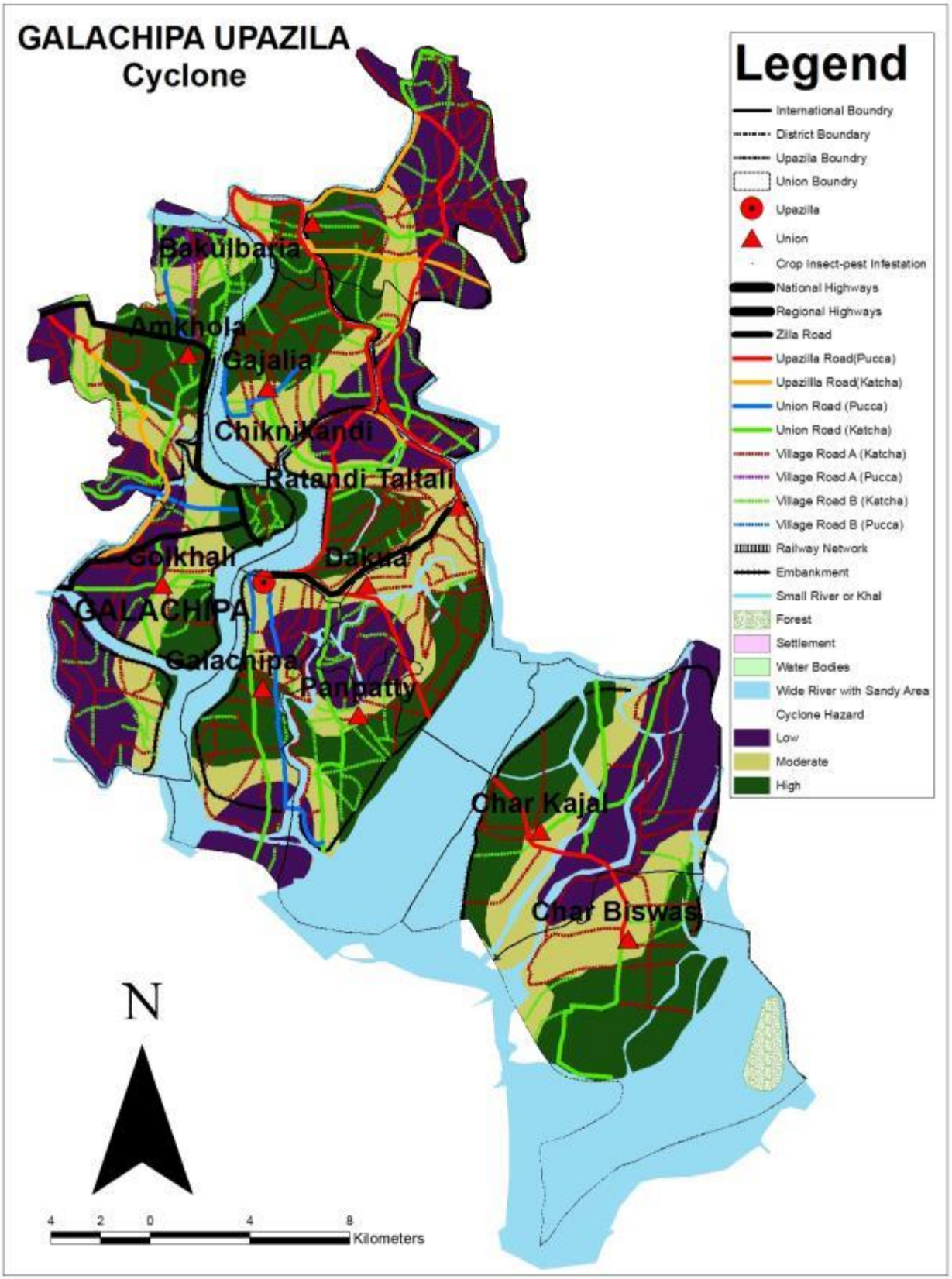

সংযুক্তি ১০ :আপদ মানচিত্র (গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি)

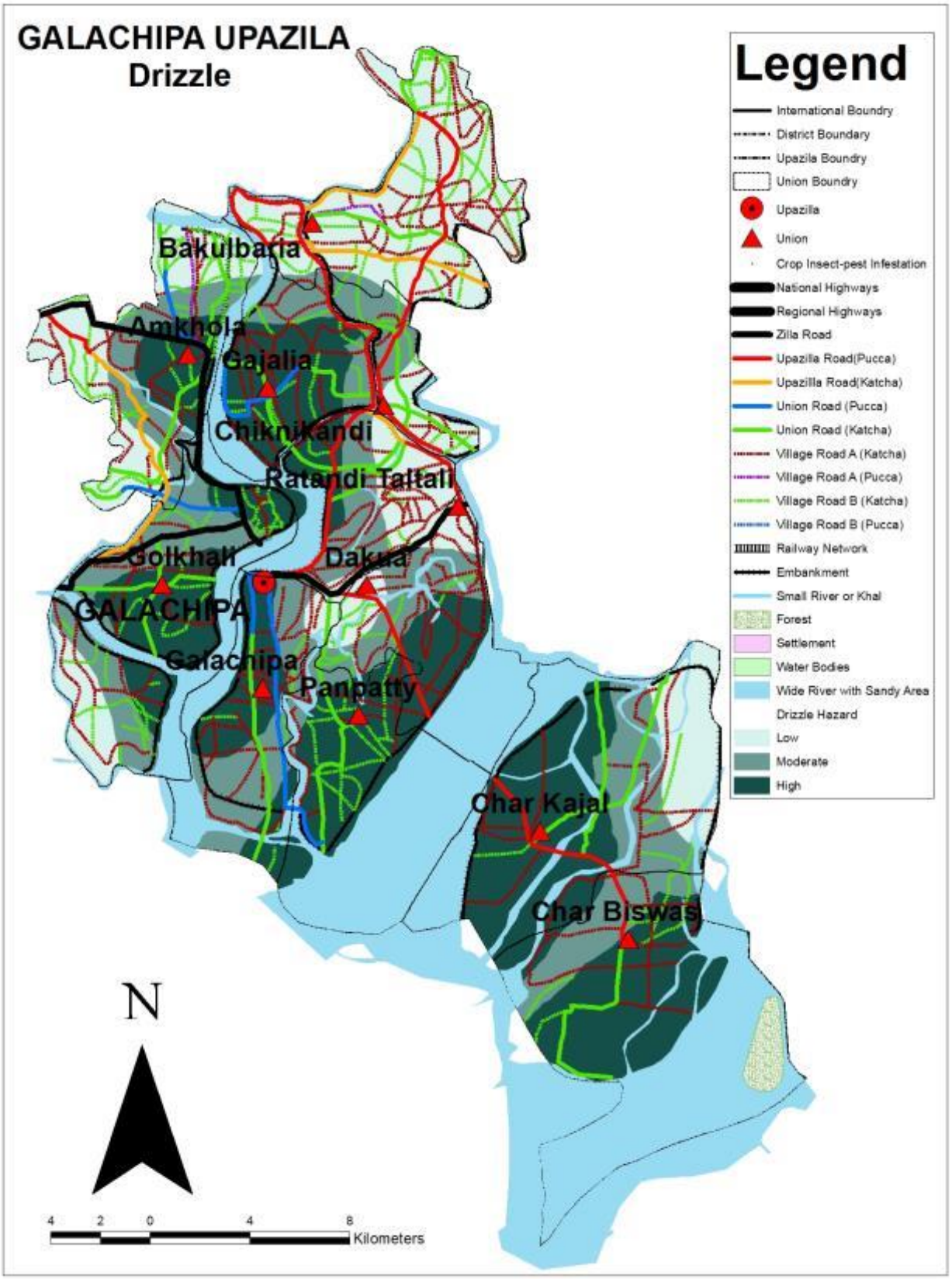

সংযুক্তি ১১ :আপদ মানচিত্র (বন্যা)

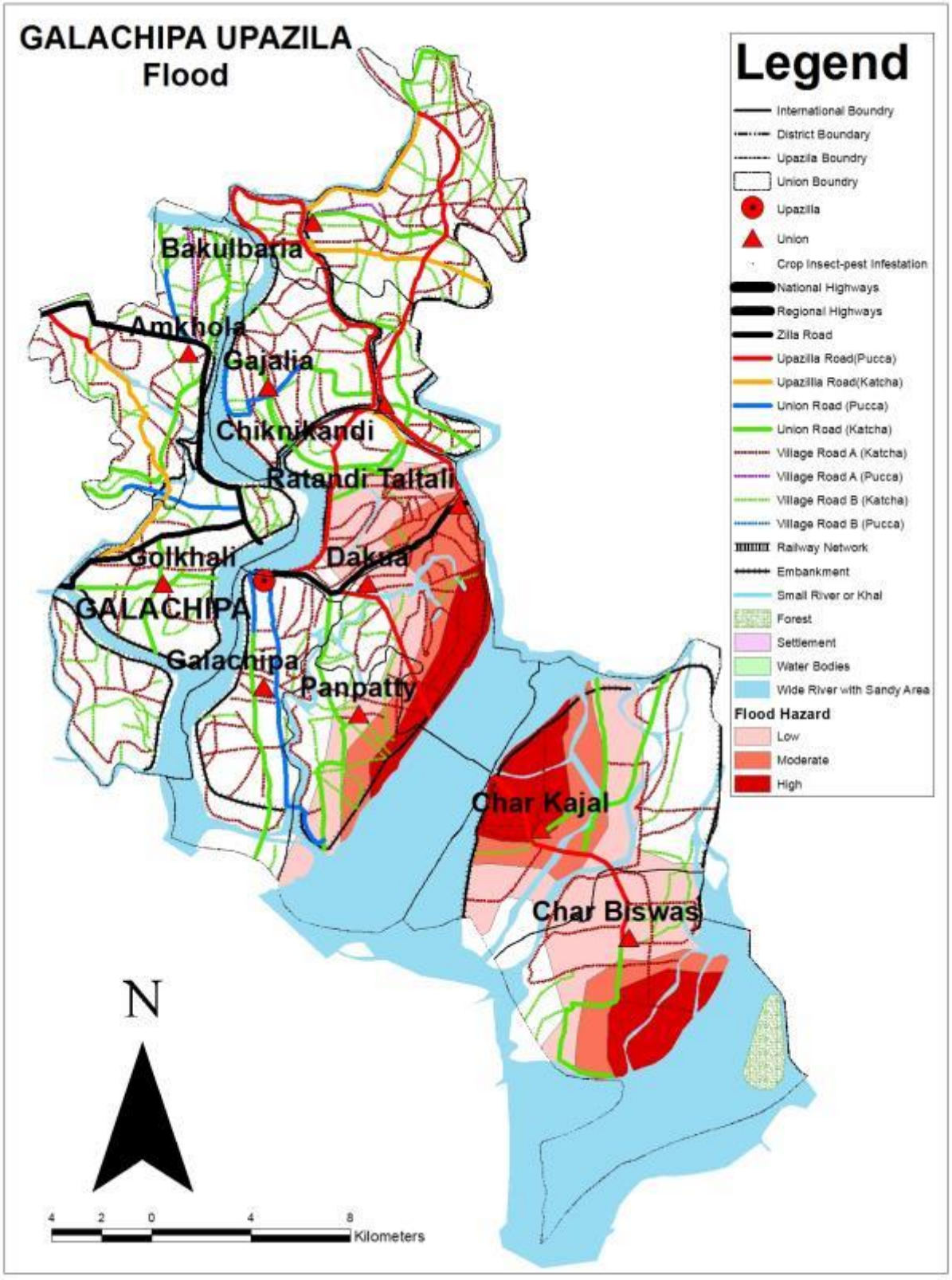

সংযুক্তি ১২ :আপদ মানচিত্র (অতিবৃষ্টি)

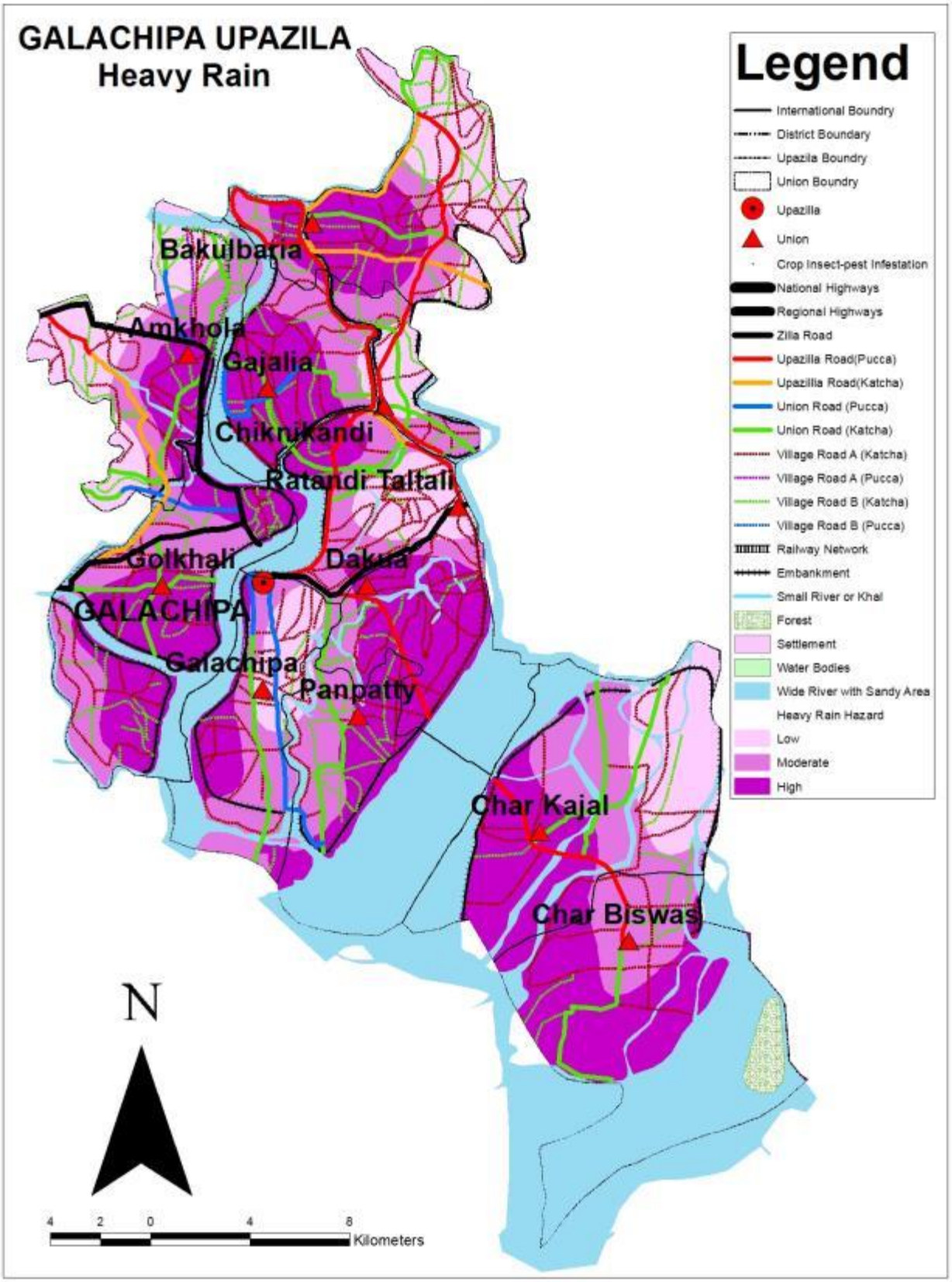

সংযুক্তি ১৩ :আপদ মানচিত্র (অতিরিক্ত জোয়ার)

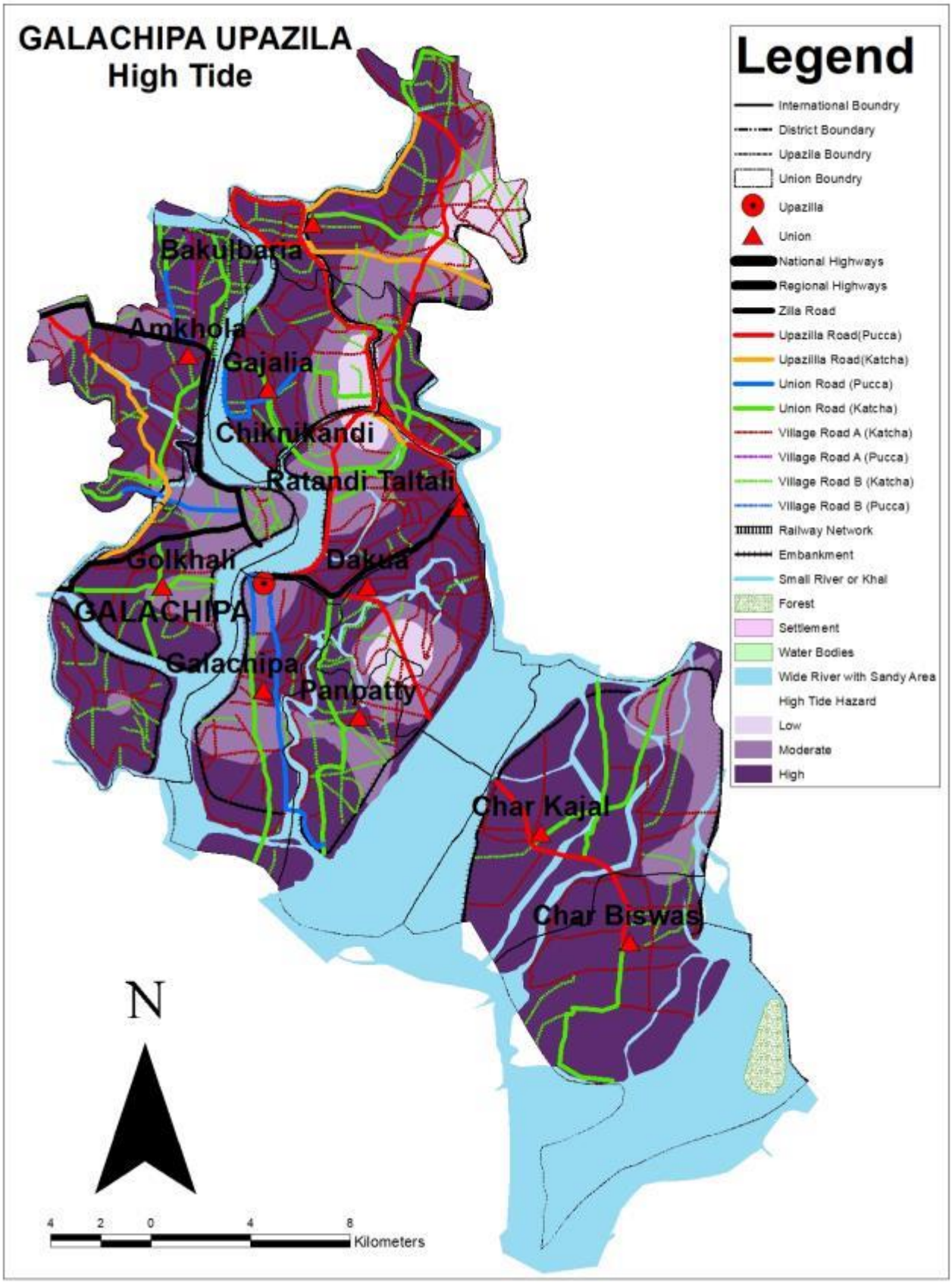

সংযুক্তি ১৪ :আপদ মানচিত্র (নদী ভাঙন)

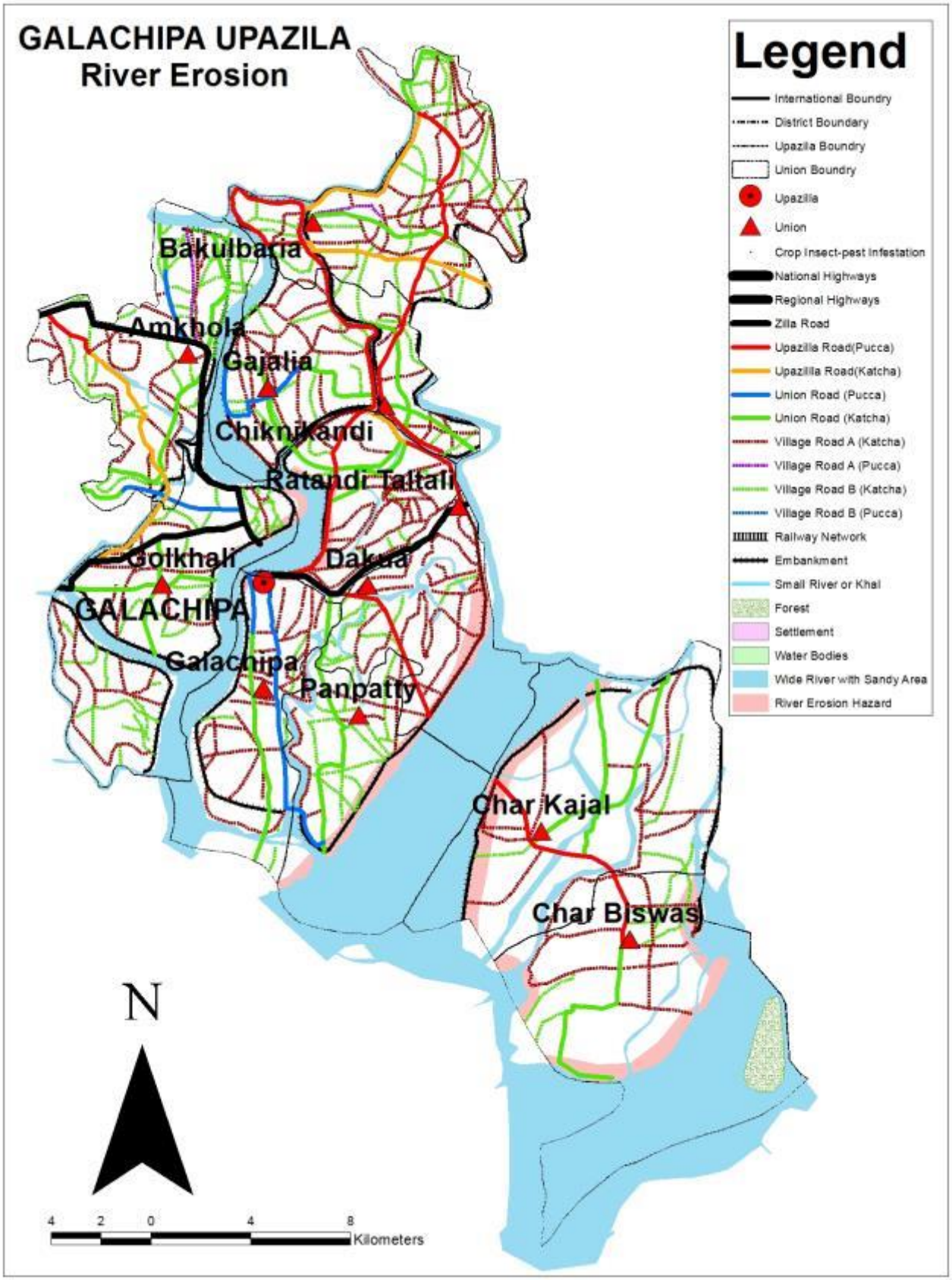

সংযুক্তি ১৫ :আপদ মানচিত্র (জলোচ্ছাস)

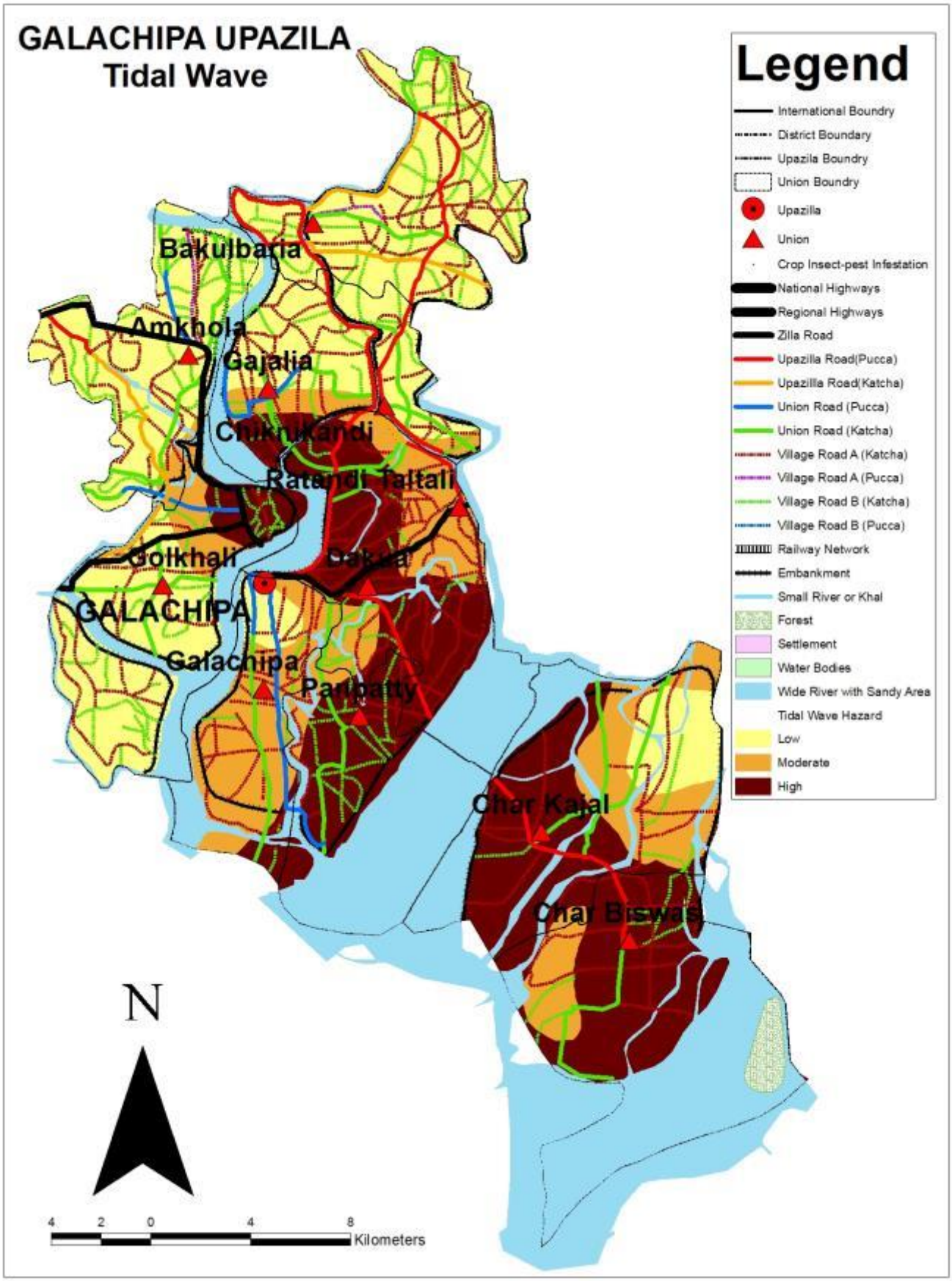

সংযুক্তি ১৬ :ঝুঁকির মানচিত্র) টর্নেডো)

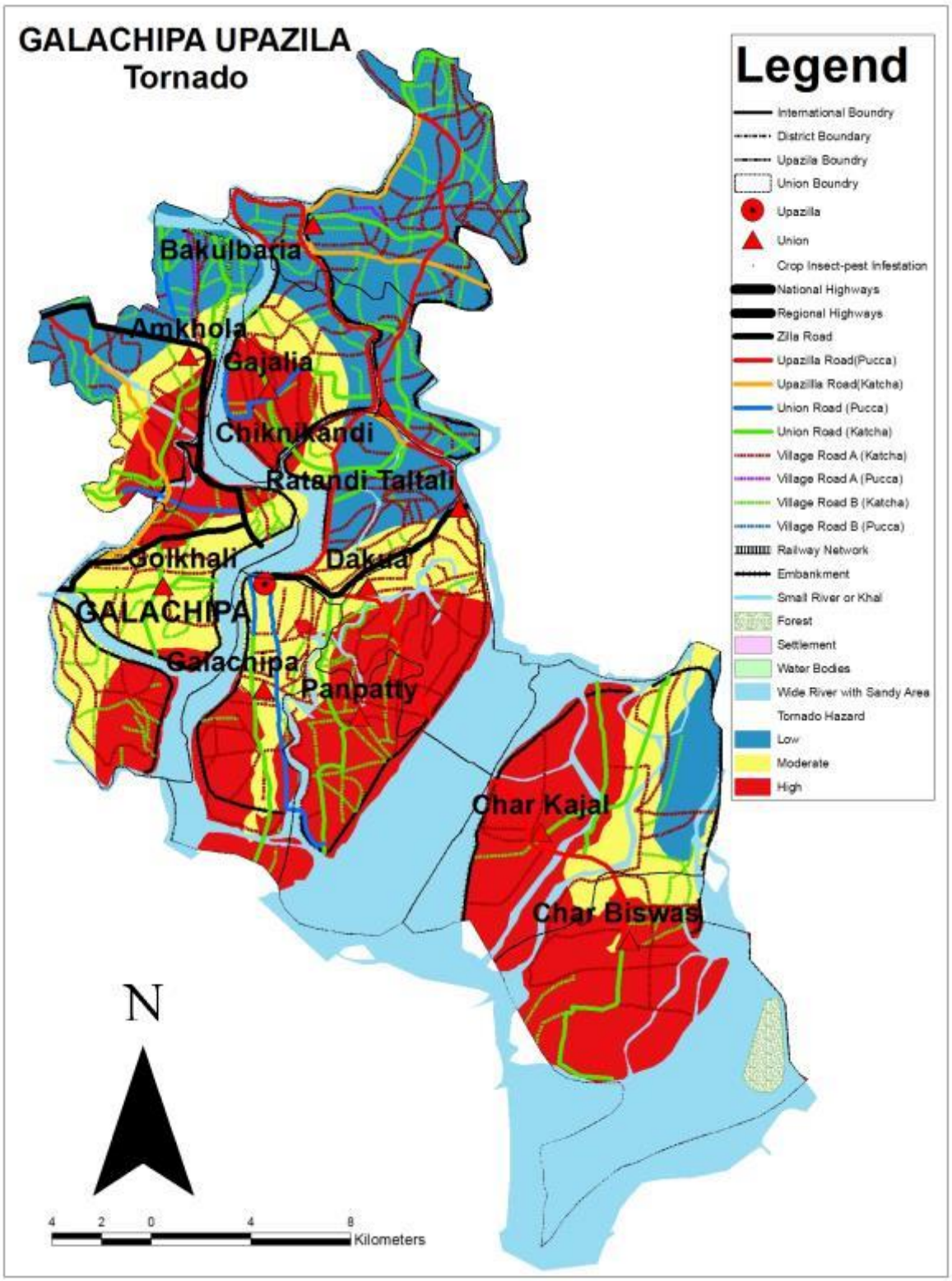

সংযুক্তি ১৭ :ঝুঁকির মানচিত্র) সাইক্লোন)

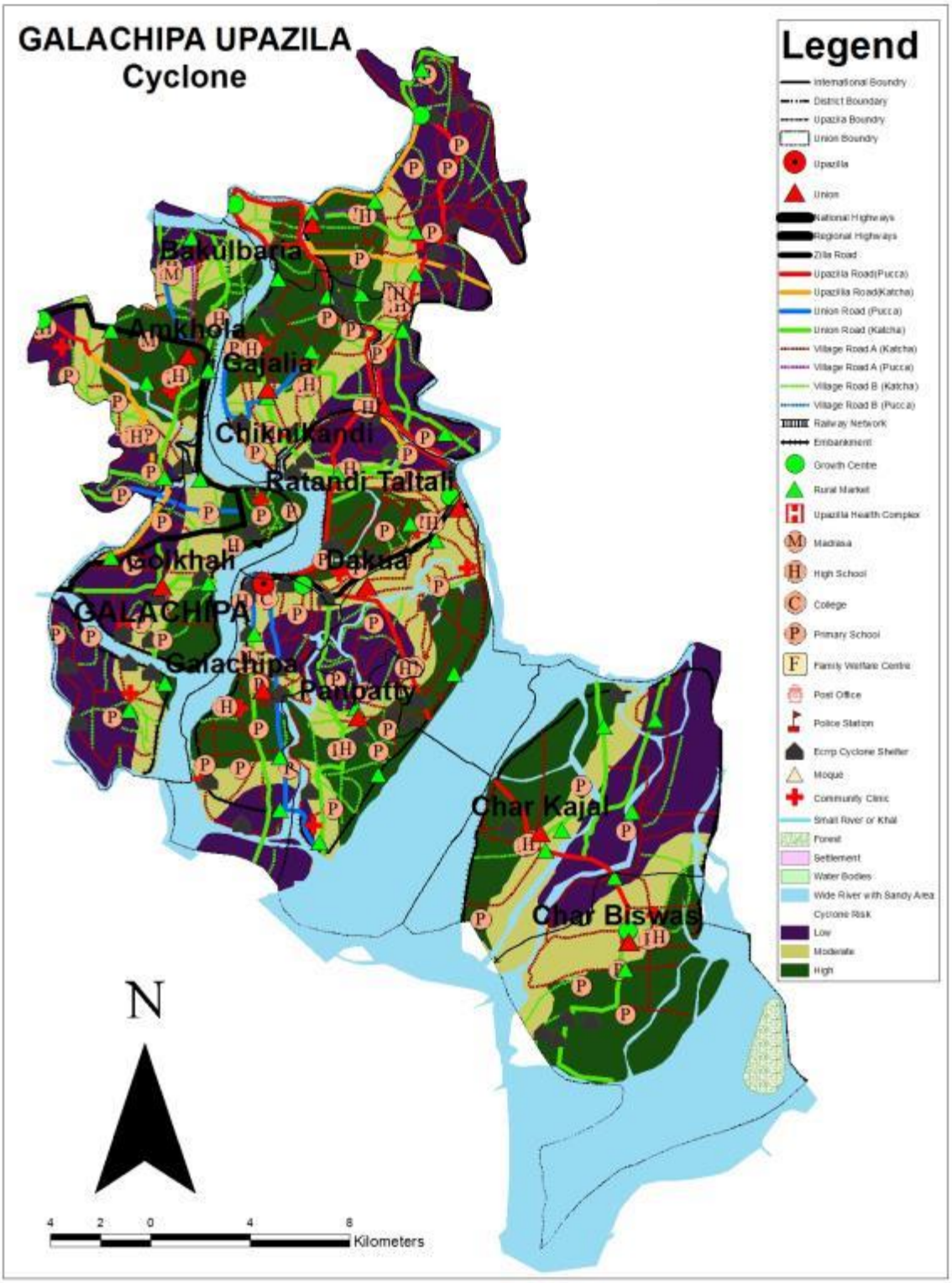

সংযুক্তি ১৮ :ঝুঁকির মানচিত্র) গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি)

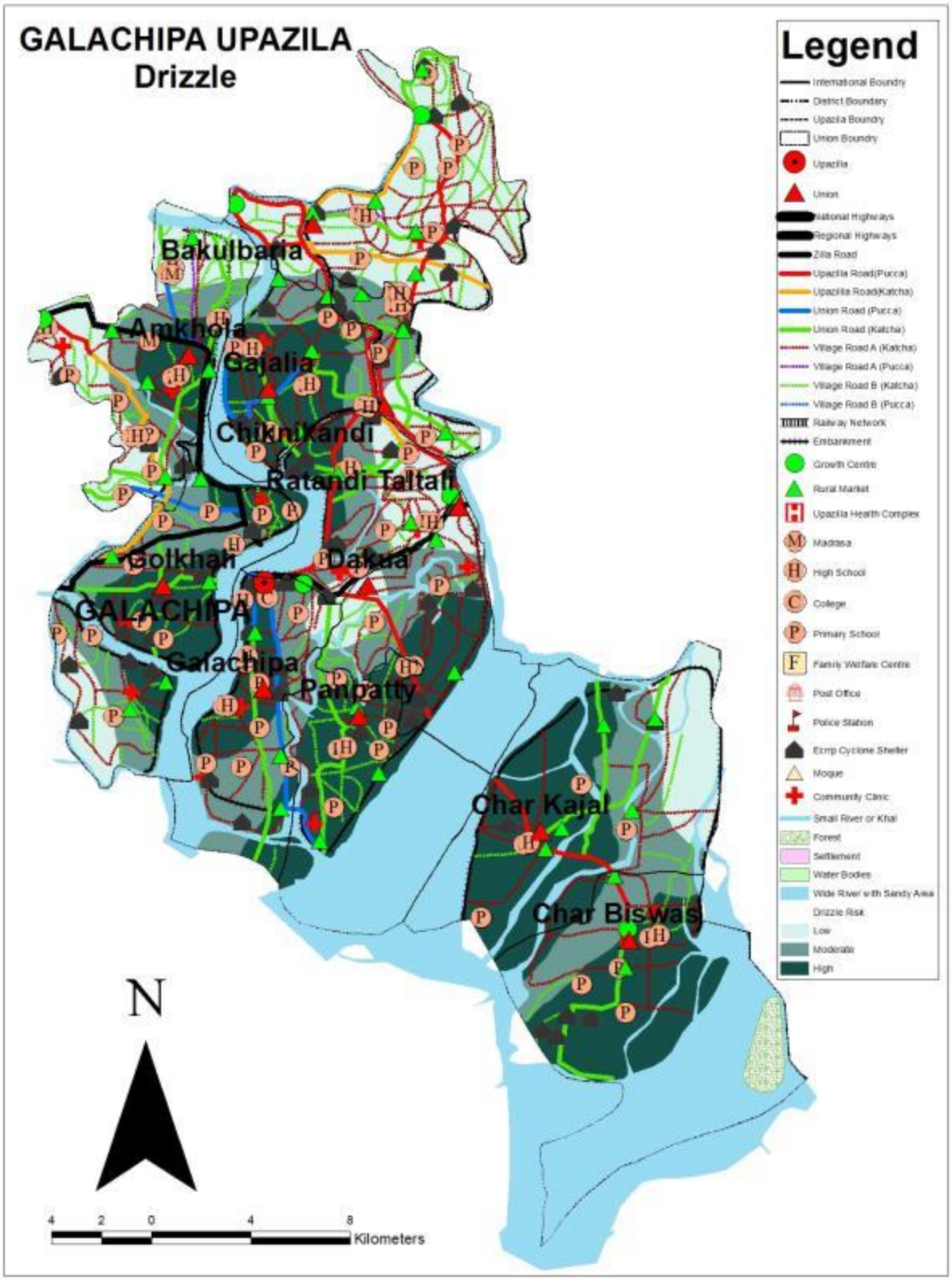

সংযুক্তি ১৯ :ঝুঁকির মানচিত্র) বন্যা)

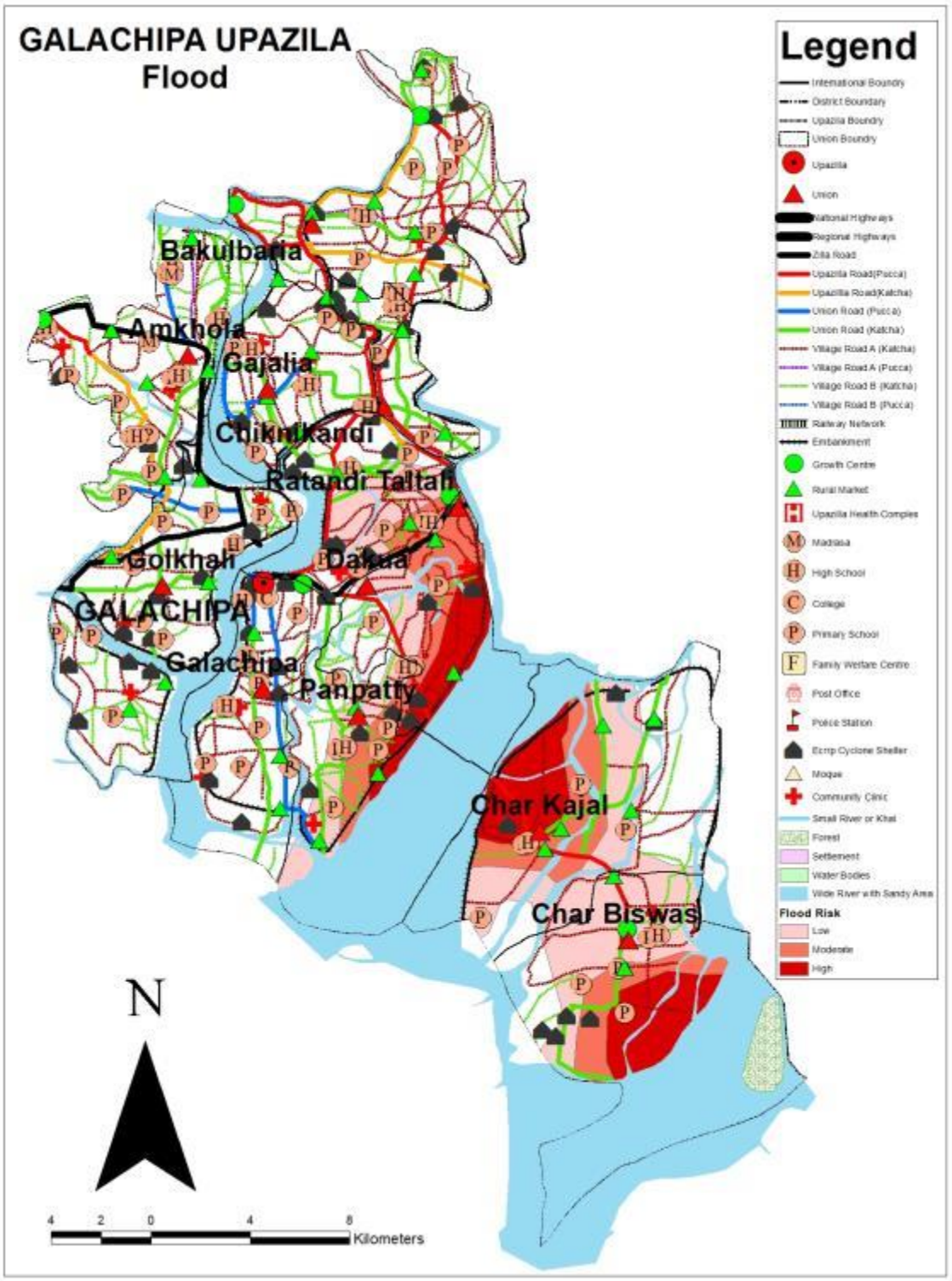

সংযুক্তি ২০ :ঝুঁকির মানচিত্র) অতিরিক্ত বৃষ্টি)

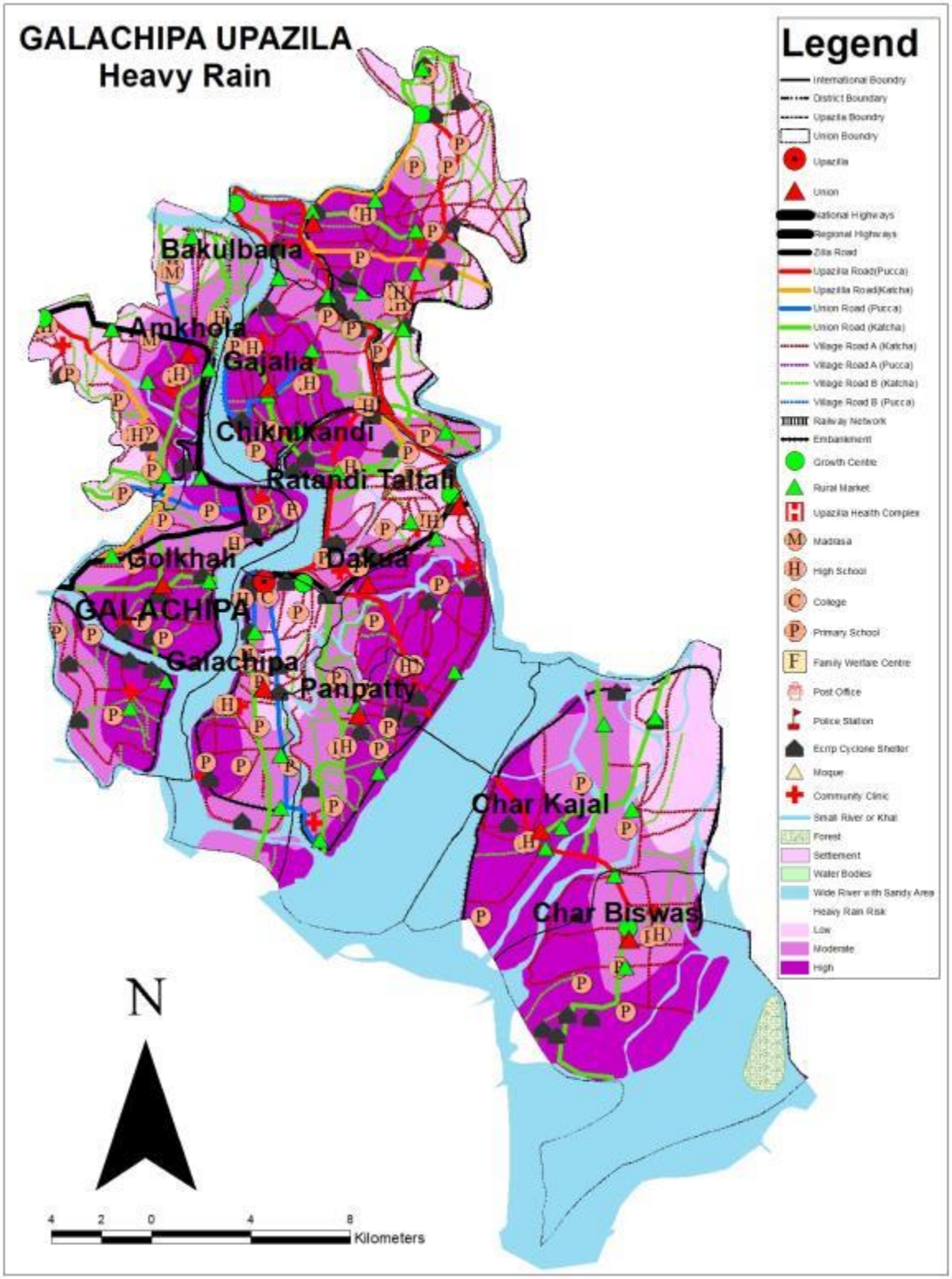

সংযুক্তি ২১ :ঝুঁকির মানচিত্র) অতিরিক্ত জোয়ার)

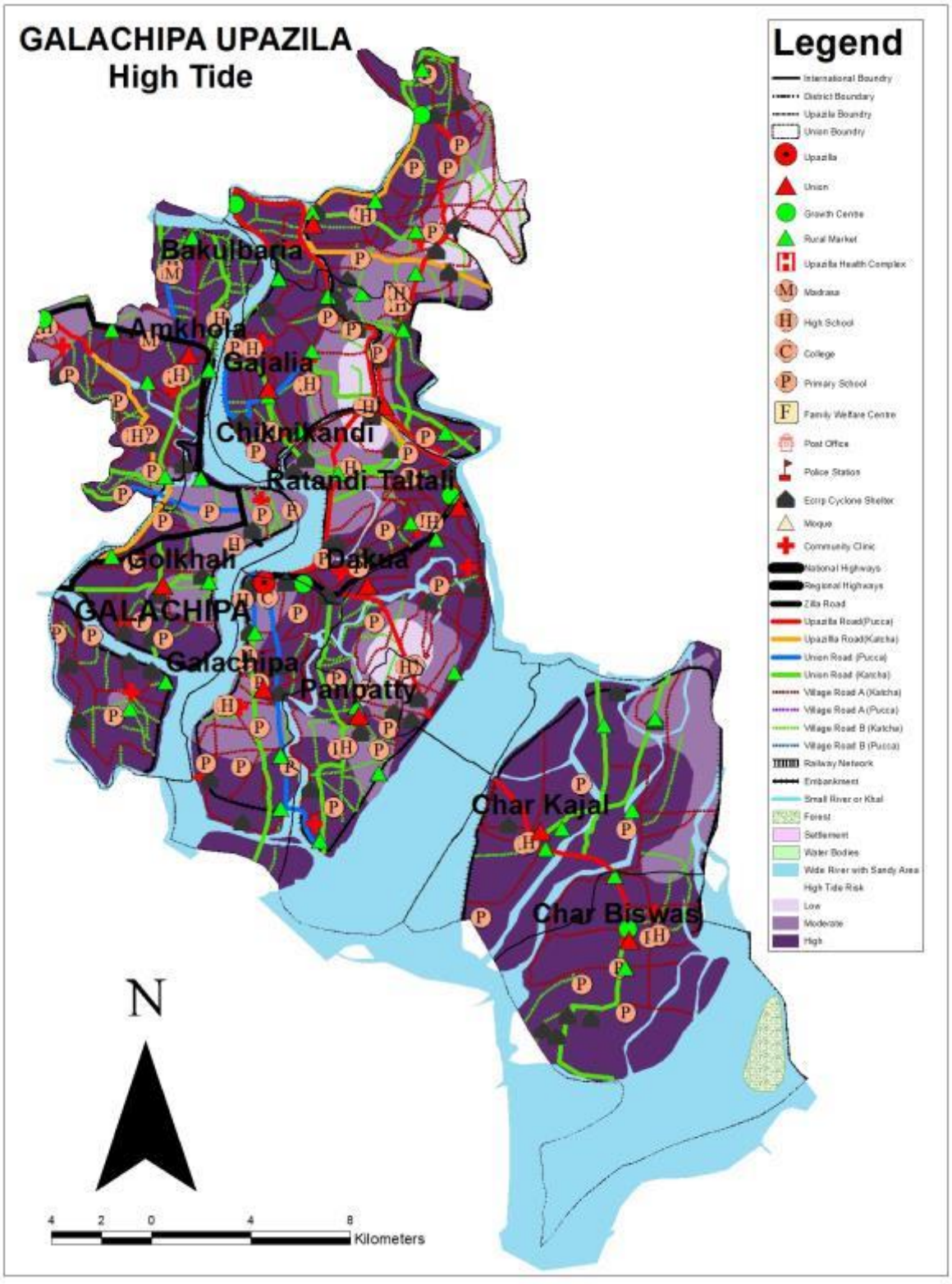

সংযুক্তি ২২ :ঝুঁকির মানচিত্র) নদী ভাঙন)

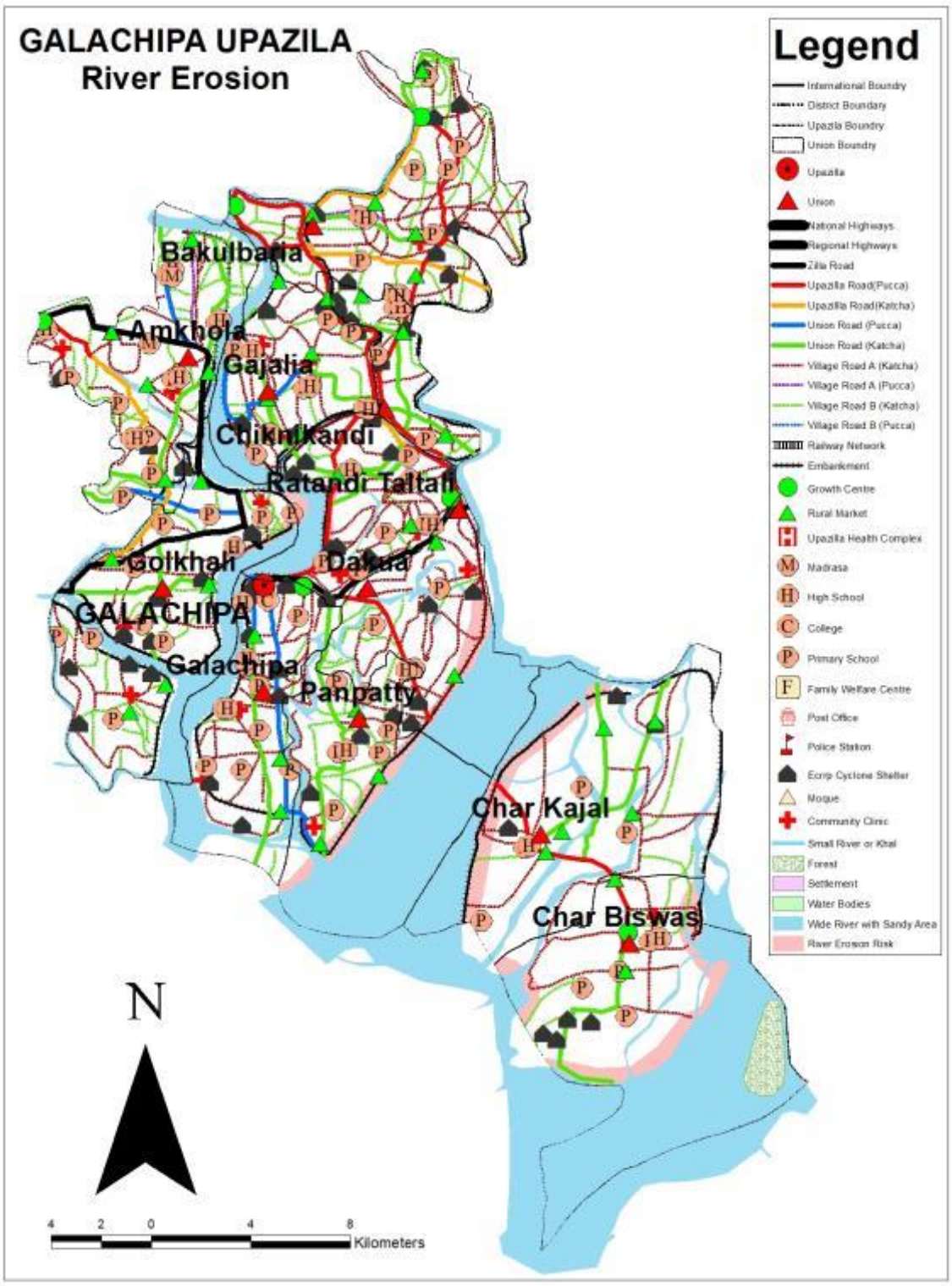

সংযুক্তি ২৩ :ঝুঁকির মানচিত্র) জলোচ্ছাস)

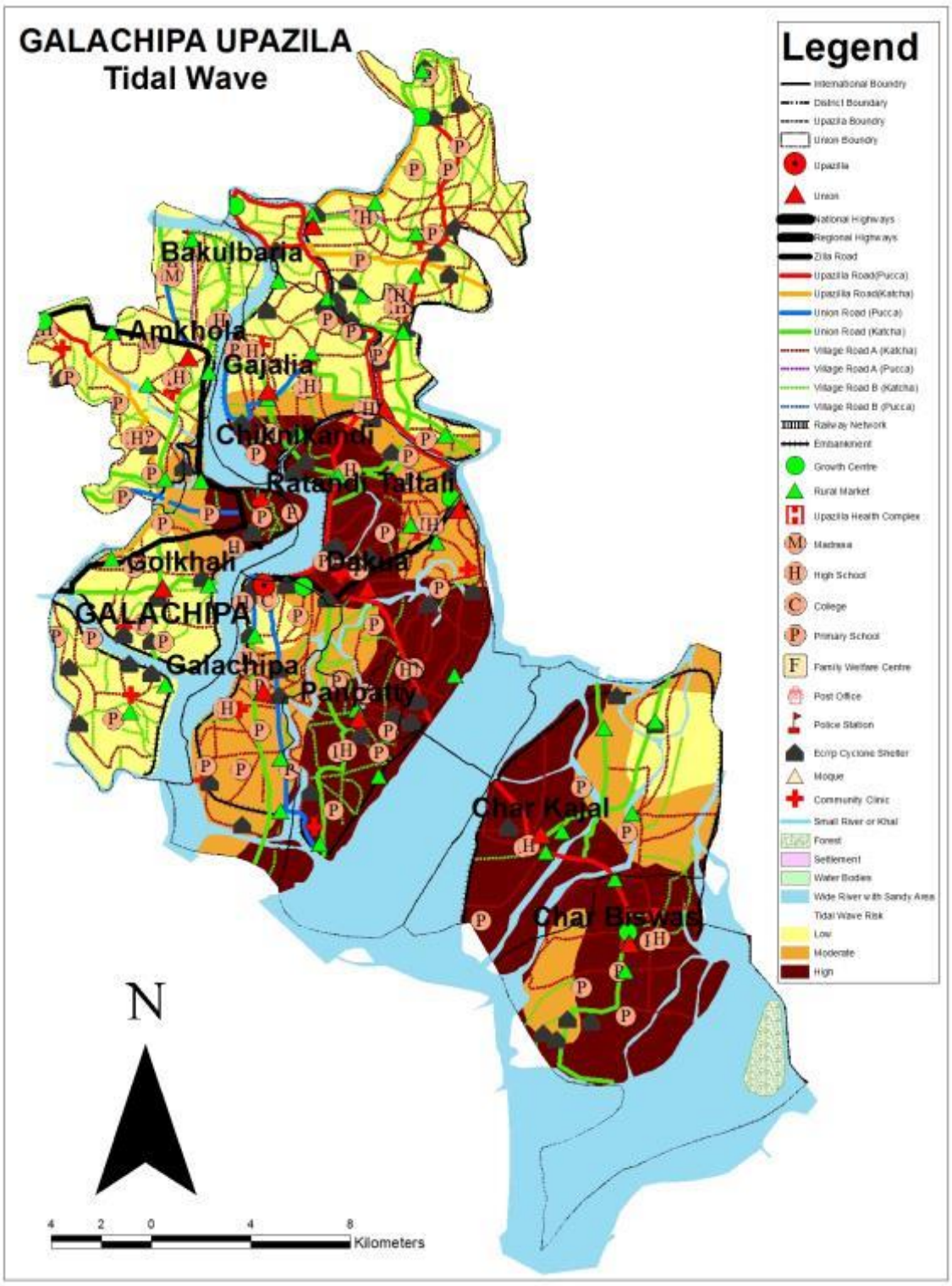

সংযুক্তি ২৪ :ঝুঁকির মানচিত্র) টর্নেডো)

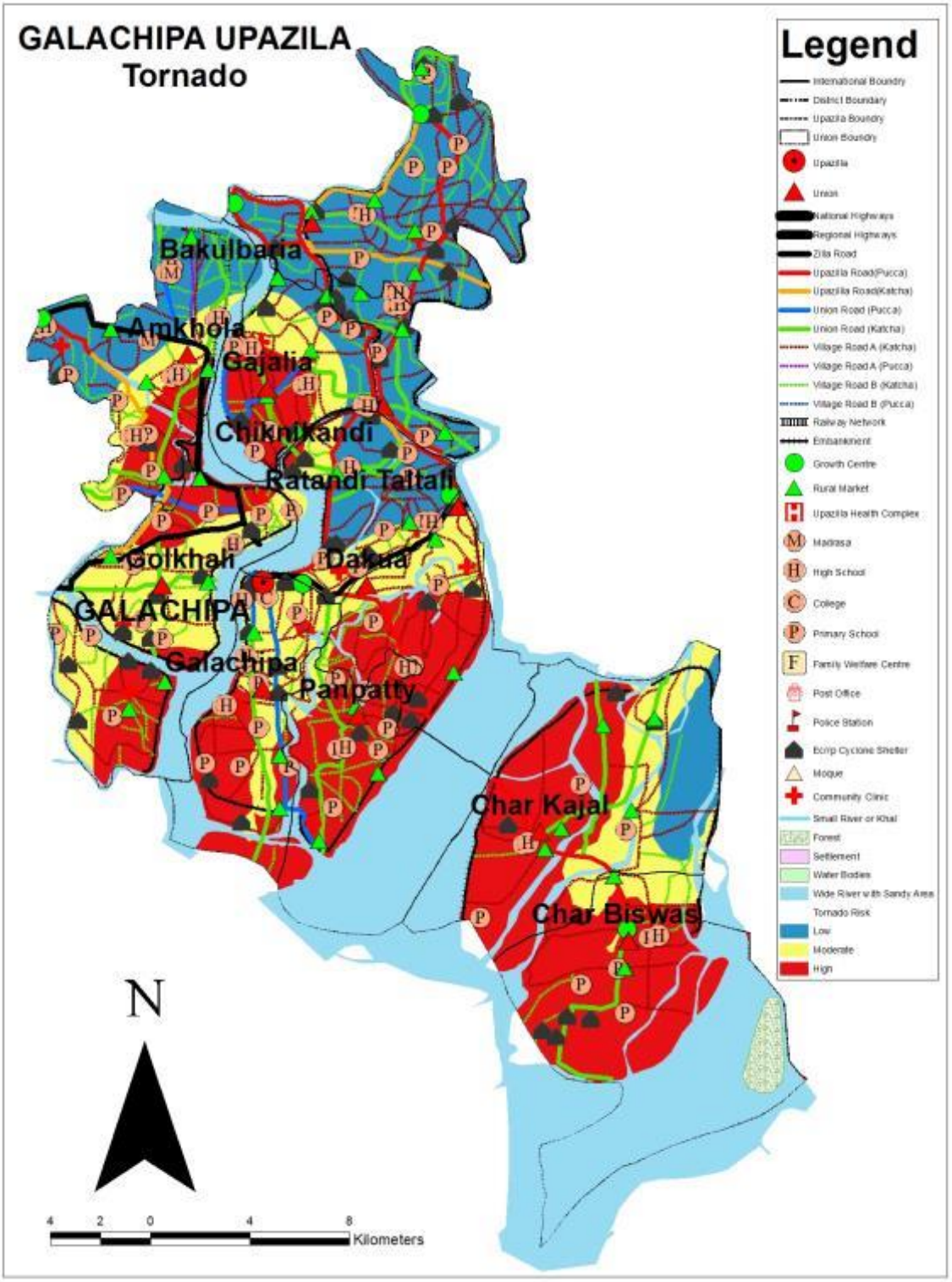

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

UKaid

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian
Aid

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.